A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্তাহার

Jamil
16.11.2012
Azimpur

মুসোলিনি মরেছে।
মুসোলিনিরা আজও বেঁচে আছে।
ইতিহাসের আলোয়
তাদের চিনে নেওয়ার জন্য
এই বই।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফ্যাসিজম

ম ন ফ কি রা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ফ্যা সি জ ম

Saumyendranath Tagore
FASCISM

প্রথম প্রকাশ। ১৯৩৪
প্রথম মনফকিরা সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০০৭

প্রকাশক। মনফকিরা-র পক্ষে চিত্রভানু চক্রবর্তী
মন্দিরপাড়া জগাছা হাওড়া ৭১১ ১১১
ফোন ২৪২৬ ০৯২৮ ৯৪৩৩৩ ০১০৭৯
৯৪৩৩৪ ১২৬৮২ ৯৪৩৩১ ২৮৫৫৫
বইপাড়ার ঠিকানা ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২
পুস্তকবিন্যাস ও প্রচ্ছদ। মাইন্ডস্কেপ
কার্যালয়। ১/৮ নবোদিত নয়াবাদ
ডাক মুকুন্দপুর কলকাতা ৭০০ ০৯৯
ফোন ৯৪৩৩৩ ০১০৭৯ ৯৪৩৩৪ ১২৬৮২
মুদ্রক। জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৩৫১ ৪৩৭৮

৬০ টাকা

Jamil
16-11-2012
Azimpur

সূচি

ভূমিকা ৭
মুসোলিনি ১১
ফ্যাসিস্ট মতবাদ ৩০
ফ্যাসিস্ট প্রোগ্রাম ৫১
ফ্যাসিজম ও শ্রমিক-কৃষক সমস্যা ৫৭
ফ্যাসিজম ও দক্ষিণ তিরোল ৬৩
ফ্যাসিজম ও ফিউচারিজম ৬৭
গারাগুসোর সঙ্গে আলোচনা ৭৩
গিস্‌লানজোৎনির সঙ্গে কথাবার্তা ৭৮
লেখক ফলগেরের সঙ্গে কথোপকথন ৮২
দুটি প্রবন্ধ ৮৫
হাসপাতালের বুলেটিনের মটো ৮৯
ফ্যাসিস্ট বালিল্লা সংঘের কতকগুলি গানের নমুনা ৯২
পরিশিষ্ট : ১
ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সৌম্যেন্দ্রনাথের চিঠি ৯৫
পরিশিষ্ট : ২
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ ৯৮
নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে ১০১

ভূ মি কা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ অঙ্ক ঘনিয়ে আসছে। মানব-ইতিহাসের কোন যুগেই মানবসমাজ এ রকম পরস্পরবিরোধী সুনির্দিষ্ট দুটি দলে বিভক্ত হয়নি, যেমনটি আমাদের যুগে ঘটেছে। এই দুই দলের মানুষদের মোটামুটি ভাবে কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া, এই সংজ্ঞা-দুটির দ্বারা পৃথক করে দেখানো যেতে পারে। যারা এই দুর্গন্ধময় ক্যাপিটালিস্ট সমাজকে ধ্বংস করে নতুন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত গ্রহণ করছে, তারা হচ্ছে কমিউনিস্ট। যারা সমাজের ক্যাপিটালিস্ট কাঠামোটিকে বজায় রাখতে চায় ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের খাতিরে, তারা হচ্ছে বুর্জোয়া। এই বুর্জোয়াদের হরেক দল থাকলেও মূলত সে-সব দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব দলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানো। শ্রমিক-বিপ্লবের কাল যতই নিকটতর হচ্ছে ততই বুর্জোয়াদের এই বিভিন্ন দল ভেঙেচুরে ফ্যাসিস্ট দল গড়ে উঠতে বাধ্য। বুর্জোয়া লিবারালিজমের দ্বারা ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাবার কাল গত হয়েছে। এখন তাই লিবারলিজম ও ডেমোক্রাসির মুখোশ ফেলে দিয়ে সোজাসুজি পুলিশ-পল্টনের দ্বারা ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাতে চেষ্টা করা ছাড়া বুর্জোয়াদের আর কোন উপায় নেই। ইম্পিরিয়ালিজমের খাবি খাওয়ার কালে ও শ্রমিক-বিপ্লবের যুগে যারা ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে, তাদের ফ্যাসিস্ট মূর্তিতে দেখা দিতেই হবে।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের লোকদের যে ফ্যাসিজমের উপর মনের টান আছে, তার পরিচয় আমরা অনেক দিন থেকেই পেয়ে আসছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথ রায় মুসোলিনির কতকগুলি বক্তৃতা চয়ন করে যে-বই বের করেছেন, পলিটিকাল মতবাদের উপর লিখিত বই হিশেবে সে-বইয়ের কোন মূল্য না-থাকলেও তার প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্যের দরুন বইটি আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছে। *প্রবাসী* প্রভৃতি বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি বইটির উচ্চ প্রশংসা করেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বইটি পড়ে যে-প্রশংসাপত্র লিখেছেন তাতে ভারতবর্ষের তরুণ সম্প্রদায়কে ফ্যাসিস্ট প্রণালী অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। কালে ভারতবর্ষীয় ন্যাশানালিস্টরা যে ফ্যাসিস্ট মূর্তিতে দেখা দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বড় আদরের নেতা সুভাষ বসু মুসোলিনির প্রেমে গদগদ হয়ে মুসোলিনিকে এক সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সুভাষ বসুর মতন লোকের মুসোলিনিকে সার্টিফিকেট দেওয়াটা যতই হাস্যকর হোক না কেন, আমাদের ভুললে চলবে না যে সুভাষ বসু অনেক দিন থেকেই ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করে আসছেন। যে-বার কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে শ্রমিকেরা কংগ্রেস-সভায় উপস্থিত হয় সে-বার, ধাঙড়দের ধর্মঘটের সময়ে ও আরও অনেক ক্ষেত্রে বাংলার 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্তদের এই উপযুক্ত নেতাটি যে-মনোভাব ও কার্যপদ্ধতি দেখিয়েছিলেন, তাকে ফ্যাসিজমের পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু এবারে ইয়োরোপে গিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় ফ্যাসিজম কী রূপ নেবে, তার সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। এই গ্রন্থে আমি শুধু ইতালীয় ফ্যাসিজমের মতবাদ ও সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। প্রায় দেড় বৎসর ইতালিতে বাস করবার সময়ে ফ্যাসিস্ট ও অ-ফ্যাসিস্ট বহু লোকের সঙ্গে ফ্যাসিজম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। রোমে বাস করবার সময়ে প্রফেসর বরতোলত্তো, মুসোলিনির অন্তরঙ্গ বন্ধু, ফিউচারিজমের জন্মদাতা মারিনেত্তি, ফ্যাসিস্ট পার্লামেন্টের সদস্য বিফানি প্রভৃতি অনেক ফ্যাসিস্ট ধুরন্ধরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ফলে ফ্যাসিস্টদের মানসিক কাঠামোটি খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলুম। তাই ফ্যাসিজমের আসল চেহারাটা এই বই থেকে পরিস্ফুট হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নভেম্বর ১৯৩৪

মুসোলিনির উচ্চ আদর্শের নমুনা

'Love the rifle, adore the machine-gun and in this scale of sentiments, do not forget the dagger.'

MUSSOLINI, Speech to the Fascist Youth Organisations, 21 September 1930.

মু সো লি নি

১৯১৪ সালে ইম্পিরিয়ালিস্ট মহাযুদ্ধের নিকষ-পাথরে যাচাই হয়ে গেল কারা শ্রমিক-বিপ্লবের সপক্ষে আর কারা বিপক্ষে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ও রাশিয়ার সোশ্যালিস্টরা শ্রেণী-সংঘাত, ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধ যাতে না শুরু হতে পারে তার জন্যে সর্বপ্রকারে বাধাদান, ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধকে ঘরোয়া যুদ্ধে (civil war) পরিবর্তন, শ্রমিক-বিপ্লব প্রভৃতি অনেক গরম-গরম কথা বছরের পর বছর আওড়ে আসছিল। ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে সে-সব কথা তারা ন্যাশনালিজমের ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। তারা যে দেশের সুসন্তান, মাতৃভূমির প্রতি প্রেম যে তাদের অত্যন্ত প্রগাঢ়, এটা প্রমাণ করবার জন্যে বিভিন্ন ইম্পিরিয়ালিস্ট দেশের সোশ্যালিস্টদের মধ্যে রেষারেষি চলতে লাগল। এই সোশ্যালিস্ট নেতারা, প্রত্যেক দেশের পার্লামেন্টে যখন ইম্পিরিয়ালিস্টরা যুদ্ধের জন্যে বিশেষ টাকার দাবি করল, তখন সেই দাবি সমর্থন করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা পেল না। এককথায় এই সোশ্যালিস্টরা, যারা কোন কালেও সত্যি করে সোশ্যালিস্ট ছিল না, মহাযুদ্ধের সময়ে তাদের আসল মূর্তিতে দেখা দিল। এরা যে হাড়ে-মজ্জায় ন্যাশনালিস্ট, ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থ যাতে বজায় থাকে সেই জন্যে যে এরা সোশ্যালিস্ট সেজে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে শ্রমিকদের শ্রেণীগত স্বার্থকে বরাবর প্রতারণা করে এসেছে, মহাযুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক দেশে সোশ্যালিস্ট নেতাদের ব্যবহারে তার চরম প্রমাণ হয়ে গেল। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের অন্যতম নেতা ফ্রাঙ্ক, লুনেভিলের যুদ্ধে সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। মৃত্যুকালে ফ্রাঙ্ক বলেন, 'আমি গর্বিত যে, জার্মানির মহত্ত্বের জন্যে আমি যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারলুম।' অন্য জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতারাও ফ্রাঙ্কেরই মতো মহা উৎসাহে ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধে যোগ দেয়। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশেই সোশ্যালিস্টরা ইম্পিরিয়ালিস্টদের তাঁবেদার-রূপে মহা উৎসাহে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে অন্য দেশের সোশ্যালিস্টদের মতোই শ্রেণী-সংঘাত ও শ্রমিক-বিপ্লবের বুলি আওড়ে আসছিল। এমনকী, মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের সূচনা হবার ঠিক আগে, ১৯১৪ সালের ২৬ জুলাই তারিখে মুসোলিনি ইতালিয়ান সোশ্যালিস্টদের মুখপত্র *আভান্তি*-তে (অগ্রসর) 'যুদ্ধ দলিত হোক' নাম

দিয়ে এক প্রবন্ধ লেখে। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় মুসোলিনি বলে, 'যদি ইতালি আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে না-চায় তা হলে ইতালিকে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে। হয় গভর্মেন্ট এই আবশ্যকতা বুঝে ব্যবস্থা করবে, নয় শ্রমিক শ্রেণী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে গভর্মেন্টকে বাধ্য করবে নিরপেক্ষ থাকতে।'

২৭ জুলাইয়ের *আভান্তি*-তে মুসোলিনি লেখে, 'যদি ইতালি নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে সাহায্য করে তা হলে আমরা এখন থেকেই উচ্চস্বরে ঘোষণা করছি যে ইতালির শ্রমিকদের তখন একমাত্র কর্তব্য হবে, বিপ্লব শুরু করা। ইতালিকে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। আমরা এই যুদ্ধে কোন মতেই অস্ট্রিয়া কিম্বা জার্মানির সাহায্যকারী হতে চাই না।'

এই দুটি প্রবন্ধ একটু তলিয়ে বিচার করে দেখলে আমরা দেখব যে, দুটি প্রবন্ধই মুসোলিনি ইতালীয় ন্যাশানালিস্ট হিশেবে লিখেছে। সোশ্যালিজমের মতবাদ অনুযায়ী ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধ-সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই দুটি প্রবন্ধে আদপে নেই। ইতালীয় বুর্জোয়াদের, অস্ট্রীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মন-কষাকষি ও কলহ-বিবাদ বহু দিন থেকেই চলছিল। পাছে ইতালীয় গভর্মেন্ট জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে ও ভাবনায় ইতালীয় বুর্জোয়াদের চোখে ঘুম ছিল না বললেই চলে। ইতালিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে, মুসোলিনির এই বুলির আসল মর্ম ২৭ জুলাই তারিখে লিখিত প্রবন্ধটির দ্বারা মুসোলিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। মুসোলিনির মতে, যদি ইতালিয়ান গভর্মেন্ট এই যুদ্ধে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়, তা হলে ইতালীয় শ্রমিকদের একমাত্র কর্তব্য হবে বিপ্লব শুরু করা। এখানে সোশ্যালিজমের নামাবলি ঢাকা দিয়ে ন্যাশানালিস্ট মুসোলিনি ইতালির শ্রমিকদের জঘন্য ভাবে প্রতারণা করল। মুসোলিনি এ কথা বলল না যে, যদি ইতালির বুর্জোয়া গভর্মেন্ট জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলির মধ্যে যে-কোন একটি শক্তির সঙ্গে জুটে অন্য একটি ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তা হলে ইতালীয় শ্রমিকদের একমাত্র কর্তব্য হবে এই ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধে বাধা দেওয়া ও ইতালীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঘরোয়া যুদ্ধ (civil war) শুরু করে দেওয়া। মুসোলিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার-শাসিত রাশিয়া প্রভৃতি ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলির নাম খুবই সচেতন ভাবে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য মনে এঁটে রেখে এই প্রবন্ধ-দুটিতে উল্লেখ পর্যন্ত করল না। সময় বুঝে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্ট্রিয়ার বুর্জোয়াদের উপর এত দিনের মনের ঝাঁঝ মিটিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে মুসোলিনির গোড়ার থেকেই ছিল। সেই অভিসন্ধি মনে থাকার জন্যেই মুসোলিনি তার প্রবন্ধ-দুটিতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। এই দুটি প্রবন্ধেই সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি ইতালীয় ন্যাশানালিস্টদের মনের ইচ্ছেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করেছে।

অবিশ্যি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্ট্রিয়া ও জার্মানিকে পরাজিত করবার জন্যে খোলাখুলি ভাবে আন্দোলন করার সময় তখনও আসেনি। একটু সবুর করে ধীরে-সুস্থে সময় বুঝে কী করে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে আন্দোলন করা যেতে পারে, সুচতুর মুসোলিনির তা ভালো করেই জানা ছিল। মুসোলিনি ভালো করেই জানত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ন্যাশানালিস্ট প্রোপাগান্ডা দ্বারা সে ইতালীয় শ্রমিকদের যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে পারছে ও যতক্ষণ পর্যন্ত না ইতালীয় শ্রমিকদের মন থেকে শ্রেণী-সংঘাতের আদর্শ অর্থাৎ কীনা ইতালীয় বুর্জোয়াদের নির্মূল করবার মতবাদকে উৎপাটিত করে তার জায়গায় ইতালীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতীয় গৌরবের জন্যে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা দরকার, এই বিষাক্ত মতবাদের বীজ শ্রমিকদের মনে ছড়িয়ে দিতে পারছে, ততদিন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত— এই মতবাদ খোলাখুলি প্রচার করা তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না। সে জন্যেই সোশ্যালিস্ট-ন্যাশানালিস্ট মুসোলিনি *আভান্তি*-তে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে কয়েক মাস ধরে ন্যাশানালিজমের সঙ্গে সোশ্যালিজমের ভেজাল মিশিয়ে ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে শ্রমিকদের মনে ধীরে-ধীরে জাতীয় গৌরবের মিথ্যে বুর্জোয়া আদর্শকে পরিপুষ্ট করতে লাগল।

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইতালির সোশ্যালিস্ট দল 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অথবা আংশিক নিরপেক্ষতা'— এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে মিলানো শহরে দলের একটি সভা ডাকে। মুসোলিনির 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা' বুলির আসল মর্ম কী, তা তো আমরা পূর্বেই বিচার করে দেখেছি। মুসোলিনি এই সভায় 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা'র প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্যে এল। মুসোলিনির জীবনচরিত-লেখিকা শ্রীমতী মার্গেরিতা সারফাত্তি সেই সভায় মুসোলিনির বক্তৃতার এই বর্ণনা দিয়েছেন, 'মুসোলিনির বক্তৃতার সঠিক কথাগুলি আমার মনে নেই। আমার শুধু মনে আছে, আমি কী রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যখন মুসোলিনি ইতালির স্বার্থ ও ইতালির মতবাদ সোজাসুজি জাতীয় ভিত্তির উপর গড়ে তুললেন। মুসোলিনি যখন বক্তৃতা শেষ করলেন তখন সংস্কারবাদী বক্তার পক্ষে মুসোলিনির সঙ্গে একমত হওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না।'

এই সভাতেই বক্তৃতাকালে মুসোলিনি চিৎকার করে বলে, 'হ্যাঁ, আমরাও কবির সেই কথার পুনরাবৃত্তি করব, *ও ফ্রান্স, তোমাকে আমরা ভালোবেসেছিলুম।* আমাদের শিরাতেও ফ্রান্সের প্রতি এই ভালোবাসা বইছে।' (সারফাত্তির লেখা মুসোলিনির জীবনচরিতের জার্মান সংস্করণ থেকে, পৃ. ১৭৬)।

ফ্রান্সের প্রতি মুসোলিনির এই গদগদ প্রেমে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইতালির ন্যাশানালিস্টদের (মুসোলিনিও তাদের মধ্যে গণ্য) ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া অস্ট্রিয়ার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব ছিল। অগত্যা প্রেমের টানে ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত না-হলে চলে কি?

আমরা আগেই দেখেছি যে, মুসোলিনি কেমন চাতুরীর সঙ্গে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের নাম তার প্রবন্ধ-দুটিতে ইচ্ছে করে উল্লেখ করেনি। এ ছাড়াও ফ্রান্সের প্রতি এই গদগদ প্রেমের আর-একটি কারণ ছিল। যুদ্ধের সূত্রপাত থেকেই ফ্রান্সের ইম্পিরিয়ালিস্টরা চেষ্টা শুরু করে ইতালিকে ফ্রান্সের সপক্ষে যুদ্ধে নামাতে। এই চেষ্টাকে সফল করার জন্যে ফরাসি ইম্পিরিয়ালিস্টরা প্রসিদ্ধ কবি গাব্রিয়েলে দানুন্‌ৎসিও-কে ও সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি-কে কয়েক মিলিয়ন ফ্রাঁ ঘুষ দিয়ে কিনে নেয়। মুসোলিনি-ভক্তা সারফাত্তি এই ঘটনাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে যা বলেছেন, তার থেকে মুসোলিনির ফরাসি ইম্পিরিয়ালিস্টদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে ফ্রান্সের সপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে ইতালির শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালানোর কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ হয়। সারফাত্তি বলেন, 'এই সময়ে গাব্রিয়েলে দানুন্‌ৎসিও প্যারিস থেকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং তাঁর বক্তৃতার দ্বারা জনসাধারণের চিত্তে আগুন জ্বালাতে থাকেন। জেনেভা থেকে রোম পর্যন্ত দানুন্‌ৎসিও এই অতি উচ্চ ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তুললেন। . . . মুসোলিনি দানুন্‌ৎসিওর সঙ্গে একত্রে নতুন ইতালির জন্যে কাজ করতে লাগলেন।'

প্যারিস থেকে পকেট ভর্তি করে ঘুষের টাকা নিয়ে দানুন্‌ৎসিও যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা চালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ইতালিতে ফিরে আসে। সোশ্যালিস্ট মুসোলিনিকে কিনে নিতে পারলে যে শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ভালো চলবে, তা ফরাসি ইম্পিরিয়ালিস্টরা ও ধূর্ত দানুন্‌ৎসিও, কারও জানতে বাকি ছিল না। মুসোলিনিকে ঘুষ দিয়ে দলে টানতে দানুন্‌ৎসিওর মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সারফাত্তির উক্তি থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুসোলিনি দানুন্‌ৎসিওর সঙ্গে মিলে একসঙ্গে 'নতুন' ইতালির জন্যে কাজ করতে শুরু করে। মুসোলিনির এই নতুন ইতালি সম্বন্ধে ধারণাটা কী, তা আমরা যথাসময়ে বিচার করে দেখব।

সেপ্টেম্বর মাসের এই সভায় জাতীয়তার ভিত্তির উপর ইতালির স্বার্থের সৌধ গড়ে তুলতে হবে, এই বক্তৃতা দেবার পর থেকে মুসোলিনি 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা'র (ইতালিকে অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধাদান করাই অবিশ্যি মুসোলিনির 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা'র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল) মতবাদ বর্জন করে 'যথার্থ নিরপেক্ষতা'র বুলি আওড়াতে শুরু করে। ১৯১৪ সালের ১০ অক্টোবর তারিখের *আভান্তি*-তে মুসোলিনি 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা থেকে উদ্যমশীল যথার্থ নিরপেক্ষতা' নাম দিয়ে যে-প্রবন্ধ লেখে, তার একজায়গায় বলে, 'তোমরা কি এখনও যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করবে, যে-যুদ্ধ তোমাদের ও আমাদের বিপ্লবকে রক্ষা করবে? এটা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার

পরিচায়ক হবে যদি কেউ এক যুদ্ধের সঙ্গে আরেক যুদ্ধের পার্থক্য বিচার না-করে এবং একই উপায় অবলম্বন করে প্রত্যেক যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করে।'

মুসোলিনির লেখা এই ক-টি লাইন শ্রমিকদের প্রতারণা করবার জঘন্য চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এক যুদ্ধের সঙ্গে অন্য যুদ্ধের পার্থক্য বিচার করে দেখবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আমরা আদপেই অস্বীকার করি না। অধিকন্তু কোন ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিক নীতির দোহাই দিয়ে প্রত্যেক যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করা যে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক তা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করি। আধ্যাত্মিক আতশবাজি বুর্জোয়াদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং প্রয়োজনীয়, আমাদের এই আধ্যাত্মিক আতশবাজি দিয়ে খেলা করবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নেই। এই আধ্যাত্মিক আতশবাজিকে নর্দমার মধ্যে নিক্ষেপ করবার যেমনি প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে শুধু সাধারণ ভাবে একটি মতবাদের আলোচনার সীমার মধ্যে নিজেদের বদ্ধ না-রেখে পলিটিকাল জীবনে সেই মতবাদ অনুযায়ী অথবা সেই মতবাদ-বিরুদ্ধ কাজ করলে কী ফলাফল হবে, তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা। সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি ঠিক এই চাতুরী খাটিয়েই ইতালীয় শ্রমিকদের প্রতারণা করবার চেষ্টা করেছে। এক যুদ্ধের সঙ্গে অন্য যুদ্ধের পার্থক্য বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে— এই ভাসা-ভাসা লোক-ঠকানো সাধারণ উক্তি করেই মুসোলিনি ক্ষান্ত দিল। মুসোলিনি ইচ্ছে করেই একবারও আলোচনা করল না যে, শ্রমিকদের কোন্ যুদ্ধের সপক্ষতা এবং কোন্ যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করা উচিত। যদি মুসোলিনি এই আলোচনা করত, তা হলে ইতালীয় শ্রমিকদের স্বার্থ ইতালীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের কাছে বলি দিয়ে, ইতালীয় শ্রমিকদের প্রতারণা করে তাদের ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধে যোগ দেওয়ানো মুসোলিনির পক্ষে অসম্ভব হত। প্রত্যেক ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের সর্বতো ভাবে বিপক্ষতা করা শ্রমিকদের অবশ্যকর্তব্য। ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের বিপক্ষতা শুধু যুদ্ধে যোগদান করতে অসম্মতি প্রকাশেতে পর্যবসিত করলে চলবে না। প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশের শ্রমিকদের, তাদের আপন দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঘরোয়া যুদ্ধ (civil war) শুরু করে দিতে হবে। এই শ্রমিক-বিপ্লবই হচ্ছে একমাত্র উপায় ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধকে বাধা দেবার। শুধু একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থাতে শ্রমিকেরা দুটি কারণবশত যুদ্ধ করতে পারে। এই দুটি কারণই একটি দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে সেই দেশের শ্রমিকদের হাতে আসবার পর ঘটতে পারে। বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করে বোঝবার জন্যে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াকে বর্তমানে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া সম্ভব, কেননা আপাতত একমাত্র এই দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যদি কোন একটি ইম্পিরিয়ালিস্ট গভর্মেন্ট কিম্বা একাধিক ইম্পিরিয়ালিস্ট গভর্মেন্ট একসঙ্গে জুটে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করবার জন্যে আক্রমণ করে, তা হলে শুধু আপনাদের স্বার্থের জন্যে নয়, বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্যে ও শ্রমিক

শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যকে বজায় রাখবার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকদের যুদ্ধ করা যে অবশ্যকর্তব্য হবে, তা সকলেরই বোধগম্য হবে। বিপ্লবমূলক নীতির দিক থেকে বিচার করে দেখলে আরও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকদের কর্তব্য হবে অন্য দেশের ইম্পিরিয়ালিস্ট গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কোন এক দেশের শ্রমিকশ্রেণী সেই দেশের বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার জন্যে বিপ্লবের সূত্রপাত করে সেই ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এই ঐতিহাসিক অবস্থাতে সেই বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি ও গুরুত্বের বিচার করবার পর শ্রমিকদের কর্তব্য হতে পারে সেই বিপ্লবকে সাহায্য করার জন্যে সেই দেশের বুর্জোয়া গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। শুধু শ্রমিক-শাসিত রাষ্ট্রের শ্রমিকেরাই উপরি উক্ত এই দুই কারণে যুদ্ধ করতে পারে। ক্যাপিটালিস্ট-শাসিত রাষ্ট্রে শ্রমিকদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, বিপ্লব শুরু করে ঘরোয়া যুদ্ধের দ্বারা স্বদেশের ক্যাপিটালিস্টদের উচ্ছেদ সাধন করে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করা।

সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি এই বিপ্লব ও ঘরোয়া যুদ্ধের সম্বন্ধে একটি কথা বলল তো না-ই, উপরন্তু ১৯১৪ সালের যুদ্ধ যে পুরোপুরি ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধ, সেটা ঢাকা দেবার জন্যে শুধু সাধারণ ভাবে এক যুদ্ধের সঙ্গে অন্য যুদ্ধের পার্থক্য সম্বন্ধে অবান্তর আলোচনা করল। আসলে সোশ্যালিস্ট মুসোলিনির উদ্দেশ্য ছিল ইতালিয়ান বুর্জোয়াদের স্বার্থ পুষ্ট করবার জন্যে ইতালিয়ান শ্রমিকদের ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে উৎসাহিত করা। ফরাসি ইম্পিরিয়ালিস্টদের কাছ থেকে উৎকোচ-গ্রহণকারী ও ইতালিয়ান বুর্জোয়াদের স্বার্থপুষ্টকারী সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি ইম্পিরিয়ালিস্ট মহাযুদ্ধের সময়ে এমনি করেই ইতালীয় শ্রমিকদের প্রবঞ্চনা করল।

এ সময়েই মুসোলিনি ইতালীয় সোশ্যালিস্ট দলের মুখপত্র *আভান্তি*-র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে *পপোলো দিতালিয়া* (ইতালির জনসাধারণ) নাম দিয়ে এক দৈনিক কাগজ বের করে। এই দৈনিক কাগজের প্রথম সংখ্যা ১৯১৪ সালের ১৪ নভেম্বর বের হয়। সেই সংখ্যায় মুসোলিনি লেখে, 'আমি তোমাদের একটি শব্দের দ্বারা ডাকছি, যে-শব্দ সাধারণ অবস্থায় আমি কখনও উচ্চারণ করতুম না। এই শব্দ আজ আমি পরিষ্কার গলায়, সোজাসুজি ভাবে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করছি। সেই ভয়ানক অথচ মন-ভোলানো শব্দ হচ্ছে— যুদ্ধ।'

এই সময় থেকে এই 'মন-ভোলানো' ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে মুসোলিনি ইতালির শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা সজোরে চালাতে শুরু করে। ১৯১৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখের *পপোলো দিতালিয়া*-য় মুসোলিনি লিখল, 'যুদ্ধ ইতালির জনসাধারণের জীবনের সর্বোত্তম যুক্তি রূপে দেখা দিয়েছে। ইতালীয় জাতি তার সমস্ত শক্তি মিত্রশক্তিদের সঙ্গে যুক্ত করে মাতৃভূমির জীবনে দৃঢ়তা দেবে এবং ভবিষ্যতের ইয়োরোপের সৃষ্টির জন্যে তার রক্ত উৎসর্গ করবে।'

১৯১৫ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের *পপোলো দিতালিয়া*-য় মুসোলিনি লিখল, 'আবার একবার আমি সেই যুদ্ধের জয় ঘোষণা করি, যে-যুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল সোশ্যালিস্ট দল থেকে আমাদের মুক্তি দেবে। যুদ্ধ সত্বর এসো। তুমি স্বাগত।'

মুসোলিনির এই খোলাখুলি ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের সমর্থন, ঘোরতর রকমে সুবিধাবাদী ইতালীয় সোশ্যালিস্ট দলের পক্ষেও নির্বিবাদে হজম করা অসম্ভব হল। এই সময়েই ইতালির সোশ্যালিস্ট দল তার মান রক্ষা করতে মুসোলিনিকে দল থেকে বের করে দিতে বাধ্য হয়। মুসোলিনি ও গাব্রিয়েলে দানুনৎসিওর ভক্তেরা যুদ্ধের জন্যে জনসাধারণকে প্রণোদিত করবার জন্যে দানুনৎসিওর তৈরি নিম্নোক্ত এই চার লাইনের কবিতা দল বেঁধে মিলানোর রাস্তায়-রাস্তায় আবৃত্তি করে ঘুরতে লাগল— 'পতন হউক অস্ট্রিয়ার/এবং জার্মানির,/হউক এদের সাথে আর/পতন গো তুর্কির।'

'মাতৃভূমি'র কল্যাণের জন্যে মুসোলিনির এই 'মহৎ কার্যে'র সহায়ক হিশেবে দেখা দিল ইতালীয় শ্রমিক সংঘের অন্যতম নেতা ফিলিপ্পো করিদোনি। এই বিশ্বাসঘাতক শ্রমিকনেতা করিদোনি-র বক্তৃতা দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ইতালীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ পুষ্ট করবার জন্যে করিদোনি তার সচল জিহ্বাটিকে চুটিয়ে ব্যবহার করল শ্রমিকদের যুদ্ধে যোগদান করাবার কাজে।

শ্রীমতী সারফাত্তি মুসোলিনির জীবনচরিতে করিদোনি ও মুসোলিনি একসঙ্গে মিলে ইতালীয় শ্রমিকদের যে-সর্বনাশ করেছিল, সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন, 'মুসোলিনি ও করিদোনি, উভয়ের নানা প্রকার প্রোপাগান্ডার ফলে মুসোলিনি *ফাসি দি আৎসিওনে রিভোলুৎসিওনারিয়া* (বিপ্লবমূলক কর্মের সংঘ) নাম দিয়ে এক অনুষ্ঠানের পত্তন করেন। যে-সব বিভিন্ন দল এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের না-ছিল কোন কর্মপদ্ধতি, না-ছিল কোন প্রোগ্রাম। শুধু একটি বিশেষ বিন্দুকে আশ্রয় করে এদের একত্রে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সেই বিন্দুটি হচ্ছে যুদ্ধ।'

মুসোলিনি ও করিদোনি উভয়েই স্বেচ্ছাসৈনিক হিশেবে যুদ্ধে যোগদান করে। যুদ্ধের প্রারম্ভেই করিদোনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। করিদোনির মৃত্যুসংবাদ এক শ্রমিকের কাছ থেকে মুসোলিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পায়। ১৯২২ সালে মুসোলিনি সারফাত্তিকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়াতে যায়। করিদোনির মৃত্যুসংবাদ মুসোলিনি যে-জায়গায় পায়, সেই জায়গায় মোটর থামিয়ে সারফাত্তিকে তার বর্ণনা করে। সারফাত্তি-লিখিত মুসোলিনির জীবনী থেকে মুসোলিনির স্বকৃত বর্ণনা উদ্ধৃত করছি। মুসোলিনি ও করিদোনির বিশ্বাসঘাতকতা ইতালীয় শ্রমিকদের মনে কী ভাবের সৃষ্টি করেছিল, তার সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা মুসোলিনির নিজের উক্তি থেকেই পাওয়া যাবে।

সারফাত্তি লেখেন, 'সহসা মুসোলিনি মোটরগাড়ি থামাতে আদেশ করলেন। আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে মুসোলিনি বললেন, এই পথের কোণে আমি (মুসোলিনি)

করিদোনির মৃত্যুসংবাদ পাই। আমি একলা কাজ থেকে ফিরে এসে এক মুহূর্তের জন্যে বিশ্রাম করছিলুম, এমন সময়ে একজন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তুই কি মুসোলিনি? আমি বললুম, হ্যাঁ। সে বলল, ভালোই হল। তোর জন্যে আমি একটা সুখবর এনেছি। করিদোনি মরেছে। ভালোই হয়েছে যে, সে মরেছে। তার মৃত্যু আমার মনের মতো হয়েছে। যুদ্ধের জন্যে যারা প্রোপাগান্ডা করেছে, তাদের সকলের মৃত্যু হওয়া দরকার।'

এই শ্রমিক-সৈনিকের মুখ দিয়ে সেদিন ইতালির জনগণ মুসোলিনি, করিদোনি প্রভৃতি বুর্জোয়াদের পা-চাটা সোশ্যালিস্টদের উপর তাদের অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যক্ত করেছিল।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইতালির প্রধান-প্রধান শহরে, বিশেষ করে মিলানোতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করে। হাজারে-হাজারে শ্রমিক মেয়ে-পুরুষ শহরের রাস্তা দিয়ে কমিউনিস্ট গান গেয়ে বিপ্লবের সূচনা ঘোষণা করে। ইতালির ন্যাশনালিস্টদের ও ক্যাপিটালিস্টদের সেদিন ঘন-ঘন হৃৎকম্প হচ্ছিল। কোথায় যুদ্ধে জিতে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে বসে তারা তাদের ব্যবসার উন্নতি করবে, না ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রমিকেরা তাদের বাড়া-ভাতের থালা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নেবার মতলব করল! এ কি কখনও সহ্য হয়! বুর্জোয়াদের সেবক সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি সেদিন উচ্চাঙ্গের কথা বলল। মুসোলিনি লিখল, 'আমরা হচ্ছি স্থিতিশীল। পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতাতে এমন অনেক-কিছু আছে যা রক্ষণীয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মিক স্বাধীনতা শুধু রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে না। এই স্বাধীনতা, লেনিনের সৈনিকাবাসের স্বেচ্ছাচারীদের দ্বারা বিনষ্ট হবার নয়। প্রুশিয়ার খুদে সৈনিকেরাও এই স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারেনি। যদি এই স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তা হলে আমরা একাদশ শতাব্দীর বর্বরতায় ফিরে যাব।'

আর-এক জায়গায় মুসোলিনি কমিউনিজমকে 'এশিয়ার বর্বরতা' নামে অভিহিত করল। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মিক স্বাধীনতা প্রভৃতি কথাগুলি প্রত্যেক দেশে বুর্জোয়াদের মুখে ঘন-ঘন শোনা যায়। এই স্বাধীনতার ধাপ্পা দিয়ে তারা তাদের থাবা দিয়ে গরিবের বুক চিরে তার মধ্যে তাদের জিভ পুরে দিয়ে কেমন করে রক্ত চোষে, তা আমরা ভালো করেই জানি। এই জন্যে মুসোলিনির ছোট মুখে এই 'বড়' কথার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। কমিউনিজমকে 'এশিয়ার বর্বরতা' আখ্যা দিয়ে তাকে 'সভ্য' ইয়োরোপের পক্ষে অব্যবহার্য বলে ঘোষণা করতে ইয়োরোপীয় বুর্জোয়ারা এক দিনের জন্যেও কসুর করেনি।

'এশিয়ার বর্বরতা'র বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অভিযান করবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর কথা ইয়োরোপের বুর্জোয়ারা কমিউনিজমের সূত্র-

পাত থেকে আজ পর্যন্ত আওড়ে চলেছে। মুসোলিনি তার প্রভু বুর্জোয়াদের মুখ থেকে এই কথাটি পরম ভক্তিভরে গ্রহণ করে ঘন-ঘন ব্যবহার করল।

কিন্তু শুধু বুলি আওড়ে বসে থাকবার লোক তো মুসোলিনি নয়। শ্রমিকেরা ধর্মঘট ঘোষণা করবার এক মাস পরে শ্রমিকদের বিপ্লব-আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে ২৩ মার্চ তারিখে মুসোলিনি *ফাসি দি কম্বাত্তিমেন্তো* (সংঘাতের দল) নাম দিয়ে প্রথম ফ্যাসিস্ট সংঘের পত্তন করে। বুর্জোয়া, খুদে বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছাত্রের দল, কেরানি ও আফিসের বাবুরা এই ফ্যাসিস্ট সংঘ গড়ে তুলল। শহরে ও গ্রামে সারা ইতালি ব্যেপে গণসাধারণ বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল। গ্রামে চাষিরা জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। জমিদারদের সাহায্য করবার জন্যে সৈন্যরা গ্রামে এলে সমস্ত গ্রামবাসী মেয়েপুরুষ মিলে তাদের উপর পড়ে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, তাদের সৈনিকের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিত। উচ্চপদস্থ সৈনিকদের সৈনিকের পোশাকে রাস্তায় বের হওয়া অসম্ভব ছিল। লোকেরা তাদের ধরে পোশাক ছিঁড়ে, অপমান ও নিগ্রহ করে ছেড়ে দিত। শহরে তো অনবরত ধর্মঘট লেগেই ছিল। সাধে শ্রীমতী সারফাত্তি এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে করুণ বিলাপ করে লেখেন, 'হায়, সুন্দরী ইতালিয়া, গানের দেশ তুমি। তোমার কীনা আজ এই অবস্থা হল!'

১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরি দখল করে কলের মালিকদের ও ডিরেক্টরদের অবলীলাক্রমে কল থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। তখন কলের মালিকদের সহায়ক রূপে দেখা দিল ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে ফ্লোরেন্সে ফ্যাসিস্ট সংঘের প্রথম কংগ্রেসে মুসোলিনি বলল, 'যদি বুর্জোয়া নাগরিকরা আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়, তা হলে আমাদের সাহায্য দাবি করবার অধিকার তাদের নেই। আমরা জাতিকে রক্ষা করছি। আমরা সমস্ত জাতির নৈতিক ও ইকনমিক কল্যাণ চাই।'

বুর্জোয়াদের এই স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনা করে মুসোলিনি ও তার ফ্যাসিস্ট অনুচরেরা শ্রমিকদের মেরে, খুন করে ফ্যাক্টরিগুলো ক্যাপিটালিস্টদের হাতে ফিরিয়ে দেবার কাজে আপনাদের নিয়োগ করল। দলে-দলে শ্রমিক ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ হারাল। ১৯২১ সালের অগস্ট মাসে সারা দেশব্যাপী হরতাল আরম্ভ হবার সম্ভাবনা ঘটে। পূর্বের মতো এ বারও ফ্যাসিস্টরা এই ধর্মঘট বিফল করবার কাজে মহা উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেল। হরতালের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারের দল, আফিসের বাবুরা ও ছাত্রেরা শ্রমিকদের পরিত্যক্ত কাজ শুরু করে।

সিনিওর আরেনা তাঁর লিখিত *মুসোলিনি ও তার কার্যাবলী* নামক পুস্তকে এই শ্রমিক-আন্দোলন ও হরতাল সম্বন্ধে লেখেন, 'লাল ট্রেড-ইউনিয়ন মতবাদ অপদার্থ। যখন এই লাল মতবাদ তার বিপ্লব-সাধনের অক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ

দিল, তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মাথা তুলল ও অন্য সমস্ত দলকে পদদলিত করল। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ফ্যাসিস্ট দলের মধ্যে প্রবেশ করবার ফলে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট দলকে আহ্বান করলেন দলের পলিটিকাল ও ইকনমিক ডেমোক্রাসি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। সোশ্যালিজম সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হল। শুধু একা মুসোলিনি তাঁর সোশ্যালিজমের বিরোধী লোকবল নিয়ে অটল রইলেন। এই লোকবল দ্বারাই তিনি শ্রমিকদের ক্ষমতা চূর্ণ করতে পেরেছিলেন ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।'

মুসোলিনির চেলা আরেনা-র লেখা এই ক-টি লাইন থেকে মুসোলিনি ও তার ফ্যাসিস্ট দলের আসল রূপ অতি চমৎকার ফুটে বের হয়েছে।

সমস্ত ইতালি-ব্যাপী এই অশান্তি ও সংঘর্ষের সময়ে মুসোলিনি যে শুধু শ্রমিক-বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তা নয়, ভিতরে-ভিতরে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট দলের সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে দখল করবার আয়োজন করছিল। ১৯২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ক্রেমোনা-তে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসোলিনি বলল— 'নির্জীব পঙ্গু রোম-কনস্তান্তিনোপলের বিরুদ্ধে আমি হচ্ছি মিলানো-আঙ্গোরার মুস্তাফা কেমাল পাশা।' তার এক মাস পরে ২৪ অক্টোবর নেপল্‌সে ফ্যাসিস্ট সভায় মুসোলিনি ঘোষণা করল যে, যারা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধতা করবে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবিশ্যি এই ঘোষণা যে শ্রমিকদের লক্ষ করে করা হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

২৭ অক্টোবর মিলানোতে ফ্যাসিস্টদের অত্যাচার শুরু হয়। শ্রমিকদের পত্রিকাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ও রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যাসিস্টরা ব্যারিকেড তৈরি করে পথ বন্ধ করে ঘাঁটি দিতে থাকে। ২৮ অক্টোবর কয়েক দল ফ্যাসিস্ট, জেনারেল ফারা-র নেতৃত্বে রোমে গিয়ে পৌঁছয়। কোন রকম সংঘর্ষ কিম্বা রক্তপাত ঘটেনি। গভর্মেন্টের তরফ থেকে বিন্দুমাত্র বাধাদান করা হয়নি। বাধাদান করবার কোন কারণই ছিল না। বছর-তিনেক ধরে মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্টরা শ্রমিকদের খুন করে ও শ্রমিক-বিপ্লবকে ধ্বংস করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে ইতালীয় বুর্জোয়াদের আন্তরিক ভক্তি ও ভালোবাসা অর্জন করবার সময় পেয়েছিল। শ্রমিক-বিপ্লবের আতঙ্কে ত্রস্ত বুর্জোয়াদের পক্ষে ফ্যাসিস্টরা স্বর্গের দূতস্বরূপ দেখা দিল। ইতালির রাজা ১৯২২ সালে ২৯ অক্টোবর তারিখে মুসোলিনিকে মিলানো থেকে রোমে আসবার জন্যে ডেকে পাঠায়। মুসোলিনি রাজার আদেশে মিলানো থেকে রোমে গিয়ে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের প্রতিষ্ঠা করে।

ফ্যাসিস্ট 'বিপ্লব' সম্বন্ধে আমরা যে-সব কাহিনী শুনে থাকি সেগুলি ফ্যাসিস্টদের তৈরি রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত, ফ্যাসিস্টদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্তকরণকে বিপ্লব বলে অভিহিত করলে থিওরেটিকাল নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া

কিছুই হবে না। শ্রমিক-বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখাই ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং আজও আছে। মানবসমাজের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়াই হচ্ছে ফ্যাসিজমের কাজ। তাই এককথায় বলতে গেলে ফ্যাসিস্ট আন্দোলন হচ্ছে বিপ্লব-বিরোধী (counter-revolutionary) আন্দোলন। দ্বিতীয়ত, দু-এক দল ফ্যাসিস্ট বাহিনী রোমে পাঠিয়ে দিয়ে বিপ্লবের ঢং করলেও মুসোলিনি ভালো করেই জানত যে সেই মুষ্টিমেয় ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পক্ষে রোম দখল করা অসম্ভব ছিল। আগেই বলেছি যে তাদের বাধা দেবার কোন কারণ ছিল না বলেই কিছুমাত্র বাধা দেওয়া হয়নি। বরঞ্চ ইতালির বুর্জোয়ারা মহা উল্লাসে তাদের বরণ করে। ইতালির রাজা মুসোলিনিকে ডেকে রাষ্ট্রের ভার তার হাতে তুলে দেয়। মুসোলিনি যদি সত্য-সত্যই বিপ্লবী হত, তা হলে হয় মুসোলিনির, নয় রাজা ইমানুয়েলের মুণ্ড যে মাটিতে লুটোত, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? অন্ততপক্ষে মুসোলিনিকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার তুলে দেবার সুপ্রবৃত্তি যে ইমানুয়েলের হত না, সেটা নির্বোধেরও বোধগম্য হবে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি ১৯১৪ সালে ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের ঠিক আগে কেমন অবলীলাক্রমে সোশ্যালিস্টের মুখোশ ফেলে ন্যাশানালিস্ট মূর্তিতে দেখা দেয়।

এই সময় থেকেই মুসোলিনি শ্রেণী-সংঘাতের মতবাদের বিরুদ্ধে তার জিভ ও কলম সজোরে চালাতে শুরু করে। শ্রেণী-সংঘাতের মতবাদকে চাপা দিতে গেলে জাতির অখণ্ড ঐক্যের ভুয়ো মতবাদের প্রচার করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বুর্জোয়াদের গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে জাতি (নেশন)। জাতির কল্যাণের জন্যে সকলকে তাদের স্বার্থ বলি দিতে হবে— এই বুলি প্রত্যেক দেশেই বুর্জোয়ারা অবিশ্রান্ত আওড়ে চলে। বুর্জোয়ারা অবশ্য একমাত্র তাদের শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধিকেই জাতির কল্যাণ বলে গণ্য করে। জাতি-অপদেবতার ভৌতিক মন্ত্র উচ্চারণ করে এই অপদেবতার পূজারি বুর্জোয়ারা শোষিত ও নিষ্পেষিত কোটি-কোটি শ্রমিক ও কৃষকের এক মুঠো ভাত থেকে যত ক-টি ভাতের দানা সরাতে পারে, তার চেষ্টা অবিরত করে থাকে। এই জাতির অখণ্ড ঐক্যের মিথ্যাকে প্রচার করতে গেলে শ্রেণীগুলির মধ্যে সখ্য স্থাপনের মতবাদকে প্রচার করতেই হবে। মুসোলিনি তাই ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বছরের পর বছর ধরে জাতীয়তার মতবাদ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে সখ্য স্থাপনের মতবাদ প্রচার করে আসছে।

১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ তারিখের *পপোলো দিতালিয়া*-য় মুসোলিনি লেখে, 'আমরা সমস্ত ইতালির নাগরিকদের (একমাত্র তাদের নয়, যাদের আমরা সর্বহারা বলে থাকি) আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি চাই এবং এই পৃথিবীতে আমাদের জাতির সমৃদ্ধি কামনা করি। . . প্রথমত, গণসাধারণের মুখ রাষ্ট্রের দিকে ফেরাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে তোলবার জন্যে মূলধনের সঙ্গে শ্রমের (অর্থাৎ কীনা ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে শ্রমিকদের) বিরোধ মিটিয়ে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে।'

গণসাধারণের মুখ ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের দিকে ফেরাবার মুসোলিনির 'সাধু' প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্ট। গণসাধারণ ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের সমস্ত অভিসন্ধি যুগ-যুগ ধরে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। সেই বোঝার ফলে প্রধান-প্রধান ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলিতে গণসাধারণ এই বুর্জোয়া শোষকদের রাষ্ট্রকে পায়ে দলে গুঁড়ো করবার জন্যে রাষ্ট্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে কমিউনিস্ট বিপ্লবের দিকে। একমাত্র এই বিপ্লবই ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে সক্ষম। গণসাধারণ বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে যে আন্তরিক ঘৃণা করে থাকে ও রাষ্ট্রের ধ্বংস-সাধন যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কামনা করে, তা ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি বহুদিন গণ-আন্দোলনের সংস্পর্শে থাকার ফলে ভালো করেই জানে। যতদিন ক্যাপিটালিস্ট রাজ্য বজায় থাকবে, ততদিন গণসাধারণের মনে ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের প্রতি যে-ঘৃণা ও বিদ্বেষ আছে তা দূর করা অসম্ভব। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষকে দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। ক্যাপিটালিস্টদের প্রসাদজীবী মুসোলিনি কোন্ প্রাণে তার প্রভুদের ধ্বংস করতে দিতে পারে? অগত্যা ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের সমস্ত পশুবল ব্যবহার করে শ্রমিক-বিপ্লবকে দমন করতে হবে। শুধু পশুবল ব্যবহার করেই গণসাধারণের মুখ ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের দিকে জোর করে ঘুরিয়ে ধরা সম্ভব। গণসাধারণের মুখ ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের দিকে ফেরাবার মুসোলিনির চেষ্টার অর্থই হচ্ছে এই।

মূলধনের সঙ্গে শ্রমের (অর্থাৎ কীনা ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে শ্রমিকদের) বিরোধ মিটিয়ে মৈত্রী স্থাপন করবার চেষ্টা বুর্জোয়াদের ভৃত্য মুসোলিনির পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। সত্যি করে মূলধনের সঙ্গে শ্রমের বিরোধ দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মূলধনের সামাজিক শিকড় উপড়ে ফেলে মূলধনকে বরাবরের মতো বিনষ্ট করা। যতদিন পর্যন্ত না মূলধন বিনষ্ট হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যে-শ্রেণীদের শোষণ করে ও লুঠ করে এই মূলধনের সৃষ্টি করা হয়, সেই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীদের সঙ্গে মূলধনের মালিক ক্যাপিটালিস্টদের বিরোধ থাকবেই থাকবে। মুসোলিনি মূলধন ও মূলধনের মালিক ক্যাপিটালিস্টদের সর্ব প্রকারে বাঁচাবার চেষ্টা বরাবর করে আসছে। তাই মূলধনের সঙ্গে শ্রমের বিরোধ মিটিয়ে মৈত্রী স্থাপন করাবার এই চেষ্টার একমাত্র অর্থ হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের শোষণপ্রণালীর সমস্ত শর্ত মেনে নিতে শ্রমিকদের বাধ্য করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করবার পর থেকে মুসোলিনি ও তার ফ্যাসিস্ট অনুচরেরা শ্রমিকদের খুন করে ও নানা প্রকার নির্যাতন করে ক্যাপিটালিস্টদের শোষণকে মেনে নিতে বাধ্য করে আসছে।

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে মুসোলিনি তার এক বক্তৃতায় বলে, 'ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন মতবাদের সঙ্গে পুরানো ট্রেড-ইউনিয়ন মতবাদের পার্থক্য এই যে, ফ্যাসিস্ট মতবাদের একটি বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, ফ্যাসিজম শ্রমিকদের ও শ্রমদাতাদের নিয়ে একটি বিরোধশূন্য অনুষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যে-অনুষ্ঠানটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করবার জন্যে জাতির স্বার্থের পায়ে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়েছে।'

ক্যাপিটালিজমকে বজায় রেখে মূলধনের সঙ্গে শ্রমের বিবাদ মেটাবার মানে যেমন মূলধনের মালিক ক্যাপিটালিস্টদের সমস্ত শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করতে শ্রমিকদের বাধ্য করা, তেমনি ক্যাপিটালিজম ও রাষ্ট্র বজায় থাকতে শ্রেণী-সংঘাতকে জোর করে দমন করে শ্রেণীগুলির মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করবার অর্থ হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়াদের সমস্ত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য করা। মুসোলিনির 'শ্রমিক ও শ্রমদাতাকে নিয়ে একটি বিরোধশূন্য অনুষ্ঠান' গড়ে তোলবার প্রচেষ্টার মানে এ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করবার জন্যে জাতীয় স্বার্থের পায়ে আপনার স্বার্থ বলি দেওয়ার জন্যে মুসোলিনি যে-মহা আধ্যাত্মিক ডাক দিয়েছে, তার আসল মানে হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করতে শ্রমিকদের বাধ্য করা, যাতে করে জাতীয় স্বার্থ অর্থাৎ কীনা ক্যাপিটালিস্টদের পকেট পুষ্ট হয়।

১৯২৫ সালে লম্বার্দিয়াতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। ঠিক তার আগের বছরে ভালদার্নো ও লুমিজানাতে শ্রমিকেরা কলে কাজ করা বন্ধ করে। ১৯২৫ সালের ধর্মঘটের পর মুসোলিনি *গেরার্কিয়া* নামক পত্রিকায় ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন মতবাদের উপর এক প্রবন্ধ লেখে। সেই প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি : 'ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন মতবাদ মূলধনকে পীড়নের যন্ত্র হিশেবে দেখে না (কেননা মূলধনকে পীড়নের যন্ত্র হিশেবে দেখা হচ্ছে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি), মূলধনকে বল ও মুক্তি দেবার শক্তিরূপে দেখে। ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের এই মতবাদ হচ্ছে সম্পূর্ণ অভিনব। দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে মূলধনকে সচল করায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশেষ স্বার্থ আছে। ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন মতবাদ ক্যাপিটালিজম ও সর্বহারা (প্রলেতারিয়েত), এ দুয়ের পরস্পর-বিরোধিতা সম্বন্ধে যে-মার্কসীয় মতবাদ আছে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থার উন্নতি শুধু তখনই সম্ভব, যখন ক্যাপিটালিজম প্রবল শক্তিসম্পন্ন। ক্যাপিটালিজম যখন দুর্বল, স্থিতিশীল ও ক্ষয়গ্রস্ত, তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। শ্রমিকেরা যদি মূলধনকে উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ ও ক্যাপিটালিজমকে সামাজিক সংগঠন হিশেবে দেখে, তা হলে তাদের পক্ষে মূলধন ও ক্যাপিটালিজমের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ক্যাপিটালিজমের উন্নতির উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে।'

১৯২৬ সালের ১১ মার্চ তারিখে ইতালির সেনেটে বক্তৃতা দেবার সময়ে মুসোলিনি বলে, 'ফ্যাসিস্ট ট্রেড-ইউনিয়ন মতবাদের আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে শ্রেণীগুলির মধ্যে সহযোগিতার আদর্শ। মূলধন ও শ্রম হচ্ছে একটি চক্রের দুটি অংশবিশেষ। একটি অন্যটি ছাড়া থাকতে পারে না। আশা করি, এই দুটি অংশ সেটা বুঝবে।'

মূলধনের উৎপত্তি সম্বন্ধে মুসোলিনি হয় একেবারে অজ্ঞ, নয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ পূরণ করবার জন্যে অজ্ঞতার ভান করেছে। মূলধনের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে যার সামান্য জ্ঞান আছে, সে-ই জানে কী ভীষণ পেষণ ও লুণ্ঠনের দ্বারা মূলধনের সূচনা ঘটেছে। ফ্যাসিজমের পলিটিকাল মতবাদের আলোচনা করবার সময়ে যথাস্থানে মূলধনের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করব। মূলধন হচ্ছে সেই দানব, যা শ্রমিকদের রক্ত চুষে জীবনধারণ করে ও পুষ্টিলাভ করে। এই দানবকে বধ করবার সঙ্গে-সঙ্গে এই দানবের অধিকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত অস্তিত্ব লোপ পাবে। আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলা দরকার যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত অস্তিত্বের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে মূলধন-দানব বিনষ্ট হবে। মূলধনকে বাঁচিয়ে রাখা ও সচল রাখা মানে হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ বজায় রাখা। অতএব মূলধনকে সচল রাখা কখনও-ই শ্রমিকদের স্বার্থ হতে পারে না। ক্যাপিটালিজম যখন শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ কীনা যখন ক্যাপিটালিস্টরা মনের সাধ মিটিয়ে শ্রমিকদের শোষণ করে পকেট ভরছে, একমাত্র তখনই মুসোলিনির মতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। মুসোলিনি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বলতে শুধু সেইটুকু উন্নতি বোঝে, যেটুকু উন্নতি ক্যাপিটালিজমের ফ্রেমে-আঁটা সমাজে শ্রমিকদের সম্ভব। সেটুকু উন্নতি হচ্ছে কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি ও কিঞ্চিৎ অন্যান্য সুবিধা লাভ। ক্যাপিটালিজমের আমলে এই বেতনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন প্রণালীর অভ্যন্তরীণ গলদের ফলে ক্রাইসিসের দরুন শ্রমিকদের বেতন সময়ে-সময়ে কমে যেতে বাধ্য। শুধু মাইনে কমা নয়, ক্যাপিটালিজমের বারংবার ঘুরে-আসা ক্রাইসিসের ফলে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বুর্জোয়াদের সমস্ত পুলিশ-পাহারা, মেশিনগান দিয়েও মুসোলিনি ক্যাপিটালিজমকে ক্রাইসিসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অগত্যা ক্যাপিটালিস্ট সমাজে শ্রমিকদের অবস্থার সত্যিকার উন্নতি হওয়া বস্তুত অসম্ভব। যদি আমরা সম্পূর্ণ অসম্ভবকে সম্ভব বলে ধরে নিয়ে ক্যাপিটালিজমের সম্পূর্ণ ক্রাইসিস-শূন্য অবস্থা কল্পনা করি, তা হলে সে-ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি একটি নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে যে থেমে যেতে বাধ্য, তা আমরা একটু বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারব। ক্যাপিটালিস্টের লাভের অঙ্ক ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে পারে না। এক জায়গায় এসে লাভের অঙ্ক স্থিতিশীল হতে বাধ্য। তাই শ্রমিকদের মাইনে যদি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে তা হলে ক্যাপিটালিস্টদের

লাভের অংশ কমে আসতে বাধ্য। অগত্যা ক্রাইসিস-শূন্য (?) ক্যাপিটালিজমের আমলেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির সীমা খুবই নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে যে-কথাটি আমাদের বিচার করে দেখা উচিত, সেই কথাটি মুসোলিনি চাতুরী করে এড়িয়ে গেছে। শ্রমিকদের মাইনে যতই বাড়ুক না কেন, ক্যাপিটালিজমের আমলে ক্যাপিটালিস্টদের অবস্থার সঙ্গে যে শ্রমিকদের অবস্থার আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকতে বাধ্য আর সেই প্রভেদটা যতদিন না ঘুচছে ততদিন যে সামাজিক জীবনের অসামঞ্জস্য দূর হবে না, সে-সম্বন্ধে মুসোলিনি উচ্চবাচ্য করেনি। মূলধনকে উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ ও ক্যাপিটালিজমকে সামাজিক অনুষ্ঠানস্বরূপ গণ্য করতে বলার সোজা মানে হচ্ছে শ্রমিকদের ক্যাপিটালিজমকে মেনে নিতে বলা ও ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করবার জন্যে তাদের মনে যে-স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, তাকে বিসর্জন দিয়ে ক্যাপিটালিস্টদের অত্যাচার সহ্য করতে বলা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। 'মূলধন ও শ্রম, একটি অন্যটি ছাড়া থাকতে পারে না', মুসোলিনির এই উক্তি তার প্রায় সমস্ত উক্তি ও লেখার মতো আংশিক ভাবে সমাজবিজ্ঞানসম্মত। মূলধন শ্রম ছাড়া থাকতে পারে না, কেননা মূলধনের জন্মই হচ্ছে শ্রম থেকে। শ্রমিকের শ্রম চুরি করেই ক্যাপিটালিস্টরা মূলধন গড়েছে। শ্রম মূলধন ছাড়া থাকতে পারে না, এই উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রান্ত। বহু হাজার বৎসর কেটে গেছে যখন মানবসমাজের উৎপাদন-জীবনে মূলধন বলে কোন বস্তুর লেশমাত্র ছিল না। ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন প্রণালীর ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে মূলধনের অস্তিত্ব লোপ পাবে, কিন্তু তা-ই বলে শ্রম লোপ পাবে না। শ্রমের প্রয়োজন সমস্ত সামাজিক উৎপাদন প্রণালীতে ছিল ও থাকবে। সর্বকালে উৎপাদন প্রণালীর বনেদ হচ্ছে শ্রম। মুসোলিনি ভালো করেই জানে যে মূলধনের ভিত্তির উপর ক্যাপিটালিজমের ইমারত গড়ে উঠেছে। তাই মূলধনের সঙ্গে শ্রমের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ— এই মিথ্যে কথা যদি লোককে বিশ্বাস করানো যায় তা হলে ক্যাপিটালিজমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ক্যাপিটালিজমকে বাঁচাবার অভিলাষেই মুসোলিনি এই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মিথ্যা ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করেছে।

শুধু মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েই মুসোলিনি ক্ষান্ত হয়নি। সোজাসুজি ক্যাপিটালিস্টদের স্তুতিগান করতে ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট মুসোলিনি বিন্দুমাত্র লজ্জা পায়নি। সিনিওর আরেনা তাঁর লেখা *মুসোলিনি ও তার কার্যাবলি* নামক পুস্তকে মুসোলিনিকে ক্যাপিটালিজমের প্রশংসা করতে দেখে উচ্ছ্বসিত ভাবে মুসোলিনির প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভাগ্য এমন যে মুসোলিনিকেই ক্যাপিটালিজমের স্তুতিগান করতে হল। যদি সে বুদ্ধিমান ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হয়, তা হলে কে এমন ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট আছে যে মুসোলিনির মতো ক্যাপিটালিজমের স্তব না-করবে?'

ক্যাপিটালিজমের স্তব করবার জন্যে সিনিওর আরেনাকে ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্টদের খুঁজে বের করবার জন্যে কষ্ট পেতে হবে না। যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক

দেশে সোশ্যালিস্টরা ক্যাপিটালিজমের বন্দনা করে আসছে। তার এক বক্তৃতায় খোলাখুলি ভাবে ক্যাপিটালিজমের বন্দনা করে মুসোলিনি বলে, 'বর্তমান কাল ক্যাপিটালিজমের প্রথম অরুণোদয়ের কাল নয় বটে, কিন্তু ক্যাপিটালিজম মোটেই ধ্বংসপথগামী নয়। বিবেচনা করা দরকার যে ক্যাপিটালিজম তার সমস্ত দোষ-গুণ নিয়ে কয়েক শতাব্দী বেঁচে আছে এবং যে-সব জায়গায় ক্যাপিটালিজমকে রদ করে দেওয়া হয়েছিল, সে-সব জায়গাতেই ক্যাপিটালিজম আবার ফিরে এসেছে। ক্যাপিটালিজমকে শ্রমিকদের রক্তশোষক পিশাচপ্রকৃতি কয়েকটি ব্যক্তির সমষ্টিতে রূপান্তরিত করে দেখা অতীব হাস্যকর। বর্তমান কালের ক্যাপিটালিস্টরা ইন্ডাস্ট্রির নায়ক ও প্রভূত শক্তিশালী গঠনকর্তা। এদের কর্তব্যবুদ্ধি যতদূর সম্ভব সজাগ। এদের উপর সহস্র ও শত-সহস্র শ্রমিকের বেতন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে আছে। এই ক্যাপিটালিস্টরা কী দাবি করে? এরা দাবি করে তাদের ইন্ডাস্ট্রির ও জাতির সাফল্য। ব্যক্তিগত সুখ? আইন, ঐশ্বর্য জড়ো করবার সুবিধের একটি নির্দিষ্ট সীমা দিয়ে দিয়েছে।'

আমাদের সে-সব জায়গা সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই, যে-সব জায়গায় ক্যাপিটালিজমের লোপ সাধন করবার পর ক্যাপিটালিজম আবার ফিরে এসেছে। একমাত্র শ্রমিক-বিপ্লবই ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসসাধন করতে পারে। সেই কমিউনিস্ট বিপ্লব বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর মাত্র একটি দেশে সাধিত হয়েছে। সেই দেশ হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া। সোভিয়েত রাশিয়াতে ক্যাপিটালিজম ফিরে আসা দূরে থাক, ক্যাপিটালিজমের ছিটেফোঁটা যেখানে যা ছিল দিন-দিন সে-সব নির্মূল হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার ধ্বংসসাধন করে সেখানে পুনঃ ক্যাপিটালিজমের প্রতিষ্ঠার জন্যে পোপের মারফত ভগবানের কাছে শত দরখাস্ত করেও মুসোলিনি তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারবে না। সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্যাপিটালিজম ফিরবে তো না-ই, উপরন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার নিত্যবর্ধমান শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্যাপিটালিজমের বনেদ ধসিয়ে দেবে। ক্যাপিটালিস্টদের 'কর্তব্যবুদ্ধির ও নিঃস্বার্থতা'র পরিচয় ক্যাপিটালিস্টরা ও মুসোলিনির মতো ক্যাপিটালিস্টদের অন্যান্য স্তাবকের দল ছাড়া সকলেরই এত ভালো করে জানা আছে যে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা বাহুল্য মনে করি। শুধু 'আইন, ঐশ্বর্য জড়ো করবার সুবিধের একটি নির্দিষ্ট সীমা দিয়ে দিয়েছে'— মুসোলিনির এই উক্তির জুয়াচুরি ধরিয়ে দেওয়ার দরকার আছে বলে বোধ করি। ক্যাপিটালিস্ট সমাজের সমস্ত আইন-ই হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থ বজায় রাখবার আইন। কোন ক্যাপিটালিস্ট ব্যক্তিবিশেষ যদি তার নিজের স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে সমগ্র ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর সমষ্টিগত স্বার্থের হানি করে, তা হলে ক্যাপিটালিস্টদের শ্রেণীর সমষ্টিগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই ক্যাপিটালিস্ট ব্যক্তিটির ক্ষমতাকে আইন দ্বারা সঙ্কুচিত করা ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর পক্ষে দরকার।

ক্যাপিটালিস্টদের শ্রেণীগত স্বার্থ পুষ্ট করবার জন্যেই প্রত্যেক ক্যাপিটালিস্টকে তার সম্পত্তির ও আয়ের পরিমাণ হিশেবে ট্যাক্স দিতে হয়। এই ট্যাক্স ছাড়া ক্যাপিটালিস্টদের ঐশ্বর্য পর্বতাকারে বাড়িয়ে তোলাকে বাধা দেবার জন্যে কোন আইন নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে-সমাজে পরম পবিত্র বস্তু হিশেবে গণিত হয়, সেই ক্যাপিটালিস্ট সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া অসম্ভব। মুসোলিনি তার উপরি উক্ত উক্তি দিয়ে লোকেদের বোঝাতে চেয়েছে যে, আইন জাতির স্বার্থের দিকে তাকিয়েই ঐশ্বর্য সঞ্চয় করবার সুবিধের একটি নির্দিষ্ট সীমা দিয়ে দিয়েছে। মুসোলিনির এই উক্তি আগাগোড়া মিথ্যা অভিপ্রায়পূর্ণ।

ক্যাপিটালিজমের গোঁড়া ভক্ত, বুর্জোয়া ন্যাশনালিজমের উপাসক মুসোলিনি যে সময়ে ইম্পিরিয়ালিস্ট মূর্তিতে দেখা দেবে, সে তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্যাপিটালিজম ও বুর্জোয়া ন্যাশনালিজমের স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে ইম্পিরিয়ালিজম।

১৯১৯-এ মুসোলিনি *পপোলো দিতালিয়া*-য় ইম্পিরিয়ালিজম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখে, 'ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে জীবনের অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন নিয়ম। মূলত ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে আপনাকে বিস্তার করবার সেই স্পৃহা, যা প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জীবিত ও জীবনীশক্তিশীল জাতি আপনার মধ্যে অনুভব করে থাকে। যেমন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, তেমনি জাতির জীবনের ক্ষেত্রে উপায়ের পার্থক্যের দ্বারা এক ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে আর-এক ইম্পিরিয়ালিজমের পার্থক্য বোঝা যায়। সাধারণত লোকে বিশ্বাস করে থাকে যে, ইম্পিরিয়ালিজম স্বভাবতই যুদ্ধপ্রয়াসী ও বাবুদলের স্বার্থপুষ্টকারী। এ বিশ্বাস ঠিক নয়। ইম্পিরিয়ালিজম ডেমোক্রাটিক, শান্তিপ্রিয়, ইকনমিক ও আধ্যাত্মিক হতে পারে।'

সোশ্যালিস্ট মুসোলিনির এই উক্তির সঙ্গে সোশ্যালিস্ট কাউৎস্কির ইম্পিরিয়ালিজম সম্বন্ধে উক্তির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কাউৎস্কিও ইম্পিরিয়ালিজমের শান্তিপ্রিয় ও আধ্যাত্মিক স্বভাবের সম্বন্ধে অনেক 'উচ্চাঙ্গে'র কথা বলেছেন। মুসোলিনির এই উক্তিতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। সোশ্যালিজমের ছদ্মবেশধারী মুসোলিনির আসল ন্যাশনালিস্ট চেহারা আমরা পূর্বেই দেখেছি।

মহাযুদ্ধের সময়ে মুসোলিনির 'দার্শনিক' মনোভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সারফাত্তি লেখেন, 'কিন্তু এই নৈরাশ্যময় নির্বাণ-রাজ্যে ভ্রমণ সারা করে মুসোলিনি ফিরে আসতেন লাতিন জাতির লোক হিশেবে ইতালীয় ইম্পিরিয়ালিজমের উপর তাঁর বিশ্বাসকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করবার জন্যে।' ইম্পিরিয়ালিস্ট যে অন্য দেশ জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। ১৯১১ সালে মুসোলিনি তখনও সোশ্যালিস্ট ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলেনি। ১৯১১ সালে যখন ইতালির বুর্জোয়ারা আফ্রিকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করবার লোভে লিবিয়া-অভিযান শুরু করল, তখন মুসোলিনি সেই যুদ্ধের বিপক্ষতা করে। শ্রীমতী

সারফাত্তির মতে, 'কলোনি জয় সম্বন্ধে কিম্বা যুদ্ধ সম্বন্ধে মুসোলিনির কোন কুসংস্কারপূর্ণ ভয় ছিল না, শুধু পলিটিকাল কারণেই মুসোলিনি লিবিয়া-অভিযানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।' (জার্মান অনুবাদ, পৃ. ১৪৮)।

১৯২২ সালে রাষ্ট্রের শাসন একচেটে করে নিয়ে মুসোলিনি প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব কী উপায়ে উদ্ধার করা যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে তার চেলাদের বারংবার উপদেশ দিতে শুরু করে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করতে গেলে বর্তমান ইতালিকে যুদ্ধের পথ গ্রহণ করতেই হবে। ইতালিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়ায় ফ্যাসিজমের উপর প্রবন্ধে ফ্যাসিজমের সঙ্গে যুদ্ধের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মুসোলিনি লেখে, 'বর্তমানে যে-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেই নীতিকে একপাশে সরিয়ে ফ্যাসিজম যখন মানবসমাজের ভবিষ্যৎ ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বিচার করে, তখন শান্তির সম্ভাবনা কিম্বা উপকারিতা আছে বলে বিশ্বাস করে না। যুদ্ধই মানুষের সমস্ত শক্তিকে তার চরম স্ফুরণের সুযোগ দেয় এবং যে-সব জাতির যুদ্ধ করবার সাহস আছে, যুদ্ধ তাদের মহত্ত্বের টিকা দিয়ে অলঙ্কৃত করে।'

এই কথাগুলির মানে এতই সুস্পষ্ট যে এদের টীকা করা বাহুল্য। ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের সূত্রপাতের পর থেকে যুদ্ধবিভাগের বাৎসরিক ব্যয় আগের তুলনায় শতকরা ৭৫ বেড়ে গেছে। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসোলিনি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করে যে, ফ্যাসিস্ট দলের ভলান্টিয়ার সংঘ 'ফাসিস্ত মিলিৎসিয়া' হচ্ছে সামরিক সংগঠন। এই সংঘের বর্তমান লোকবল হচ্ছে তিন লক্ষ সাতাশি হাজার। তা ছাড়া এই গত দশ বৎসর ধরে ইতালিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলিতে ও বিদ্যালয়গুলিতে গভর্মেন্ট অবিশ্রান্ত ভাবে ইতালির সাম্রাজ্য বাড়াবার আবশ্যকতার সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। তার ফলে ইতালির বর্তমান তরুণদের মন সম্পূর্ণ ভাবে সামরিক ছাঁচে ঢালাই হয়েছে। রোম ইউনিভার্সিটির ফ্যাসিস্ট ছাত্রদের সামরিক উৎসব দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী ও ছাত্রদের নায়ক যে-বক্তৃতা দিলেন, সেই দুই বক্তৃতারই সারার্থ হচ্ছে— 'ইতালির লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে হবে। ইতালির সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে, তার জন্যে প্রত্যেক ইতালীয় যুবককে যুদ্ধের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। এক ফ্যাসিজমই বর্তমান ইতালিতে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। জয় মুসোলিনির।'

১৯৩০ সালের ১৮ ডিসেম্বর এক বক্তৃতায় মুসোলিনি বলে, 'এটা সত্য যে আমাদের সামরিক ব্যয়, যা যুদ্ধের পূর্বকালে ৬৫০ মিলিয়ন লিরা ছিল, তা বর্তমানে ৫ মিলিয়ার্ড লিরাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২২ থেকে (অর্থাৎ কীনা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের সূত্রপাতের সময় থেকে— লেখক) সামরিক ব্যয় ২ মিলিয়ার্ড লিরা বেড়ে গেছে।'

ভূমধ্যসাগরের অধিকার-সমস্যা নিয়ে বহু বছর থেকেই ফরাসি ও ইতালীয় ইম্পিরিয়ালিস্টদের মধ্যে মন কষাকষি চলেছে। কয়েক বছর থেকে মুসোলিনি ফরাসি ইম্পিরিয়ালিস্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইতালির রণতরীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। একদিন যে হঠাৎ ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অগ্নিলীলা শুরু হয়ে স্থলেও ছড়িয়ে পড়ে ইতালি ও ফ্রান্সকে গ্রাস করবে, তার পূর্বলক্ষণ ক্রমশই পরিস্ফুট হচ্ছে।

অন্য দিকে ইম্পিরিয়ালিস্ট মুসোলিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইয়োরোপের প্রধান ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলিকে জোট পাকাতে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে এবারে সফলকাম হয়েছে। মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও ইতালির মধ্যে সম্প্রতি যে-চতুঃশক্তির সন্ধি (Four Power Pact) স্থাপিত হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইয়োরোপের প্রধান ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলিকে নিয়ে দানা পাকানো।

ন্যাশানালিস্ট গুটিপোকা থেকে ইম্পিরিয়ালিস্ট প্রজাপতি বের হতে বাধ্য। সেই জন্যে ন্যাশানালিস্ট-'সোশ্যালিস্ট' মুসোলিনির ইম্পিরিয়ালিস্ট মূর্তি-গ্রহণে আমাদের বিস্মিত হবার কোনই কারণ নেই।

'সোশ্যালিস্ট' মুসোলিনির ইম্পিরিয়ালিস্ট মুসোলিনিতে রূপান্তরিত হওয়ার 'ক্রমোন্নতি'র প্রত্যেক ধাপ আমরা দেখেছি।

এখন ফ্যাসিস্ট মতবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

ফ্যাসিস্ট মতবাদ

ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও বর্তমান কালে রোম ইউনিভার্সিটির রেক্টর আলফ্রেদো রকো ১৯২৫ সালের ৩০ অগস্ট তারিখে পেরুজা-তে ফ্যাসিজমের রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি পড়ে মুসোলিনি মন্ত্রী রকো-কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লেখেন। সিনিওর রকোর এই বক্তৃতাটি মুসোলিনির প্রশংসাপত্র-সহ ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে আমেরিকার Carnegie Endowment for International Peace অনুষ্ঠানের তরফ থেকে ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠানের মুখপত্র *International Conciliation* নামক মাসিক পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। মুসোলিনির মতে সিনিওর রকো ফ্যাসিজমের মূল নীতিটির অপূর্ব বিশ্লেষণ করে সকলের সামনে ধরে দিয়েছেন।

এই কারণে আমরা যদি সিনিওর রকোর বক্তৃতাটিকে ভিত্তি করে ফ্যাসিজমের মূল নীতি বিচার করে দেখি, তা হলে সেটা সব দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হবে।

সিনিওর রকোর মতে, 'ফ্যাসিজমের অভিনবত্বের জন্যে মূলত তার রাজনৈতিক মতবাদের স্বতন্ত্রতা দায়ী।'

সিনিওর রকোর মতে, 'ফ্যাসিজমের একটা অভ্যন্তরীণ অভিনবত্ব আছে। এই অভিনবত্বের জন্যে দায়ী হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নীতিমূলক পদ্ধতির সেই নতুন সত্তা, যে-সত্তা তাকে প্রাণবন্ত করে।'

ফ্যাসিজমের এই 'অভ্যন্তরীণ অভিনবত্বে'র জন্যে দায়ী সেই 'নতুন সত্তা' বস্তুটি কী, তার সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না-করে সিনিওর রকো বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছেন। আমরা পরে যথাস্থানে এই 'নতুন সত্তা' বস্তুটিকে একটু নেড়ে-চেড়ে, উলটেপালটে বিচার করে দেখব।

ফ্যাসিজমের অভিনবত্বের জন্যে দায়ী দ্বিতীয় কারণটির সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সিনিওর রকো এই নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করেছেন—

'লনগুয়ে, বুকানন, আলথুসেন থেকে কার্ল মার্কস, উইলসন ও লেনিন পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের স্রষ্টাদের নীতিগুলির ভিত্তি হচ্ছে এক। এই ভিত্তি হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সেই ধারণা, যে-ধারণাকে আমি যান্ত্রিক ও খণ্ড ধারণা বলে থাকি।

এই ধারণা অনুযায়ী মানবসমাজ হচ্ছে ব্যক্তিদের সমষ্টি মাত্র, যে-সমষ্টি তার ব্যক্তিগত অংশে বিভক্ত। এই কারণবশত এই মত অনুযায়ী মানবসমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই লোকদের ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য, যে-লোকদের সমষ্টি সমাজকে গঠন করে এবং যাদের জন্যে সমাজের অস্তিত্ব। যে-হেতু এই ধারণা মানবসমাজের ব্যাপকতার হদিশ নেয়, কিন্তু তার সময়মূলক গুণ লক্ষ করে না এবং যে-হেতু এই মত সামাজিক জীবনকে শুধু একটি বিশেষ যুগের জীবনে পর্যবসিত করে, সেই হেতু এই ধরনের খণ্ড ধারণা স্বভাবতই ইতিহাস-বিরুদ্ধ। এই ধারণা অনুসারে, সমাজ শুধু একটি বিশেষ কালের ব্যক্তিদের সমষ্টি। এই সমাজনীতি, যাকে আমি খণ্ড ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ বলে থাকি, এই নীতি তার ছদ্ম আবরণের তলা থেকে অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক স্বভাবের পরিচয় দেয়। কেননা বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টায় এই মতবাদ চিন্তা ও ভাবের সেই সব আত্মিক সম্পদ বর্জন করে, যে-সম্পদ প্রতি যুগ তার পূর্ববর্তী যুগের থেকে পায় এবং পরবর্তী যুগকে দান করে। এই কারণে এই মতবাদ মানবসমাজের ঐক্য ও আত্মিক জীবনকে নষ্ট করে।'

উড্রো উইলসন রাষ্ট্র সম্বন্ধে বই লিখেছেন বটে, কিন্তু সে-বই তার পূর্ববর্তী বুর্জোয়া লেখকদের রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় মতবাদের চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণে উড্রো উইলসনকে মার্কস ও লেনিনের মধ্যে গুঁজে দেবার এই প্রচেষ্টার পলিটিকাল মতবাদের বিচারের দিক থেকে কোনই মূল্য নেই। লেনিনের রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্পূর্ণ ভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে লেনিনের মতবাদ যে-নীতিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মূল নীতিটি সিনিওর রকোর উক্তির বিচার প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আলোচনা করে দেখব। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদের অন্যতম বই হচ্ছে এঙ্গেলসের *গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র* নামক পুস্তক। রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন, 'বাইরে থেকে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে-দেওয়া কোন শক্তি রাষ্ট্র নয়। ক্রমাভিব্যক্তির একটি বিশিষ্ট ধাপে যে-মানবসমাজ পৌঁছেছে, রাষ্ট্র হচ্ছে সেই মানবসমাজের ফলস্বরূপ। মানবসমাজ, মীমাংসা করা সম্ভবপর নয় এমনতরো নিজস্ব অসামঞ্জস্যের সঙ্গে নিজে জড়িয়ে পড়েছে ও যার আপোস করা সম্ভব নয় ও যা দূর করবার শক্তি মানবসমাজের নেই এমন বিরুদ্ধতাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি এই দুইয়ের স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।'

এর থেকেই পরিস্ফুট হচ্ছে যে সিনিওর রকোর রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদকে ইতিহাস-বিরুদ্ধ বলার অভিযোগ কত দূর ভিত্তিহীন ও অমূলক। মার্কসীয় মতবাদ মানবসমাজের ক্রমোন্নতির ও পরিবর্তনের মূল সূত্রটির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস তাই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে,

মানবসমাজের প্রারম্ভ থেকেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল মনে করলে আমরা অত্যন্ত ভুল করব। রাষ্ট্র মানবসমাজের ক্রমাভিব্যক্তির একটি বিশিষ্ট অবস্থার ফলস্বরূপ। এই মানবসমাজ স্থাণু নয়, কিম্বা অবিকৃত নিশ্চল নয়। এই মানবসমাজ গতি-তরঙ্গিত, চির-প্রবহমান। এই বহমান মানবসমাজের একটি বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র দেখা দিয়েছিল, আর-একটি বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। মানবসমাজের গতির অন্তর্নিহিত নিয়মের ধারণা হচ্ছে কমিউনিজমের ধারণা। সেই কারণে এই ধারণা মানবসমাজের গতির অখণ্ড ও সমগ্র ধারণা। সিনিওর রকোর মতে, সমাজ সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ 'ইতিহাস-বিরুদ্ধ, যান্ত্রিক ও খণ্ড ধারণা', কেননা এই মতবাদ মানবসমাজের ব্যাপকতার হদিশ নেয়, কিন্তু তার সময়মূলক গুণ লক্ষ করে না। সিনিওর রকো যে মার্কসীয় মতবাদের স্বরবর্ণের সঙ্গেও পরিচিত নন কিম্বা পড়ে থাকলেও বুঝতে সক্ষম হননি, তা তাঁর এই উক্তি সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ করেছে। সমাজ-বিজ্ঞানের কোন মতবাদই সমাজের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির, অর্থাৎ কীনা সমাজের ক্রমবিকাশের সময়মূলক গুণের উপর তার সিকির সিকি-ও ঝোঁক দেয় না, যেমন দেয় মার্কসীয় মতবাদ, অর্থাৎ কীনা কমিউনিজম। বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা এই মতবাদ আদপেই করে না। অতীতের মধ্যে কোন্ হেতুগুলি অন্তর্লীন ছিল যে-হেতুগুলি বর্তমানের সামাজিক কাঠামো সম্ভব করেছে, সেই হেতুগুলির বিশ্লেষণ করে মার্কসীয় মতবাদ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বর্তমান ক্যাপিটালিস্ট সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। ঠিক এই বিচার-পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা ভবিষ্যৎ কালের কমিউনিস্ট সমাজের হেতুগুলির অস্তিত্বের সন্ধান পাই। যদি আমরা বর্তমানকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতুম তা হলে আমরা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে যাবার পথ খুঁজে পেতুম না, কেননা তা হলে মানবসমাজের গতির নিয়ম সম্বন্ধে কোন ধারণা করাই সম্ভব হত না।

লেনিন তাঁর *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* নামক পুস্তকে কমিউনিজমের উদ্ভবের কারণগুলির সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ভবিষ্যৎ কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি কোন্ বাস্তব কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত? এই বাস্তবতার ভিত্তির উপর একে (কমিউনিজমকে) প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে এর (কমিউনিজমের) বীজ হচ্ছে ক্যাপিটালিজমে, এ (হল) ক্যাপিটালিজমের ঐতিহাসিক পরিণতি, কমিউনিজম সেই সব সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে-সব সামাজিক শক্তিগুলির জন্মদাতা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম।' (*রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, দ্বিতীয় ইংরাজি সংস্করণ, ১৯২৫, পৃ. ১০৯)। লেনিনের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে কমিউনিজমের নীতির জন্মদাতা মার্কস ও এঙ্গেলস ও তাঁদের অন্যতম শিষ্য লেনিন কমিউনিজমকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, কার্যকারণরহিত একটি অপার্থিব ভৌতিক বস্তু বলে প্রচার

করেননি। তাঁরা বর্তমান ক্যাপিটালিজম থেকে কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ উৎপত্তি ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুসারে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের শক্তিগুলির বিচার করে প্রতিপন্ন করেছেন। এই কারণে 'মার্কসীয় মতবাদ বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করে'— সিনিওর রকোর এই অভিযোগকে অজ্ঞতার নিদর্শন বলে নির্দেশ না-করে উপায় কী? লেনিনের মতে, 'মার্কসের বিশ্লেষণের অতীব প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে এই যে কমিউনিজমকে ক্যাপিটালিজমের থেকে উদ্ভূত বস্তু বলে গণ্য করে তিনি এ ক্ষেত্রেও বস্তুবাদমূলক বিবর্তনবাদ নীতির ও ক্রমাভিব্যক্তিবাদের ব্যবহার করেছেন।' (*রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, দ্বিতীয় ইংরাজী সংস্করণ, ১৯২৫, পৃ. ১০৯)।

'মার্কসীয় মতবাদ বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে'— রকোর এই বিলাপের আসল কারণ বোঝা শক্ত নয়। অতীত থেকে বর্তমানকে বিচ্ছিন্ন করবার কাজ ক্যাপিটালিজম তত দূর পর্যন্ত সম্পন্ন করেছে, যত দূর তার অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণের পক্ষে প্রয়োজন। ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণের পক্ষে মানবসমাজের ফিউডাল কাঠামো ঘোরতর বাধার সৃষ্টি করেছিল, তাই ক্যাপিটালিজম সমাজের এই ফিউডাল কাঠামো চূর্ণ করে তার জায়গায় ক্যাপিটালিস্ট কাঠামোর প্রবর্তন করে আপনার উন্নতির পথ মুক্ত করেছে। আপনার সুবিধের জন্যে সমাজের ফিউডাল কাঠামোকে চূর্ণ করতে বাধ্য হলেও, ক্যাপিটালিজম ফিউডাল প্রথাকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে পারে না। ক্যাপিটালিজমের এই অক্ষমতার কারণ হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণ ভাবে ফিউডালিজমকে ধ্বংস করতে গেলে উৎপাদনের ক্ষেত্র ও উৎপাদন-যন্ত্রের ব্যক্তিগত অধিকারের সেই শিকড়ের উপর কোপ দিতে হবে, যে-শিকড় থেকে স্বয়ং ক্যাপিটালিজম গজিয়ে উঠেছে। এই কারণেই অতি উন্নতিশীল ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলিতে আমরা ফিউডালিজমের অস্তিত্ব দেখতে পাই। কমিউনিজম এই মূল শিকড়ের উপর কোপ দিয়ে মানবসমাজকে উৎপাদনের যন্ত্রসমূহের ব্যক্তিগত অধিকারের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তি দিতে চায়। 'কমিউনিজম বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে', সিনিওর রকোর এই অতি সকরুণ বিলাপের কারণ হচ্ছে এই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা কমিউনিস্টেরা রকোর অতি প্রিয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই অতীত ও বর্তমানের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতে নষ্ট করব। রকোর প্রাণের এই গভীর বেদনাকে সান্ত্বনা দেবার সমব্যথী ক্যাপিটালিস্টদের অভাব অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন দেশেই ঘটবে না জেনে রকোর ভবিষ্যৎ জীবনের শান্তির জন্যে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

রকোর মতে, 'মার্কসীয় মতবাদ চিন্তা ও ভাবের সেই সব আত্মিক সম্পদ বর্জন করে, যে-সম্পদ প্রতি যুগ পূর্ববর্তী যুগের থেকে পায় এবং পরবর্তী যুগকে দান করে। এই কারণে এই মতবাদ মানবসমাজের ঐক্য ও আত্মিক জীবনকে নষ্ট করে।'

ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করার মানে যদি মানবসমাজে 'ঐক্য ও আত্মিক জীবন' নষ্ট করা হয়, তা হলে আমরা কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই মানবসমাজের 'ঐক্য ও আত্মিক জীবন' নষ্ট করার অপরাধে অপরাধী। এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে এটাও বলে দেওয়া দরকার যে আমরা এই 'অপরাধ' করার জন্যে মনুষ্যোচিত গর্ব অনুভব করা আমাদের ন্যায্য দাবি বলে মনে করি।

মানবসমাজের ঐক্য ও আত্মিক জীবন বেলোয়ারি কাঁচের ঠুনকো পাত্র নয় যে তা কোন মতবাদের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। যদি সত্যিই তা ভেঙে যায়, তা হলে বুঝতে হবে যে সেটা উপরের খোলস মাত্র ছিল, মানবসমাজের আত্মিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ কোনদিন ছিল না।

মানবসমাজের এই ঐক্য ও আত্মিক জীবন বস্তু-দুটি কী? এদের অস্তিত্বের পরিচয়ই বা আমরা কীসের থেকে পাই, তা বিচার করে দেখা দরকার। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মানবসমাজ তার কাঠামো বদল করে নব-নব রূপ গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু মানবসমাজের প্রত্যেক ঐতিহাসিক রূপের সঙ্গে তার পরবর্তী কালের রূপের ঠিক তেমনি সম্বন্ধ, যেমন সম্বন্ধ ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন বয়ঃকালগুলির মধ্যে। কোন এক ব্যক্তি যেমন শিশুর রূপ থেকে বৃদ্ধের রূপে পরিণত হবার দরুন অন্য ব্যক্তি হয়ে যায় না, অধিকন্তু সেই প্রথম ব্যক্তিই থেকে যায়— ব্যক্তির বিভিন্ন বয়ঃকালগুলি মনুষ্যত্বের একটি যোগসূত্রে গ্রথিত থাকার দরুন, তেমনি যুগে-যুগে মানবসমাজের কাঠামোর রূপ বদল হলেও সেই প্রত্যেক যুগ-রূপের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগরূপের অভ্যন্তরীণ ঐক্য আছে। সেই ঐক্যের পরিচয় আমরা দুই উপায়ে পেয়ে থাকি। প্রথমত, মানবসমাজের উৎপাদন শক্তির ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেক যুগের উৎপাদন শক্তি তার পরবর্তী যুগের উৎপাদন শক্তির সঙ্গে ঠিক তেমনি ভাবে সংলগ্ন, যেমন ভাবে সিঁড়ির এক ধাপ তার পরবর্তী ধাপের সঙ্গে যুক্ত। এই উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিই মানবসমাজের কাঠামোর ভিন্ন-ভিন্ন যুগে ভিন্ন-ভিন্ন রূপের জন্যে দায়ী। এই উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপগুলির মধ্যে যে একটা ধারাবাহিকতার যোগ আছে, সেটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই কারণে ভিন্ন-ভিন্ন যুগে মানবসমাজের কাঠামোগুলির মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত যোগ আছে সেটা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়ত, ভিন্ন-ভিন্ন যুগে মানবসমাজের কাঠামোর বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানবসমাজের মূল অখণ্ড ঐক্যের পরিচয় আমরা মানবসমাজের নৈতিক উদ্দেশ্যের চিরন্তন ঐক্যের থেকে পাই। এই নৈতিক উদ্দেশ্যটি কী, প্রশ্ন হতে পারে। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে জড় জগতের সমস্ত বস্তুর অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া, যাতে সে তার সমস্ত মানসিক শক্তিকে সৃষ্টির কার্যে নিযুক্ত করতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তার কাছ থেকে জীবনযাত্রার উপযোগী সমস্ত উপকরণ ছিনিয়ে নিতে

মানুষের যুগের পর যুগ কেটে গেছে। এই উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া যে শুধু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তৃপ্তিসাধনের জন্যে, তা নয়। প্রকৃতির কাছ থেকে এই উপকরণসমূহ ছিনিয়ে নেবার আসল মর্ম হচ্ছে জড় প্রকৃতির অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। এই দ্বন্দ্ব যে শুধু মানুষের সঙ্গে বাইরের জড় প্রকৃতির তা নয়, এই দ্বন্দ্ব মানুষের মধ্যে যে-অংশটুকু আত্মিক তার সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে-অংশটুকু হচ্ছে জড় প্রকৃতির অংশ, সেই অংশটুকুর সঙ্গেও বিরোধ। এই বিরোধ হচ্ছে মূলগত বিরোধ। এই বিরোধের অবসান তখনই হবে যখন মানুষের এই আত্মিক অংশ সম্পূর্ণ ভাবে জয়ী হবে স্বভাবের মধ্যে জড় প্রকৃতির যে-অংশ আছে, তার উপর। বাইরের ও অন্তরের জড় প্রকৃতির উপর জয়লাভের চেষ্টা সচেতন ভাবেই হোক আর অচেতন ভাবেই হোক, মানুষ তার প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে করে আসছে। এই প্রচেষ্টাই মানুষের আত্মিক ঐক্যের প্রমাণ দিচ্ছে। কমিউনিজমের মধ্যে মানবসমাজের উৎপাদন শক্তির ধারাবাহিকতার ঐক্য ও আত্মিক প্রচেষ্টার ঐক্য একত্রে এসে মিলিত হয়েছে। উৎপাদন শক্তির ক্রমোন্নতির দিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে ক্যাপিটালিজম মানবসমাজের উৎপাদন শক্তির যে-উন্নতি সাধন করেছে, তার উন্নততর অবস্থা হচ্ছে কমিউনিজম। কমিউনিজম, ক্যাপিটালিস্ট সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের উৎপাদন প্রণালীর যে-বিরোধ আছে, সেই বিরোধের অবসান করে উৎপাদন-শক্তিকে অপ্রতিহত ভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। নৈতিক উদ্দেশ্যের ঐক্যের দিক থেকে বিচার করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, বাহিরের জড় প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরের জড় প্রকৃতির উপর মানুষের অন্তরের আত্মিক অংশের নিঃসংশয় জয় কমিউনিজমই সম্ভব করে। আজ পর্যন্ত মানবসমাজে মানুষের স্বভাবের জড় অংশের সঙ্গে আত্মিক অংশ একত্রে মিশে থাকার ফলে মানুষের সৃষ্টির অবিমিশ্রিত আত্মিক রূপ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই জড় প্রকৃতির অস্তিত্বই মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ নানাবিধ রূপে সম্ভব করেছে। কমিউনিজম এই জড় প্রকৃতির উপর মানুষের আত্মিক অংশের জয়লাভের প্রতীকস্বরূপ।

বাহিরের ও ভিতরের এই জড় প্রকৃতির উপর জয়লাভ করতে গেলে এবং বস্তুজগতের যাবতীয় খুঁটিনাটির উপর মানুষের সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে বেশ কিছুকাল মানুষকে এই (সব) বস্তুর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য এই নয় যে বস্তুজগতের ইন্দ্রজালের দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করা। এই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আর যাতে বস্তুজগতের অরাজকতায় মানুষকে কখনও-না পিছিয়ে আসতে হয় তার জন্যে বস্তুজগতের সমস্ত অরাজকতার অবসান করে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে-পড়া। রকোর মতো যারা সমস্ত জিনিশকে ভাসা-ভাসা ভাবে দেখে,

কোন বস্তুকে তলিয়ে দেখবার শিক্ষা যাদের হয়নি, তারা যে রকোরই মতো কমিউনিজমকে বস্তুতান্ত্রিক বলে আর্তনাদ করে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কমিউনিজমের কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়। তাই কমিউনিজম কখনও বস্তুতান্ত্রিক হতে পারে না। সেই মানবসমাজকে বস্তুতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে, যে-সমাজে বস্তুরা মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যে-সমাজে বস্তুজগতের সম্বন্ধের রূপ ধারণ করে। শুধু ইকনমিকসের দিক থেকে একে বিচার করে কার্ল মার্কস একে commodity fetishism বলে নির্দেশ করেছেন। এই কারণে বস্তুতান্ত্রিক হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজ, যে-হেতু এই সমাজে বস্তুরাই মানুষের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, মানুষের মনুষ্যত্বকে বস্তুর ফ্রেম দিয়ে জোর করে টিপে বেঁধে রাখে। কমিউনিজম এই বস্তুর ফ্রেম ভেঙে মানুষের মনুষ্যত্বকে মুক্তি দেয় তার সৃষ্টিশক্তির অবাধ স্ফুরণের জন্যে।

মানবসমাজের ঐক্যের কারণ-দুটির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, এই দুটি কারণই কমিউনিজমের উৎপত্তির অন্যতম কারণ এবং এই দুটি কারণই কমিউনিজমের মধ্যে তাদের ক্রমোন্নতির অতি উচ্চ সীমা লাভ করেছে। এই কারণে 'কমিউনিজম মানবসমাজের ঐক্য ও আত্মিক জীবনকে নষ্ট করে'— রকোর এই সকরুণ বিলাপকে আর আমরা নেহাত মায়ার চক্ষে দেখে শিশুসুলভ অবান্তর বকা ছাড়া আর কিছু বলে গ্রহণ করতে পারিনে।

রকোর মতে লিবারাল, ডেমোক্রাটিক (ও) সোশ্যালিস্টিক রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় মতবাদগুলি মূলত এক জাতেরই। তারা সবই হচ্ছে আংশিক ও খণ্ড (atomistic) ধারণা। রকো বলেন, 'সমস্ত পলিটিকাল মতবাদের মধ্যে একটা ন্যায়মূলক সম্বন্ধ আছে। লিবারালিজম থেকে সোশ্যালিজম পর্যন্ত যে-সব রাজনৈতিক আন্দোলন বর্তমান কাল পর্যন্ত ইয়োরোপে প্রভাব বিস্তার করেছে, তারা সকলে একটি মূল ঐক্য দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কেননা এই মতবাদগুলির মধ্যে শুধু কোন্ প্রণালী ব্যবহার করতে হবে তা-ই নিয়ে মতের পার্থক্য আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সকলে একমত। এরা সকলেই ব্যক্তির কল্যাণ ও সুখ সমাজের উদ্দেশ্য বলে মনে করে এবং সমাজ এদের মতে শুধু বর্তমানের ব্যক্তিদিগের সমষ্টি মাত্র।

'এই কারণে লিবারালিজম, ডেমোক্রাসি এবং সোশ্যালিজম তাদের আসল রূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ কীনা তারা যে রাষ্ট্রশাসনের একই নীতির সন্তান এবং শুধু তা-ই নয়, বিচার-করে দেখতে গেলে তারা যে একে অন্যের ন্যায়সঙ্গত ফলস্বরূপ, তা-ও প্রমাণ হয়। শুধু উৎপাদনের সংগঠনমূলক ও ধনের বন্টনমূলক সমস্যার ক্ষেত্রে সোশ্যালিজম লিবারালিজমের বিরুদ্ধে। ধর্ম-সম্বন্ধীয়, ইনটেলেকচুয়াল ও নৈতিক বিষয়ে সোশ্যালিজম তেমনি উদারনৈতিক, যেমন উদারনৈতিক ও ডেমোক্রাটিক সে পলিটিকসে। এমনকী বলশেভিজম লিবারালিজমের ও ডেমোক্রাসির

যে-বিরুদ্ধাচরণ করে তা সম্পূর্ণ ভাবে আপেক্ষিক। যেহেতু তা বিপ্লববাদমূলক সেই হেতু বলশেভিজম লিবারালিজমের বিরোধী, সোশ্যালিজমের মতবাদের ক্ষেত্রে বলশেভিজম লিবারালিজমের বিরোধী নয়।'

রকোর এই উক্তি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এই রকম অতি সহজ লোক-ঠকানো উক্তিগুলি ইতালির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আসরে প্রতিপত্তি লাভ করতে পেরেছে মনে করলে অবাক হতে হয়। পলিটিকাল মতবাদগুলির মধ্যে যে একটা উৎপত্তিগত সম্বন্ধ থাকবে, সেটা ধারণা করা অত্যন্ত অর্বাচীনের পক্ষেও অসম্ভব নয়। তাই পলিটিকাল মতবাদগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর লিখে রকো শুধু বৃথাই বাক্যব্যয় করেছেন। পলিটিকাল মতবাদগুলি হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না বাইবেল-উক্ত স্বর্গীয় মান্নার মতো। পলিটিকাল মতবাদগুলি বরাবরই মানবসমাজের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদনের সংগঠনের উপর নির্ভর করে। সমাজের উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যে-ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ, সেই বিভিন্ন সম্বন্ধই ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদের জন্যে দায়ী। একই সময়ে মানবসমাজে বিভিন্ন পলিটিকাল মতবাদ থাকা সম্ভব, যথা উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বর্তমান সময়ে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক মতবাদ, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মতবাদ (এই মতবাদ বর্তমান কালে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক মতবাদে সম্পূর্ণ ভাবে পরিণত হয়েছে) ও কমিউনিস্ট মতবাদ, এই তিন পলিটিকাল মতবাদ একই সময়ে মানবসমাজে বর্তমান। ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে সমাজের উৎপাদন যন্ত্রের যে-সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক মতবাদে প্রতিফলিত হয়। সমাজের উৎপাদন যন্ত্রসমূহের সঙ্গে শ্রমিকদের যে-সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ থেকে কমিউনিজমের মতবাদ জন্মলাভ করে। এ স্থলে এটাও পরিষ্কার করে বলে দেওয়া দরকার মনে করি যে, শুধু উৎপাদন যন্ত্রসমূহের সঙ্গে এক শ্রেণীর সম্বন্ধ থেকে পলিটিকাল মতবাদের সৃষ্টি হয় না, সমাজের শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধও পলিটিকাল মতবাদের জন্যে দায়ী। এককথায় বলতে গেলে, প্রত্যেক পলিটিকাল মতবাদ হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীর মতবাদ। রকো পলিটিকাল মতবাদের এই শ্রেণীগত উৎপত্তির সম্বন্ধে ধারণা করতে না-পেরে কিম্বা ধারণা করতে পারলেও সেটাকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করবার জন্যে আবোলতাবোল বকে নিজেকে হাস্যাস্পদ করেছেন। রকোর মতে, এই মতবাদগুলির মধ্যে শুধু প্রণালী নিয়ে মারামারি, উদ্দেশ্য এদের একই। এখানেও রকো হাস্যকর রকমের ভুল করেছেন। সোশ্যালিজমের সঙ্গে লিবারালিজমের শুধু প্রণালীগত পার্থক্য নেই, উদ্দেশ্যগত পার্থক্য এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে। বুর্জোয়া লিবারালিজম হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের মতবাদ। এই মতবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের উৎপাদন যন্ত্রসমূহের উপর ক্যাপিটালিস্টদের পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখা, শ্রমিক শ্রেণীর রক্ত শোষণের ব্যবস্থা অটুট রাখা, এককথায় ক্যাপিটালিস্টদের শ্রেণীগত শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা।

সোশ্যালিজমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা করা। এই দুই মতবাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, সেটা কি আরও বিশ্লেষণ করে দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে? অবিশ্যি গত মহাযুদ্ধের পর থেকে সোশ্যালিস্টরা সোশ্যালিজমের যে-বিকৃতিসাধন করেছে, তার ফলে কেউ যদি বলে যে এই সোশ্যালিস্টদের 'সোশ্যালিজমে'র সঙ্গে বুর্জোয়া লিবারালিজমের কোনই পার্থক্য নেই, তো নেহাত ভুল বলবে না। কিন্তু তাই বলে খাঁটি সোশ্যালিজমের সঙ্গে লিবারালিজমের প্রভেদ নেই, এ কথা অজ্ঞের প্রলাপ ছাড়া আর কী বলে ধরা যেতে পারে? ব্যক্তির কল্যাণ যে মানবসমাজের চরম উদ্দেশ্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই 'ব্যক্তির কল্যাণ' বস্তুটির সম্বন্ধে তো শুধু একটিমাত্র ধারণা চলতি নেই। ব্যক্তির কল্যাণ সম্বন্ধে হরেক রকমের ধারণা বর্তমান। ক্যাপিটালিস্টরা মনে করে যে, তাদের শাসিত এই ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের দ্বারাই, ক্যাপিটালিস্টদের শোষণপ্রণালীর দ্বারাই ব্যক্তির কল্যাণসাধন হবে, অর্থাৎ কীনা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ-সাধনই ব্যক্তির কল্যাণসাধনের নামান্তর। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণের বিরোধ রয়েছে। সমগ্রের কল্যাণের সঙ্গে অংশের কল্যাণের এই বিরোধ থেকে এইটে-ই প্রমাণ হয় যে, নৈতিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে মানবসমাজের কোন একটি বিশেষ অংশের সত্যিকার কল্যাণ কখনও সম্ভবপর নয় মানবসমাজের অন্য অংশগুলির অকল্যাণ-সাধনের দ্বারা। আমরা কমিউনিস্টরা ব্যক্তির কল্যাণ বলতে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ বুঝে থাকি। আমরা যে-শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠার ব্রতে নিজেদের নিয়োগ করেছি, সেই ভবিষ্যতের মানবসমাজ মানবসমাজের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সমগ্রের স্বার্থের সঙ্গে অংশের স্বার্থের এই অ-নৈতিক বিরোধের অবসান করবে। মানবসমাজ বলতে আমরা শুধু বর্তমান মানবসমাজ মনে করি, রকো এই অভিযোগ করেছেন। এ স্থলেও রকোর উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ। লিবারাল ও ডেমোক্রাটিক মতবাদগুলির দিক থেকে বিচার করে দেখলে রকোর উক্তি যুক্তিযুক্ত কীনা, তার আলোচনা এ স্থলে করব না। শুধু কমিউনিস্ট মতবাদের দিক থেকে রকোর এই উক্তি বিচার করে দেখব। পূর্বে যা বলেছি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলতে হচ্ছে যে, কমিউ-নিজমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা করা। এই শ্রেণীভেদ-লুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠাকরণের জন্যে বর্তমান মানবসমাজের সভ্যদের অশেষ ক্লেশ ও নির্যাতন ভোগ করতে হবে ও হচ্ছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া। অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে এবং অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করে কমিউনিস্টরা ও সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠার কার্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। লেনিন এই দুরূহ ব্রতসাধনার সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, 'যদি রাশিয়ার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে আত্মাহুতি দিতে হয়, পৃথিবীতে শ্রেণীভেদলুপ্ত

মানবসমাজের প্রতিষ্ঠার কার্যে তা দিতে হবে। সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের তুলনায় রাশিয়ার শ্রমিকদের স্বার্থ কত তুচ্ছ।' লেনিনের এই মহৎ উক্তি থেকে এটা কি প্রমাণ হয় না যে বর্তমানের কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে তিনি কমিউনিস্ট সমাজে ব্যক্তির কল্যাণের কথা ভাবেননি, তিনি ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের কথা ভেবে বর্তমান কালের মানবকে আত্মাহুতি দিতে ডেকেছেন? এ কথা এখানে বলা দরকার যে, বর্তমান ক্যাপিটালিস্ট সমাজে সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থের সঙ্গে মানবসমাজের বিভিন্ন অংশগুলির স্বার্থের বিরোধ থাকায় আমরা কমিউনিস্টরা, ব্যক্তির স্বার্থকে সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থের কাছে বলি দিতে হবে, এই মত পোষণ করি। কিন্তু তাই বলে ভবিষ্যতের শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজে ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে যে সমষ্টির স্বার্থের কোন বিরোধ থাকবে না, সেটা হৃদয়ঙ্গম করবার যে অত্যন্ত প্রয়োজন আছে তা স্বীকার করতেই হবে। বলশেভিজম সম্বন্ধে রকো যে-উক্তি করেছেন, সেই উক্তিটি এতই ধোঁয়াটে যে সে-ধোঁয়া বাদ দিলে তার কিছুই বর্তাবে না বলে সন্দেহ হয়। প্রত্যেক বিপ্লবই হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব। বিপ্লবের হেতু সম্বন্ধে রকোর ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে, নইলে বলশেভিজমের বিপ্লববাদ-মূলক নীতির সঙ্গে বলশেভিজমের সোশ্যালিস্ট ধারণাগুলির পার্থক্য দেখাবার এই হাস্যকর চেষ্টা রকো কখনও করতেন না।

অন্য সমস্ত মতবাদকে এই রকম করে তাঁর অপূর্ব শক্তিশালী কলমের খোঁচায় নাকচ করে দিয়ে রকো ফ্যাসিজমের পলিটিকাল মতবাদের অভিনবত্ব দেখাবার প্রয়াস করে বলেন, 'জাতি, রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমার বিচার এবং সমাজের সঙ্গে সমাজের ব্যক্তিগত অংশগুলির সম্বন্ধ-নির্ণয়, এই সব বিষয়েই ফ্যাসিস্ট ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে সেই নীতি বর্জন করে, যে-নীতি হচ্ছে লিবারাল ডেমোক্রাটিক ও সোশ্যালিস্ট মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ।'

জাতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সেই ফ্যাসিস্ট ধারণাটা রকো এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। রকো বলেন, 'এই কারণবশত ফ্যাসিজম রাষ্ট্র সম্বন্ধে সেই পুরনো খণ্ড ও যান্ত্রিক (যে-মতবাদ লিবারাল ও ডেমোক্রাটিক নীতিগুলির মূল) মতবাদের জায়গায় রাষ্ট্র সম্বন্ধে ইতিহাস-সমর্থিত অখণ্ড মতবাদের প্রবর্তন করে। এ স্থলে এই দুই মতবাদের পরস্পর-বিরুদ্ধতা নিশ্চয় সম্পূর্ণ ভাবে প্রতীয়মান হবে। লিবারালিজম, ডেমোক্রাসি এবং সোশ্যালিজম সামাজিক দলগুলিকে জীবিত ব্যক্তিদের সমষ্টিস্বরূপ দেখে। ফ্যাসিজমের পক্ষে এই দলগুলি হচ্ছে অনির্দিষ্ট সংখ্যক মনুষ্যদের পুরুষ-পরম্পরার ঐক্য। ফ্যাসিজমের মতে মানবসমাজের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য আছে আপনাকে বাঁচাবার, বিস্তার করবার ও উন্নত করবার। মানবসমাজের এই উদ্দেশ্য যে-সমাজকে যারা গঠিত করেছে সেই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যের চেয়ে এত ভিন্ন যে তারা এমনকী পরস্পর-বিরোধী হতে পারে। এই কারণেই পূর্বতন মতবাদগুলির মধ্যে যে-আত্মোৎসর্গ স্থান

পায়নি সেই আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন আছে। এই আত্মোৎসর্গ সমাজের জন্যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ লোপসাধন পর্যন্ত দাবি করতে পারে। এর থেকেই আমরা যুদ্ধের কারণের প্রকৃত সন্ধান পাই, যে-যুদ্ধ হচ্ছে মনুষ্যজাতির চিরন্তন নিয়ম, এবং যে-যুদ্ধকে লিবারাল ও ডেমোক্রাটিক মতবাদগুলি অতি হেয় অর্থহীনতা কিম্বা উন্মত্ত পাশবিকতা বলে নির্দেশ করেছে।

'পুরনো মতবাদগুলির মতে সমাজের মুখ্য সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তির অধিকারের সমস্যা। লিবারালদের মত অনুযায়ী এই সমস্যা স্বাধীনতার অধিকারের সমস্যা হতে পারে, ডেমোক্রাটদের মত অনুসারে রাষ্ট্রের শাসন-অধিকারের সমস্যা হতে পারে, কিম্বা সোশ্যালিস্টদের দাবি অনুসারে এই সমস্যা ইকনমিক ন্যায়সঙ্গতির অধিকারের সমস্যা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই অধিকার-সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তিদের অধিকার-সমস্যা কিম্বা ব্যক্তিদের সমষ্টির (শ্রেণীর) অধিকার-সমস্যা। ফ্যাসিজম কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকারের এবং ব্যক্তিদের কর্তব্যের সমস্যার অসঙ্কোচে সমাধান করবার চেষ্টা করে। ব্যক্তির অধিকার শুধু তত দূর পর্যন্ত স্বীকারযোগ্য যত দূর পর্যন্ত সেই অধিকার রাষ্ট্রের অধিকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। কর্তব্যকে এই উচ্চ স্থান দেওয়ায় আমরা ফ্যাসিজমের সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যের সন্ধান পাই।'

সমাজবিজ্ঞানের ব্যঞ্জনবর্ণের কথা তো দূরে থাক, সমাজবিজ্ঞানের স্বরবর্ণের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও লোকে রকোর মতো এত অবান্তর, অর্থহীন ধোঁয়াটে কথা বলতে পারে না। ধোঁয়াটে কথাগুলি, কথার ফাঁকি ধরতে অপটু লোকেদের কাছে খুবই গভীর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কথাগুলি একটু টিপে দেখলেই সেগুলি থেকে যে শুধু অর্থহীন ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই বের হবে না, তা আমরা এখুনি দেখতে পাব। এই বইয়ের সূত্রপাতেই রকোর উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সোশ্যালিস্ট মতবাদকে যান্ত্রিক কিম্বা খণ্ড কিম্বা ইতিহাস-বিরুদ্ধ মতবাদ বলা কত দূর সমাজবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, অতএব ভ্রান্ত। সোশ্যালিজম সামাজিক দলগুলিকে শুধু 'বর্তমান জীবিত ব্যক্তিদের সমষ্টিস্বরূপ দেখে', রকোর এই উক্তি অজ্ঞতার পরিচায়ক। বর্তমান মানবসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচার করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের বর্তমান কালের মানুষদের নিয়েই কারবার করতে হবে, কিন্তু তাই বলে আমরা মানবসমাজের ধারাবাহিকতার খবর রাখি না মনে করলে মারাত্মক রকমের ভুল করা হবে। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি কী করে হল, কোন্ ঐতিহাসিক যুগে কোন্ শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে হয়েছে— সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করে দেখি। এই অতীতের জ্ঞান না-থাকলে বর্তমানকে বোঝা শক্ত হত এবং অসম্ভব হত এই শ্রেণীর মার্কাগুলি খসিয়ে ফেলে ব্যক্তিরা কী করে শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজের সভ্য হবে, সে-সম্বন্ধে কোন কিছু বলা।

কার্ল মার্কস কী প্রণালী অবলম্বন করে কমিউনিজমের সমস্যার বিচার করেছেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, 'আকাশকুসুম রচনা করবার কিম্বা যা জানা সম্ভব নয়, তা আঁচ করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা মার্কস করেননি। মার্কস কমিউনিজমের সমস্যাকে ঠিক তেমনি ভাবে বিচার করে দেখেছেন, যেমন ভাবে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদ্ একটি নতুন জাতের প্রাণীর ক্রমোন্নতির সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে যদি সে-বৈজ্ঞানিক জানে যে এই-এই উপায়ে প্রাণীটির উৎপত্তি হয়েছে এবং এই দিকে এই প্রাণীটি তার রূপ পরিবর্তন করে।' (*রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, পৃ. ১১০)

মানবসমাজের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক নিয়মটি জানতে গেলে বর্তমানকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যে অসম্ভব তা রকোর কাছ থেকে আমাদের শেখবার কোন আবশ্যকতা নেই। তবে রকোর মতো পাণ্ডিত্যের ভান করে বর্তমান সমাজের প্রত্যেক সমস্যার খুঁটিনাটি বিচার করে দেখবার ও প্রত্যেক বার সেই সমস্যার ঐতিহাসিক কারণের সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করবার যে প্রয়োজন নেই, সেটা রকোকে স্মরণ করিয়ে দিলে মন্দ হবে না। রকো যেখানে সোশ্যালিজমের মতবাদকে ফ্যাসিজমের মতবাদ বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে সর্বপ্রথম বার তিনি (চুরি-করা মতবাদ নিজের বলে চালিয়ে দেবার অসাধু চেষ্টা সত্ত্বেও) অবান্তর কথা বলেননি। রকো বলেন, 'মানবসমাজের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য আছে আপনাকে বাঁচাবার, বিস্তার করবার ও উন্নত করবার। মানবসমাজের এই উদ্দেশ্য, সেই সমাজকে যারা গঠন করেছে সেই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যের চেয়ে শুধু যে ভিন্ন তা নয়, এত ভিন্ন যে তারা পরস্পরবিরোধী হতে পারে।' রকো সোজাসুজি ভাবে কোন কিছু বলতে কখনও শেখেননি। কথাগুলোকে ধোঁয়াটে করে তোলবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রকোর আছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তা ছাড়া রকোর এই উক্তির মধ্যে দু-একটা ভুলও আছে। সেই ভুলগুলি শোধন করে সোজাসুজি ভাবে এই মত প্রকাশ করলে আমরা দেখতে পাব যে আসলে এই মত হচ্ছে কমিউনিজমের মত, যা রকো ফ্যাসিস্ট মতবাদ বলে চালিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

মানবসমাজের যে শুধু ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য আছে তা নয়, মানবসমাজের গভীরতম নৈতিক উদ্দেশ্য আছে আপনাকে বাঁচাবার, বিস্তার করবার ও উন্নত করবার। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা থাকতে পারে না। শুধু ভিন্ন-ভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে সমগ্র মানবসমাজের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীগত উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ ভাবে মিলে গেছে, এই ধারণা না-থাকায় রকো সমাজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমাজের সমস্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হতে পারে, এই ভ্রান্ত মত প্রচার করেছেন। এ স্থলেও রকো হয় নিজেকে পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে পারেননি, নয় ইচ্ছে করে আসল কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেছেন। 'সমাজের সমস্ত ব্যক্তি'র উদ্দেশ্য এক নয়। সমাজের এই সমস্ত ব্যক্তি নানান শ্রেণীতে বিভক্ত। এই প্রত্যেক

শ্রেণীর উদ্দেশ্য অন্য শ্রেণীগুলির উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই কারণে 'সমাজের সমস্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে'র কথা হচ্ছে আগাগোড়া ফাঁকির কথা। এই উপায়ে রকো মানবসমাজের ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্যের বাস্তবতাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছেন। 'মানবসমাজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি সমাজের সমস্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে'র (যা শুধরে বলতে গেলে বলতে হয় সমাজের সব ক-টি শ্রেণীর উদ্দেশ্যের) বিরোধ থাকত, তা হলে মানবসমাজের এই উদ্দেশ্য যে কেমন করে সাধিত হত এবং কারা সাধন করত, সেই সমস্যার মীমাংসা করা রকো ছাড়া আর সকলের পক্ষেই অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হবে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখতে পাই যে একটি বিশেষ শ্রেণী তার শ্রেণীগত স্বার্থ পুষ্ট করতে গিয়ে সমস্ত মানবসমাজের স্বার্থকে পূর্ণ করেছে, মানবসমাজকে এগিয়ে দিয়েছে তার পরিণতির দিকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে তৎকালীন নবজাত ফরাসি ক্যাপিটালিস্টরা তাদের নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ পুষ্ট করতে ফ্রান্সের জায়গিরদার প্রথা (ফিউডালিজম) ধ্বংস করেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ফিউডালিজমকে ধ্বংস করে ক্যাপিটালিজমের প্রবর্তনের দ্বারা তারা সমস্ত মানবসমাজকে তার পরিণতির দিকে এক পা এগিয়ে দিয়েছিল। মানবসমাজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানবসমাজের সমস্ত শ্রেণীগুলির উদ্দেশ্যের বিরোধ আছে। এই মতবাদ প্রকাশ করবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। রকোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান ক্যাপিটালিস্ট সমাজে শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণী-সংঘাতের দ্বারা ও কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা মানবসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে— সেইটেকে এই উপায়ে অস্বীকার করা। এই অস্বীকার করার দ্বারা রকো যে কোন্ শ্রেণীর লোক তা সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। মানবসমাজের উদ্দেশ্যসাধনকে বর্তমান সমাজের সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে ধরে রকো একটা খুব উচ্চাঙ্গের ঢঙ করেছেন বটে, কিন্তু এই ঢঙেরও একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ক্যাপিটালিজমকে কমিউনিস্ট বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচানো। অনেক সময়ে, এমনকী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাবমূলক ঢঙের আসল অর্থ যে শ্রেণীগত স্বার্থ বাঁচানো, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এর থেকে পাচ্ছি।

যুদ্ধকে 'মনুষ্যজাতির চিরন্তন নিয়ম' বলে প্রচার করে রকো প্রমাণ করেছেন যে যুদ্ধের কারণগুলি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ। এই কারণগুলি যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বজায় থেকে তার পর ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাবে, এই ধারণা করা রকোর পক্ষে অসম্ভব, কেননা ক্যাপিটালিজম যে কোন দিন ধ্বংসে পাবে এ কল্পনা করতেও রকোর বক্ষ বিদীর্ণ হবার দাখিল হয়।

যতদিন না ইম্পিরিয়ালিজম ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের পুনরাবৃত্তির

আশঙ্কা থাকবেই থাকবে এবং শুধু যুদ্ধের আশঙ্কাতে তা পর্যবসিত হবে না, যুদ্ধও অনিবার্য ভাবে ঘটবে। এই কারণে যে-শান্তিবাদীরা ইম্পিরিয়ালিজমের ধ্বংসসাধনের জন্যে চেষ্টা না-করে তার আগেই যুদ্ধের অবসানের স্বপ্ন দেখে, তাদের খুবই নরম ভাষায় স্বপ্নবিলাসী বলে অভিহিত না-করে উপায় কী? এই জন্যে আমরা কমিউনিস্টরা এই লিবারাল, সম্পূর্ণ ভাবে বুর্জোয়া শান্তিবাদের যেমন বিরোধী, ঠিক তেমনি বিরোধী 'যুদ্ধ মনুষ্যসমাজের চিরন্তন নিয়ম'— রকোর এই সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ইম্পিরিয়ালিস্ট মতবাদের।

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের অভিনবত্ব সম্বন্ধে দু-কথা বলতে গিয়ে, রকো রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে আদপেই পরিচিত নন, তার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি তখনই হয়েছে যখন মানবসমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যে-শ্রেণী সমাজের উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রগুলি একচেটে করেছে, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রের ক্ষমতা আপনার হাতে একচেটে করেছে। ফিউডাল যুগের রাষ্ট্রের ক্ষমতা তাই সম্পূর্ণ ভাবে জায়গিরদারদের হাতে ছিল এবং বর্তমান ক্যাপিটালিস্ট যুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা তাই সম্পূর্ণ ভাবে ক্যাপিটালিস্টদের একচেটিয়া। সেই জন্যে প্রত্যেক যুগেই রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের পলিটিকাল শক্তির দ্বারা সেই শ্রেণী আপনার ইকনমিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে, পুষ্ট করে এবং অন্য শ্রেণীর ইকনমিক স্বার্থ দাবিয়ে রাখে। এই কারণবশত ইকনমিক স্বার্থের বিরোধ থেকে মানবসমাজে যে শুধু শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে তা নয়, রাষ্ট্রের উৎপত্তিও এই ইকনমিক বিরোধ থেকে। যেহেতু মানবসমাজের সভ্যদের মধ্যে ইকনমিক বিরোধ থেকে শ্রেণী ও শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেই হেতু যতদিন না ইকনমিক বিরোধ দূর হচ্ছে ও তার ফলে শ্রেণীগুলি লুপ্ত হচ্ছে ততদিন মানবসমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই রাষ্ট্র অবশ্য তার অস্তিত্বের শেষ ভাগে আর ক্যাপিটালিস্টদের রাষ্ট্র থাকবে না, এই রাষ্ট্র তখন সম্পূর্ণ ভাবে শ্রমিক-শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং ক্যাপিটালিস্টদের ইকনমিক স্বার্থকে ধ্বংস করে মানবসমাজকে শ্রেণীভেদলুপ্ত সামাজিক পরিণতির দিকে চালিত করবে।

রকো রাষ্ট্রের এই শ্রেণীগত সত্তাকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যক্তির অধিকারের কথা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় অবান্তর কথা। রাষ্ট্রে পূর্ণ অধিকার হচ্ছে সেই শ্রেণীর, যে-শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। অন্য শ্রেণীর লোকেদের, রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যত দূর পর্যন্ত এই অধিকার রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর অধিকারকে অর্থাৎ ইকনমিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলে। তাই রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকারের কথা হচ্ছে সম্পূর্ণ ধাপ্পা। রাষ্ট্রের শ্রেণীগত রূপকে ঢাকবার জন্যে বুর্জোয়াদের চেষ্টার নামান্তর মাত্র। 'ব্যক্তির কর্তব্যকে উচ্চ স্থান দেওয়ায় আমরা ফ্যাসিজমের সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যের সন্ধান পাই'—

রকোর এই উক্তি তাঁর অধিকাংশ উক্তির মতো অস্বচ্ছ ও অযৌক্তিক। রাষ্ট্রে সকল ব্যক্তির কর্তব্য এক নয়। অবিশ্যি যদি রকো মনে করেন যে, যে-শ্রেণী তার ইকনমিক স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে, সেই শ্রেণীর স্বার্থকে পুষ্ট করাই রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির কর্তব্য এবং যদি শুধু এর থেকে 'ফ্যাসিজমের সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যে'র সন্ধান পেতে হয়, তা হলে সোজা কথায় বলতে হবে যে, ফ্যাসিজমের সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যের পরিচয় ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রকে বজায় রাখবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থাৎ কাঁনা ক্যাপিটালিস্টদের ইকনমিক স্বার্থকে শ্রমিক শ্রেণীর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ফ্যাসিজমের প্রাণান্ত চেষ্টা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। রকো রাষ্ট্রকে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থের সংস্পর্শ-রহিত, সমাজের সমস্ত লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, নির্মল, পক্ষপাতিত্বশূন্য একটি নৈতিক শক্তি বলে দেখাতে চেষ্টা করে এইটেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ফ্যাসিজম রাষ্ট্র সম্বন্ধে সেই চিরপুরাতন বুর্জোয়া মতবাদের ধাপ্পা (যথা, হেগেলের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে নৈতিক আইডিয়ার বাস্তব যুক্তি এবং ন্যায়বুদ্ধির প্রতিচ্ছবি) বজায় রাখবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। এই প্রচেষ্টাতেও ফ্যাসিজম কোন 'অভিনবত্ব' দেখায়নি, কেননা সমস্ত বুর্জোয়া পলিটিকাল দলই, যথা ন্যাশনালিস্ট, ডেমোক্রাটিক, লিবারাল এবং বর্তমান কালের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল, রাষ্ট্রের শ্রেণীগত রূপকে এই 'নৈতিক আইডিয়া'র আবরণের তলায় ঢাকতে চেষ্টা করেছে ও করছে। রকোর বড় গর্বের 'ফ্যাসিজমের রাজনৈতিক মতবাদের অভিনবত্ব', 'ফ্যাসিজমের অভিনবত্ব' ও 'রাষ্ট্র সম্বন্ধে ফ্যাসিস্ট মতবাদের অভিনবত্ব' যে সম্পূর্ণ অভিনবত্বহীন, সে-ই অত্যন্ত পুরনো বুর্জোয়া মতবাদ, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই 'অভিনব' ফ্যাসিস্ট মতবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘনায়মান কমিউনিস্ট বিপ্লবের হাত থেকে ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রকে বাঁচানো, অর্থাৎ কাঁনা ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীকে ও সেই শ্রেণীর ইকনমিক স্বার্থকে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-সংঘাতমূলক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এই অভিনবত্ব ছাড়া ফ্যাসিস্ট মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ কী, রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রেণীর কী সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের কী যোগাযোগ, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কী, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মানব-সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে কি না, সে-সম্বন্ধে মান্ধাতার আমলের অতি পুরাতন বুর্জোয়া মতবাদ কচলানো ছাড়া একটি নতুন চিন্তা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমদানি করেনি।

ফ্যাসিজমের অভিনবত্ব থাকুক বা না-থাকুক, রকোর যে অভিনবত্ব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। রকোর অভিনবত্ব অবিশ্যি অধিকাংশ স্থলে ফ্যাসিজমের অভিনবত্বে পরিবর্তিত হয়। আমরা রকোর এবং ফ্যাসিজমের এই ধরনের আর-একটি অভিনবত্বের নমুনা দেখে ফ্যাসিস্ট মতবাদের থিওরেটিকাল আলোচনা সাঙ্গ করে ফ্যাসিস্ট প্রোগ্রামের আলোচনা করব।

সোশ্যালিজমের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রকো বলেন, 'ফ্যাসিস্ট মতবাদ সোজাসুজি স্বীকার করে যে সোশ্যালিজম যে-সমস্যার কথা উত্থাপন করেছে, সেই মূলধনের সঙ্গে শ্রমের সম্বন্ধের সমস্যা অতি গুরুতর সমস্যা, এমনকী বলা যেতে পারে যে হয়তো এই সমস্যা হচ্ছে আধুনিক কালের সামাজিক জীবনের মুখ্য সমস্যা। তবে সোশ্যালিস্টরা এই সমস্যার যে-সমষ্টিমূলক সমাধানের প্রস্তাব করে, সেই প্রস্তাব ফ্যাসিজম স্বীকার করে না। সোশ্যালিস্ট প্রণালীর প্রধান দোষগুলি গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যে-হেতু সোশ্যালিজম স্বীকার করে না যে, মনুষ্যের কর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে ইকনমিক ক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে কর্মের সম্পূর্ণ পঙ্গুতা সাধন করা হবে, সেই হেতু বলা যেতে পারে যে সোশ্যালিজম মানবচরিত্রের হদিশ নেয় না এবং সেই কারণে সোশ্যালিজম বাস্তবতার বাইরে। মূলধনের ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করার মানে হচ্ছে মূলধনকেও লুপ্ত করা, কেননা মূলধন সঞ্চয়ের দ্বারা সৃজিত হয়। কেউই সঞ্চয় করতে চাইবে না, অধিকন্তু যা কিছু উৎপাদন করবে সবই ব্যয় করবে, যদি সে জানে যে সে কিছুই নিজস্ব বলে রাখতে পারবে না ও তার উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যেতে পারবে না। মূলধনের ধ্বংসসাধন মানে হচ্ছে উৎপাদনের ধ্বংসসাধন, কেননা মূলধন যারই অধিকারে থাকুক না কেন, মূলধন উৎপাদনের অনিবর্জনীয় যন্ত্র। এই কারণে উৎপাদনের সমষ্টিগত সংগঠনের ফলে উৎপাদন পঙ্গু হয়ে পড়ে, কেননা উৎপাদন প্রণালী থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণাকে বাদ দিলে উৎপন্ন দ্রব্য হ্রস্বতাপ্রাপ্ত হয় এবং মহার্ঘ হয়ে পড়ে। এই হেতু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে সোশ্যালিজমের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় ও মূলধনের ধ্বংস-সাধন ঘটে এবং সেই কারণে দারিদ্র্য দেখা দেয়। সে-রকম সামাজিক যন্ত্রের সৃষ্টি করার কী অর্থ থাকতে পারে যে-যন্ত্র অধিকতর ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ধনবন্টন করবে, যদি স্বয়ং সেই ধনই এই যন্ত্রের সৃষ্টির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারকে ন্যায়বিচারের বস্তু করে তুলে সোশ্যালিজম এমন ভয়ানক ভুল করেছে যে সে-ভুল সংশোধন করা সম্ভব নয়, কেননা সত্যি করে দেখতে গেলে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের সমস্যা হচ্ছে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সমস্যা। এই কারণে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার গ্রাহ্য করা ফ্যাসিস্ট মতবাদের অংশস্বরূপ। সম্পত্তির এই ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকারকরণের উদ্দেশ্য অবিশ্যি তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা নয়। সম্পত্তির সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই এই স্বীকারকরণের কারণ।'

বলতেই হবে যে মূলধনের সঙ্গে শ্রমের সম্বন্ধের সমস্যাকে বর্তমান সমাজের কেন্দ্রীয় সমস্যা বলে স্বীকার করে রকো আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষে যা কিছু অসুবিধাজনক, এমন অনেক কিছুর অস্তিত্ব পর্যন্ত

ফ্যাসিজম স্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে রকো যে এই সমস্যাকে বর্তমান সমাজের মুখ্য সমস্যা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তার দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে ফ্যাসিজম শত চেষ্টা করেও ইতালির শ্রমিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করতে পারেনি ও ইতালীয় শ্রমিকদের মনের মধ্যে থেকে শ্রেণী-সংঘাত নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে পারেনি।

এই সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করবার পর— সোশ্যালিস্টরা, রকোর মতে, এই সমস্যার বিচারে যে-ভুল করে থাকে, সেই ভুলগুলি সংশোধন করে দিতে গিয়ে রকো তাঁর অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বলা দরকার যে, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যেক কারখানায় এমন হাজার-হাজার শ্রমিক আছে যারা রকোর উক্তির অতি সাধারণ ভুলগুলি রকোর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। প্রথমত, মূলধন (Capital) বস্তুটি যে কী সে-সম্বন্ধে রকোর বৈজ্ঞানিক ধারণা আদপেই নেই। রকোর মতে মূলধনের উৎপত্তি হচ্ছে সঞ্চয়ে। এ ধারণা যে বুর্জোয়াদের মনের মতন ধারণা, তা আমরা জানি। চুরি ও শোষণের অপরাধে অভিযুক্ত বুর্জোয়াদের বেদনাতুর হৃদয়ে এই মতবাদ যে প্রলেপের কাজ করে তা-ও আমাদের জানা আছে, কিন্তু এ সব জানা সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য যে রকোর এই উক্তি (এই উক্তি আমাদের অতি পরিচিত বুর্জোয়া মতবাদ। এই পুরনো মতবাদের কাসুন্দি ঘাঁটাই রকোর অভিনবত্বের একমাত্র নিদর্শন) সম্পূর্ণ ভাবে সমাজবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। মার্কস্ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *মূলধন Capital* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে Primitive Accumulation of Capital-এর পরিচ্ছেদে ফিউডাল সমাজ ভেঙে কী করে ক্যাপিটালিজম গড়ে উঠেছে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে কী উপায়ে ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন প্রণালীর পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় মূলধনের উৎপত্তি হয়। ফিউডাল সমাজের উৎপাদন প্রণালীতে মূলধনের প্রয়োজন ছিল না, কেননা সে-সমাজে যারা দ্রব্যের উৎপাদন করত, সেই কৃষকেরা তাদের জমিদারের প্রায় ক্রীতদাসের শামিল ছিল। প্রত্যেক জমিদার তার ব্যবহারের দ্রব্যসমূহ তার আপনার দাস ও কৃষকদের দ্বারা তৈরি করাত। এই কারণে ফিউডাল সমাজে দ্রব্যের বিনিময় (exchange) ছিল না বললেই চলে। শুধু বিলাসের দ্রব্যের বিনিময় হত।

সময়ে ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে ফিউডাল সমাজের এই আপনার উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা আপনার সমস্ত অভাব মেটানোর সামাজিক বন্দোবস্ত ভেঙে পড়ল। এখন থেকে আপনার প্রয়োজন আর উৎপাদন করবার উদ্দেশ্য রইল না, দ্রব্যের বিনিময়ই উৎপাদন করবার মুখ্য উদ্দেশ্য হল। ফিউডাল সমাজের কাঠামো এই উপায়ে ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে ভেঙে যেতে লাগল। ইংল্যান্ডেই সর্বপ্রথম এই ভাঙন ধরে। সেখানে পশমের কারখানার সম্প্রসারণের ফলে পশমের চাহিদা বেড়ে যায়। তার ফলে জমিদাররা

তাদের কৃষকদের জমি সোজাসুজি পাশবিক বল ব্যবহার করে দখল করে সেগুলোকে ভেড়ার জন্যে চারণের জমিতে পরিবর্তিত করে। লক্ষ-লক্ষ কৃষক জমিহারা হয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এই উপায়ে সর্বহারা শ্রমিকদের উৎপত্তি ঘটে আর এই উপায়েই সেই মূলধনের উৎপত্তি হয় যে-মূলধনের দ্বারা সময়ে বিনিময়ের বৃদ্ধির ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমের সূত্রপাত ঘটে। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, মূলধনের উৎপত্তির কারণ হচ্ছে সোজাসুজি লুণ্ঠন ও ডাকাতি। ক্যাপিটালিজমের সূত্রপাতের জন্যে যে-মূলধন প্রয়োজন হয়েছিল, সে-মূলধনের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে রকোর হৃদয়স্পর্শী শিশু-ভোলানো 'মূলধনের উৎপত্তি ও সঞ্চয়ে'র কাহিনীর কোনই মিল নেই। পরবর্তী যুগে ক্যাপিটালিজমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের কালে এই মূলধন যে কী উপায়ে শ্রমিকদের বঞ্চনা করে সঞ্চয় করা হয়েছে, রকো যদি সে-সম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছে করেন, তা হলে মার্কসের *ক্যাপিটাল* বইটি তাঁকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মূলধনের উৎপত্তি সম্বন্ধে রকোর মতের আলোচনা করেছি। এ বারে রকোর আর-একটি ভ্রান্তি আমরা দেখিয়ে দেব। রকো বলেন, 'মূলধনের ধ্বংসসাধন মানে হচ্ছে উৎপাদনের ধ্বংসসাধন, কেননা মূলধন উৎপাদনের অনিবর্জনীয় যন্ত্র।' এই উক্তি দ্বারা রকো প্রমাণ করেছেন যে, মূলধন যে historical category-র অন্তর্গত সে-জ্ঞান রকোর আদপে নেই। অতীতে এক সময়ে মানবসমাজে মূলধনের অস্তিত্ব যখন ছিল না তখনও যে দ্রব্যের উৎপাদন ঘটত এবং ভবিষ্যতে একদিন যখন মূলধনের অস্তিত্ব থাকবে না তখনও যে উৎপাদন আগের মতোই চলবে, এমনকী সুনির্দিষ্ট কারণবশত আরও ভালো করে চলবে, এ সম্বন্ধেও রকোর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। মানবসমাজের প্রত্যেক অবস্থায় উৎপাদনের জন্যে উৎপাদনের যন্ত্রের, কাঁচামালের ও উৎপাদনের ক্ষেত্রের প্রয়োজন ছিল, আছে ও থাকবে। সমাজের উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির একটি বিশেষ অবস্থাতে উৎপাদনের জন্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় উপরি উক্ত বস্তুগুলি যে-রূপ গ্রহণ করেছে, সেই মূলধন-রূপকে রকো ভুল করে বস্তুগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। ক্যাপিটালিজমের উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে এই বস্তুগুলি মূলধনে পরিণত হয়েছে এবং ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে এই বস্তুগুলি তাদের মূলধন-রূপ ত্যাগ করে মানবসমাজের উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু রূপে দেখা দেবে। মানবসমাজের উৎপাদনের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় এই বস্তুগুলিকে মূলধন রূপে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস করে রকো ক্যাপিটালিজমকে বাঁচিয়ে রাখা যে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা, তার প্রমাণ দিয়েছেন।

রকোর মতে, 'যে-হেতু সোশ্যালিজম স্বীকার করে না যে, মানুষের কাজের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা তার ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে ইকনমিক ক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে কর্মের পঙ্গুতা সাধন করা হবে,

সেই হেতু বলা যেতে পারে যে সোশ্যালিজম মানবচরিত্রের হদিশ নেয় না।' ব্যক্তিগত স্বার্থকে বাদ দেবার যে-কথা রকো বলেছেন, সে-কথা আংশিক ভাবে সত্য। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে এক ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির স্বার্থের যে-বিরোধ আছে, সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির স্বার্থের মিলন ঘটাব সমষ্টির স্বার্থের ঐক্যের দ্বারা। দুটি ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে আজ যে-বিরোধ আছে, সেই বিরোধকে দূর করার মানে এই নয় যে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধ্বংস করা। মানুষের স্বার্থ হচ্ছে মানুষের মতো জীবনধারণ করা। এই স্বার্থের তৃপ্তিসাধন করতে মানুষ চিরদিনই চেষ্টা করবে। অতএব মানুষের সৃজনশক্তি কখনওই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে না। কেউ যদি এই রকম যুক্তি দেয় যে মানুষকে আধপেটা রাখলে তার কর্মপ্রবৃত্তি বেশি বৃদ্ধি হয়, কেননা তার ব্যক্তিগত স্বার্থ আরও তীব্র হয়ে ওঠে, তা হলে আমরা বলব যে সে-উপায়ে ক্যাপিটালিস্টরা বহু দিন থেকে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করে আসছে বটে, কিন্তু তাতে মানুষের (অর্থাৎ কিনা শ্রমিকদের) কর্মপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হোক না-হোক, অকাল-মৃত্যু যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে-ব্যক্তিগত স্বার্থ মানবজীবনের নৈতিক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে, সেই ব্যক্তিগত স্বার্থকে দূর করতেই হবে। আশ্চর্য এই যে, এই রকোই পূর্বে ব্যক্তির অধিকারের সীমা সঙ্কুচিত করে ব্যক্তির কর্তব্যকে তার উপরে স্থান দেবার জন্যে ফ্যাসিজমকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন! আমরা বলি যে, ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব আজ মানবসমাজে বিদ্যমান আছে, সেই দ্বন্দ্বের লোপ তখনই সম্ভবপর হবে, যখন কমিউনিস্ট বিপ্লব এই ক্যাপিটালিস্ট সমাজকে ধ্বংস করে তার জায়গায় কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠা করবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরমুহূর্তেই এই কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে এবং ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব লোপ পাবে যারা মনে করে, তারা শিশু-প্রকৃতির মানুষ। শ্রেণী-ভেদলুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠার ব্রত যে কত দূর দুরূহ সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই। তা ছাড়া আর-একটি জিনিশ আমাদের বিচার করে দেখা দরকার। ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক থেকেও বিচার করে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, ক্যাপিটালিস্টদের হাত থেকে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ছিনিয়ে নিয়ে, সেই যন্ত্রপাতির ব্যক্তিগত অধিকার ঘুচিয়ে দিয়ে সেগুলিকে আপনাদের শ্রেণীগত অধিকারে নিয়ে আসায় শ্রমিকদের স্বার্থ আছে। ক্যাপিটালিস্টের ব্যক্তিগত অধিকার দূর করলে তার কর্মপ্রবৃত্তির, অর্থাৎ কিনা তার শোষণ-প্রবৃত্তির মূলে কোপ মারা হয় বটে, কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থার যে উন্নতিসাধন হয়, তাতে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজে ব্যক্তির স্বার্থের সম্বন্ধে আলোচনা না-ই বা করলুম। বর্তমান সমাজের বেশির ভাগ লোকের স্বার্থ যে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ব্যক্তিগত অধিকার, অর্থাৎ কিনা ক্যাপিটালিস্টিক অধিকার লোপ করা, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই ধরনের অগুনতি ভুল বকার পর রকো আসল কথাটি ফাঁস করে দিয়েছেন। এত বাজে কথা না-বকে রকো যদি গোড়াতেই এই কথাটি বলতেন, তা হলে সব দিক থেকে ভালো হত। রকো বলেন, 'এই কারণে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার ফ্যাসিস্ট মতবাদের অংশস্বরূপ।' এই উক্তির দ্বারা রকো ফ্যাসিজমের আসল মূর্তি সকলের সামনে বে-আব্রু করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করা মানে হচ্ছে ক্যাপিটালিজমকে স্বীকার করা, ক্যাপিটালিস্টদের শোষণ-প্রণালীকে মেনে নেওয়া এবং গণসাধারণের দারিদ্র্যকে, অনাহারকে, নিষ্পেষণকে চিরন্তন করবার চেষ্টা করা।

ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থ পূরণ করাই যে-মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই পলিটিকাল মতবাদ যে কী উপায়ে মূলধন ও শ্রমের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যাকে ক্যাপিটালিজমের উচ্ছেদকারী বিপ্লবমূলক শ্রেণী-সংঘাতে পরিণত হতে না-দিয়ে তাকে ক্যাপিটালিজমের পক্ষে নিরাপদ করে তুলতে পারে, সে-সম্বন্ধে রকো এই নিম্নোক্ত মহৎ উপদেশ দিয়েছেন, 'সময় এসেছে যখন শ্রেণীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থার স্থান নেবে রাষ্ট্রীয় ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা। এই পরিবর্তনকে সহজসাধ্য করে তোলবার জন্যে ফ্যাসিজম আপন সিন্ডিকালিজমের সৃষ্টি করেছে। শ্রেণী-সংগঠনের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই, শুধু এই সংগঠনের রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ও রাষ্ট্রের অধীনে থাকার অবশ্য প্রয়োজন আছে।'

রাষ্ট্র সম্বন্ধে রকোর মতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, সর্ব কালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকারে থাকে এবং সেই শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের দ্বারা আপনার ইকনমিক স্বার্থ পুষ্ট করে। বর্তমান কালে সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশেই রাষ্ট্র হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের পূর্ণ অধিকারে। এই রাষ্ট্রগুলির অধিকারের দ্বারা এই সব দেশে ক্যাপিটালিস্টরা আপনাদের ডাকাতি বজায় রেখেছে। তাদের শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে, অর্থাৎ কিনা তাদের শ্রেণীগত আত্মরক্ষার জন্যে তাদের পুলিশ আছে, সৈন্য আছে, গোলাগুলি-বারুদ যা-যা দরকার, সবই আছে। এ সবই তারা রাষ্ট্র অধিকারের সঙ্গে-সঙ্গে আপনাদের অধিকারে এনেছে। রকো যে-শ্রেণীগত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, সে হচ্ছে শ্রমিকদের শ্রেণীগত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। শ্রমিকেরা যে-কোন উপায়ে ক্যাপিটালিস্টদের আক্রমণ থেকে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থকে রক্ষা করবে, এটা রকোর পক্ষে অসহ্য, তাই ফ্যাসিজমের আদেশ : শ্রমিকদের শ্রেণীগত আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে দিতে হবে।

ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারের দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থ বজায় রাখবার উদাহরণ প্রত্যেক ক্যাপিটালিস্ট দেশেই আমরা এত ভূরি-ভূরি দেখেছি যে সে-সম্বন্ধে বাক্যব্যয় করা বৃথা মনে করি। শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগঠনকে ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের

পূর্ণ শাসনে আনার অর্থ হচ্ছে, শ্রমিকদের শ্রেণীগত স্বার্থকে ক্যাপিটালিস্টদের চরণে নিঃশেষে বলি দেওয়া।

ফ্যাসিজমের পলিটিকাল মতবাদের আলোচনার দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফ্যাসিজম হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে বিপ্লব-পরিপন্থী বুর্জোয়া মতবাদ। এই মতবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ঘনায়মান আশঙ্কা থেকে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানো।

রকোর প্রভু ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট, ফ্যাসিজমের জন্মদাতা মুসোলিনি ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানোর কাজেই আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করেছে। এই পলিটিকাল মতবাদের ভিত্তি করে ফ্যাসিস্ট দল যে-প্রোগ্রাম রচনা করছে, সেই প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় অংশগুলি আমরা এ বারে বিচার করে দেখব।

ফ্যাসিস্ট প্রোগ্রাম

ফ্যাসিস্ট দল রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে আপনাদের হাতে নিয়ে যে-প্রোগ্রাম জারি করে, সেই প্রোগ্রামের প্রধান শর্ত হচ্ছে :

১. রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণের অধীনে শ্রমিকদের সঙ্গে ক্যাপিটালিস্টদের সহযোগ স্থাপন করা এবং বাধ্যতামূলক আপোসের বন্দোবস্ত করা।

২. রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর (অর্থাৎ মুসোলিনির) হাতে কেন্দ্রস্থ করা।

৩. প্রেসের স্বাধীনতা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের নিয়মাধীন করে সঙ্কুচিত করা।

এই প্রোগ্রামের প্রথম শর্তটিই আমাদের বিশেষ করে আলোচনা করে দেখতে হবে। প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তগুলির উদ্দেশ্য খুবই সহজবোধ্য। তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভবের আগে ইতালিতে ক্যাথলিক ও সোশ্যালিস্ট, এই দুই জাতের ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল। পরে ফ্যাসিজমের বৃদ্ধির সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়নও গড়ে ওঠে। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে এই ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলি একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে আইন অনুযায়ী আপনাদের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ La Confederatione Nationale delle Corporatione Sindicali নামে রেজিস্ট্রি করে। এই সংঘের মতবাদ কী, তা আমরা সংঘের প্রোগ্রাম আলোচনা করে দেখলে জানতে পারব। এই প্রোগ্রামের প্রধান অংশগুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১. ক্যাপিটালিস্ট ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতা।

এই সংঘের মতে বিভিন্ন শ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্যে টেনে এনে মানবসমাজকে ট্রেড ইউনিয়নিজমের নীতি অনুসারে নতুন করে সংগঠিত করা দরকার। এই সংঘের মতে, উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্যে প্রথমে মূলধন (Captial) বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। এই মূলধন উৎপাদনের জন্যে খাটানো হবে। এই মূলধনের বৃদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতনের হ্রস্বতাসাধনের উপর নির্ভর করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই বেতন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবস্থা এবং জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় খরচের অনুপাতে হবে।

এই সংঘের মতে, উৎপাদনের কাঁচামালের বৃদ্ধির ফলে যে শুধু হরেক রকমের

উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি হবে তা নয়। এই বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি বৃদ্ধি পাবে এবং ধন ও সম্পত্তির উত্তরোত্তর বর্ধমান বণ্টন ঘটবে। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যারা 'elite' তারা সুযোগ পাবে উৎপাদনের যন্ত্রসমূহ ও কাঁচামালসমূহ আপনাদের অধিকারে আনবার এবং তাদের ব্যবস্থা করবার। এই উপায়ে তারা সামাজিক ক্ষেত্রে ও উৎপাদনের যান্ত্রিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে আপনাদের অপরিহার্য আবশ্যকীয় করে তুলবে।

প্রোগ্রামের এই প্রথম অংশের থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে— ১. মানবসমাজে বিভিন্ন শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ কীনা ক্যাপিটালিজমকে বাঁচিয়ে রাখা।

২. মূলধন (Capital) বাঁচিয়ে রাখা, অর্থাৎ কীনা ক্যাপিটালিস্টদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ-প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখা।

৩. মূলধনের বৃদ্ধি বজায় রাখবার জন্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবস্থা খারাপ হলে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করা হবে। ক্যাপিটালিস্টদের লাভের অংশ, অর্থাৎ কীনা শোষণের অংশ কমাবার বন্দোবস্ত না-করে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করবার পথ খোলা রেখে এই অনুষ্ঠান আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে ক্যাপিটালিস্টদের অনুষ্ঠান বলে প্রকাশ করছে।

৪. শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ আনবার প্রচেষ্টায় এই প্রোগ্রামে শ্রমিকদের মধ্যে যারা বুর্জোয়া ভাবাপন্ন ও যারা শ্রেণীগত ঐক্যবোধ হারিয়েছে, সেই শ্রমিকদের মুসোলিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেতে পরিবর্তিত করবার লোভ দেখিয়েছে। যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটে, তার চেষ্টা করার মানে হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণীর ঐ উপরি উক্ত লোকদের বুর্জোয়া করে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানো।

প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অংশের মতে— শ্রেণী-সংঘাত নিষিদ্ধ।

এই ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ ঘোষণা করছে যে, সমাজে সমস্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক শ্রেণী সমাজের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার পক্ষে দরকারি, যে-প্রক্রিয়া শ্রমের ও উৎপাদনের যথাযথ বন্দোবস্তের জন্যে যে-সব কাজ অবশ্যকর্তব্য সেই সব কাজেরই একটি অংশ মাত্র। যে-ইকনমিক অনুষ্ঠানকে উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে চালিত করা হয়, সেই ইকনমিক অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্যকর্ম বেড়ে যায়, তেমনি তার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের শ্রেণীগুলির সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই কারণে শ্রেণীগুলির লোপসাধন কখনওই ইকনমিক বৃদ্ধির ও ক্রমোন্নতির ফল হতে পারে না, কেননা শ্রেণীগুলি লুপ্ত হবার মানে হচ্ছে শ্রমের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্রিয়াকে পঙ্গু করা।

সংঘ ঘোষণা করছে যে, সমাজের ইতিহাসের গতির নিয়ম শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘাত অর্থাৎ সামাজিক কর্তব্যকার্যগুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যুদ্ধ নয়। শ্রেণীগুলির মধ্যে সহযোগ, অর্থাৎ কীনা সম্বন্ধের জটিলতা সৃষ্টিকরণে আমরা এই গতির নিয়মের আরও কম সন্ধান পেয়ে থাকি।

ক্ষমতা ও পটুত্বের উপর নির্ভর করে দ্বন্দ্ব করাই হচ্ছে সমাজের এই গতির নিয়ম। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সমাজের নিম্ন শ্রেণীগুলি যারা সমাজের উচ্চ শ্রেণীগুলির কার্য করবার উপযুক্ত হয়েছে, তারা যে-উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাদের আপনাদের শ্রেণীর নির্দিষ্ট কার্য করবার যোগ্যতা হারিয়েছে এমন উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে।

প্রোগ্রামের এই দ্বিতীয় অংশ বিচার করে দেখলে আমরা এই বস্তুগুলি দেখতে পাই— ১. এই প্রোগ্রাম মানবসমাজের বর্তমান শ্রেণীগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, অর্থাৎ কীনা এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীগুলির শোষণের অনুমোদন করে। বর্তমান কালে এর অর্থ হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর শ্রেণীগত অস্তিত্বকে সমর্থন করা।

২. কোন একটি দ্রব্যের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ উৎপাদন করবার জন্যে উৎপাদকদের মধ্যে যে-বিভাগ আজ আমরা প্রত্যেক বস্তুর উৎপাদন-ক্ষেত্রে দেখি, তার সঙ্গে বর্তমান সমাজের শ্রেণীবিভাগকে মিশিয়ে দেবার অসাধু চেষ্টা এই প্রোগ্রামে আমরা দেখতে পাই। সমাজের শ্রেণীবিভাগ মানুষকে শোষক ও শোষিত, উৎপাদক ও পরশ্রমজীবীতে বিভক্ত করেছে। উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিভাগ হচ্ছে উৎপাদকদের মধ্যে। বস্তুর এক অংশের উৎপাদকের সঙ্গে সেই বস্তুর অন্য-অন্য অংশের উৎপাদকদের সম্বন্ধ সে-ক্ষেত্রে উৎপাদনের সম্বন্ধ। শ্রেণীগুলির অস্তিত্বের সঙ্গে এই ভিন্ন-ভিন্ন উৎপাদকের অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই। এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মনুষ্যবিভাগকে মিশিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে সমাজের শ্রেণীবিভাগকে বাঁচিয়ে রাখা, অর্থাৎ কীনা ক্যাপিটালিজমকে দীর্ঘায়ু করবার চেষ্টা।

৩. এই প্রোগ্রামের মতে সমাজের গতির নিয়ম হচ্ছে ক্ষমতা ও পটুত্বের উপর ভিত্তি করে দ্বন্দ্ব করা। এর অর্থ হচ্ছে, ক্যাপিটালিস্ট সমাজের কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীগুলি পরস্পরের সঙ্গে যে-অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে, সেই সংগ্রাম যাতে ক্যাপিটালিজমের কাঠামো না-ভেঙে ফেলে, তার জন্যে তাকে 'ভদ্র' সীমার মধ্যে সংযত রাখবার ব্যবস্থা করা। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের যোগ্যতা(?) অর্জন করে উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন পাবে আর উচ্চ শ্রেণীর কয়েকটি লোক তাদের যোগ্যতা হারিয়ে নিম্ন শ্রেণীতে এসে ঢুকবে, প্রোগ্রামের মতে এই হচ্ছে সমাজের গতির নিয়ম। প্রোগ্রামের এই অংশে যে-কথাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়েছে সে-কথাটা সোজাসুজি ভাবে বললে দাঁড়ায় এই যে, এই প্রোগ্রামের মতে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস-সাধনকারী শ্রেণী-সংঘাত অতি খারাপ, অভদ্র বস্তু হলেও শ্রেণীগুলির ব্যক্তিদের মধ্যে কামড়াকামড়ি, লোভের দ্বন্দ্ব অতি উত্তম বস্তু।

এই বস্তুই নাকি এই প্রোগ্রামের মত অনুযায়ী সমাজের গতির নিয়মের পরিচায়ক। এক কথায় শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে এই প্রোগ্রামের মতে সমাজের অগ্রগতির নিয়মের নিগূঢ় তাৎপর্য।

প্রোগ্রামের তৃতীয় অংশে করা হয়েছে— বাধ্যতামূলক আপোসের ব্যবস্থা।

কলওয়ালাদের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রত্যেক বিরোধের নিষ্পত্তি করবে রাষ্ট্র-নির্বাচিত, জাতির স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন বিচারকের দল। এ জন্যে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হবে। প্রত্যেক আইনানুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করবার অধিকার আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের মীমাংসা দুই পক্ষই মেনে নিতে বাধ্য। যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে ম্যাজিস্ট্রেট বলপ্রয়োগের দ্বারা তার নিষ্পত্তি মানতে উভয় দলকে বাধ্য করতে পারে।

প্রোগ্রামের এই তৃতীয় অংশ প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অংশের লজিকাল ধারাবাহিকতা।

শ্রেণী-সংঘাত যখন নিষিদ্ধ, তখন বাধ্যতামূলক আপোসের নিয়ম জারি না-করে উপায় কী? এই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা যেখানে ক্যাপিটালিস্টদের করায়ত্ত, সেখানে এই বাধ্যতামূলক আপোসের ব্যবস্থা করার অর্থ হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রেণী-সংঘাতের কালে ক্যাপিটালিস্ট-শাসিত রাষ্ট্রের দ্বারা নিযুক্ত, ক্যাপিটালিস্টদের বেতনভোগী বিচারকদের বিচার মেনে নিতে শ্রমিকদের বাধ্য করা। এই বিচারকদের বিচার যে কাদের স্বার্থের অনুকূল হবে, সে-সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করবার কোন প্রয়োজন আছে কি? জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটেরা রাষ্ট্রের শাসন আপনাদের হাতে নেবার পর এই একই আইন পাশ করে। তার ফলে জার্মানির শ্রমিকেরা পদে-পদে ক্যাপিটালিস্টদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। ক্যাপিটালিস্টরা শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করাতে কিম্বা কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়াতে যখনই শ্রমিকেরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে, অমনি ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের এই বাধ্যতামূলক আপোসের নতুন আইন শ্রমিকদের বাধ্য করেছে ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থের অনুকূল বিধি মেনে নিতে। মুসোলিনি এ স্থলে তার জার্মান সোশ্যালিস্ট কমরেডদের পদাঙ্কই ভক্তিভরে অনুসরণ করেছে।

প্রোগ্রামের চতুর্থ অংশ ঘোষণা করে যে— ধর্মঘট নিষিদ্ধ।

যে-সব কলের মালিকেরা সঙ্গত কারণ না-থাকলেও তাদের কারখানা বন্ধ করবে শুধু শ্রমিকদের সঙ্গে যে-বেতন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি বদল করবার জন্যে, তারা দশ হাজার লিরা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তদ্রূপই, যদি তিন অথবা ততোধিক শ্রমিক পূর্বে চুক্তি করা সত্ত্বেও এই চুক্তি পরিবর্তন করবার জন্যে তাদের কাজ বন্ধ করে কিম্বা এমন ভাবে কাজ করে যাতে কাজের ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলার হানি ঘটে, তা হলে তাদের তিনশো থেকে হাজার লিরা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হবে। ধর্মঘটের নেতারা এই অর্থদণ্ড ব্যতিরেকে এক বৎসরের কম নয় এবং দুই বৎসরের বেশি নয়, কারাদণ্ডে

দণ্ডিত হবে। যদি রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি কিম্বা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত বদল করবার জন্যে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে, তা হলে সেই ধর্মঘটের নেতারা তিন বৎসরের কম নয় ও সাত বৎসরের বেশি নয়, কালের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং সারা জীবনের মতো রাষ্ট্রের কোন কার্যে নিযুক্ত হবার অধিকার হারাবে। অন্যেরা এক বৎসর থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত হবার সাময়িক অধিকার হারাবে।

প্রোগ্রামের এই চতুর্থ অংশও প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অংশের ফলস্বরূপ। শ্রেণী-সংঘাত যখন নিষিদ্ধ, তখন ধর্মঘটকে বেআইনি বলে জারি করা ছাড়া উপায় নেই। প্রত্যেক ধর্মঘটই শ্রেণী-সংঘাতের নিদর্শন। পৃথিবীর সমস্ত দেশে বহু সংগ্রাম করে, বহু প্রাণদানের বিনিময়ে শ্রমিকরা ক্যাপিটালিস্টদের বাধ্য করেছিল শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার অধিকার ন্যায্য অধিকার বলে স্বীকার করে নিতে। শ্রমিকদের বহু রক্ত দিয়ে কেনা সেই ধর্মঘটের অধিকার আজ সব বুর্জোয়া দেশেই বাতিল হতে বসেছে। সোজাসুজি ভাবে ধর্মঘটকে বে-আইনি বলে ঘোষণা না-করলেও জার্মানির সোশ্যালিস্টদের সাহায্যে জার্মান বুর্জোয়ারা কেমন করে ধর্মঘটের বাধ্যতামূলক আপোসের বন্দোবস্ত করে ধর্মঘটকে ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষে নিরঙ্কুশ করে তোলবার চেষ্টা করেছে, তা আমরা আগেই দেখেছি। যতই কমিউনিস্ট বিপ্লবের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে, ততই পৃথিবীর সব দেশের বুর্জোয়ারা তাদের ডেমোক্রাটিক ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে সোজাসুজি পশুবল ব্যবহার করে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের বিপ্লবমূলক শ্রেণী-সংঘাতের প্রবৃত্তিকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। ফ্যাসিজমে আমরা ঘনায়মান বিপ্লবের হাত থেকে আপনাদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে ডেমোক্রাসির ছদ্মবেশ-বর্জিত বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনের আদত চেহারা দেখতে পাই। বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনের পাশবিকতার চরম রূপ ও শেষ রূপ হচ্ছে তাই ফ্যাসিজম। এই প্রোগ্রামে বলা হয়েছে যে, সঙ্গত কারণ না-থাকলে যদি কোন কলের মালিক তার কারখানা বন্ধ করে দেয়, তা হলে তার দশ হাজার লিরা জরিমানা হবে। সঙ্গত কারণ আছে কি না, তার বিচার করবে কে? তার বিচারের ভার সেই ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণী-শাসিত রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত নয় কি? যদি কোন ডাকাতের বিচার ডাকাতদের সংঘের হাতে ন্যস্ত করা যায় তার ফল যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তার চেয়ে অন্য কিছু আশা করা যায় না। অবিশ্যি এমন ঘটনা ঘটাও সম্ভব যে, কোন এক ক্যাপিটালিস্ট তার কারখানা বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছে। সে-ক্ষেত্রে ক্যাপিটালিস্ট সংঘের কর্তব্য হচ্ছে সেই ক্যাপিটালিস্টকে সাজা দেওয়া। এই কারণেই কলের মালিকের দশ হাজার লিরা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা প্রোগ্রামে করা আছে। শ্রমিকরা যদি ধর্মঘট করে কিম্বা কাজে অবহেলা করে (অবিশ্যি অবহেলা করেছে কি না তার বিচার সম্পূর্ণ

ভাবে কলের মালিকদের হাতে), তা হলে তিনশো থেকে হাজার লিরা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকের যেখানে হাজার লিরা অর্থদণ্ড হতে পারে, সেখানে কলের মালিকের মাত্র দশ হাজার লিরা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থার বীভৎস পক্ষপাতিত্ব থেকে আমরা এই আইনের উদ্দেশ্যের আর-একটি উদাহরণ পাই। কারখানা বন্ধ করে দেবার জন্যে কলের মালিকের চরম শাস্তি হচ্ছে দশ হাজার লিরা অর্থদণ্ড, যদিও এই কারখানা বন্ধ রাখার ফলে শত-শত, এমনকী সহস্র-সহস্র শ্রমিকের অশেষ ক্লেশ ও অনাহার ভোগ করতে হতে পারে। শ্রমিকদের স্বার্থের জন্যে ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আন্দোলন গঠন করেছে ও চালিত করেছে যারা, সেই শ্রমিকনেতারা কিন্তু দুই বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারবে। এর থেকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের ক্যাপিটালিস্ট মূর্তি সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে। শ্রমিকরা যদি ধর্মঘট করে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি বদলাতে চেষ্টা করে, তা হলে পাশবিক রকমের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র করেছে। শ্রমিকনেতাদের সাত বৎসর পর্যন্ত এবং শ্রমিকদের তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যত রকমে সম্ভব ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রকে শ্রমিকদের বিপ্লবমূলক শ্রেণী-সংঘাতের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়, তার সমস্ত বন্দোবস্তই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র সুচারু রূপে করে রেখেছে।

১৯২৫ সালের ২ অক্টোবর কলওয়ালাদের সংঘ ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংঘকে ইতালীয় শ্রমিকদের একমাত্র আইনসঙ্গত সংঘ বলে স্বীকার করে নেয়। এর ফলে সোশ্যালিস্ট ও ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেআইনি সংঘ হিশেবে বন্ধ হয়ে যায়।

ফ্যাসিজমের পলিটিকাল মতবাদ ও প্রোগ্রাম, এই দুইয়ের আলোচনা দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছি যে, মতবাদ হিশেবে এ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে বুর্জোয়া মতবাদ, আর ফ্যাসিজমের প্রোগ্রাম হচ্ছে পুরোপুরি শ্রমিক-বিপ্লবের পরিপন্থী, ক্যাপিটালিস্টদের স্বার্থ বজায় রাখবার প্রোগ্রাম।

ফ্যাসিজম ও শ্রমিক-কৃষক সমস্যা

মুসোলিনি যখনই সুবিধে পায় তখনই বড়াই করতে কসুর করে না যে, যখন পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে ক্রাইসিসের ফলে গণসাধারণের অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়-তর হয়ে উঠেছে, একমাত্র ফ্যাসিস্ট ইতালিতেই গণসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ইতালিতে বৎসরাধিক কাল থাকবার সময়ে অনেক ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিস্ট দলভুক্ত না-হলেও ফ্যাসিজমের সমর্থক লোকেদের মুখে এই বুলি বার-বার শুনেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিন্তু এই উপরি উক্ত লোকেদের মতকে সম্পূর্ণ অসার বলে প্রতিপন্ন করেছে। ছোট কাপ্রি দ্বীপটিতে আমি দারিদ্র্যের যে-মূর্তি দেখেছি, তাতে ফ্যাসিজমের আমলে গণসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধির কোনই চিহ্ন দেখতে পাইনি। কাপ্রির যারা পুরানো বাসিন্দে তাদের অনেকের মুখেই শুনেছি যে, উপবাস করে মরছে এমন পরিবারের সংখ্যা কাপ্রিতে নেহাত কম নয়। পরে এই পুরনো বাসিন্দেদের মধ্যে একজনের সঙ্গে এই দরিদ্র পল্লীর মধ্যে কয়েক বার যাতায়াত করে ও কয়েকটি গরিব পরিবারের লোকেদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সেই রৌদ্র-ঝলমল দ্বীপটিতে তখন এমন অনেক বাড়িতে আমার প্রবেশ ঘটেছে, যেখানে রোদের চিহ্ন মাত্র নেই। যেখানে যক্ষ্মা রোগীরা দূরদূরান্ত থেকে যক্ষ্মা সারাবার জন্যে আসে, সেই কাপ্রিতেই এই সব রোদবর্জিত বাড়িতে কাপ্রির অধিবাসীরা দীর্ঘকালব্যাপী অনাহার ও অর্ধাহারের ফলে যক্ষ্মায় মরছে। ফ্যাসিস্ট নেতারা প্রায়ই বলে থাকে ইতালিতে ভিক্ষুক নেই। নেপল্‌সে স্টেশনের কাছে রেস্তোরাঁতে বসে চা পান করবার সময়ে কত ভিক্ষুক যে পথে দেখেছি তার সংখ্যা নেই। ছোট ছেলেমেয়ের দল, বয়স্কদের দল, তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিশু-কোলে নারীর দল রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রুটি কিম্বা পয়সা ভিক্ষা করে থাকে। আমি নিজে দু-তিনটি শিশুকে রুটি ও পয়সা দিয়েছি ও রেস্তোরাঁর অন্য অনেককে রুটি ও পয়সা দিতে দেখেছি। নেপল্‌সে দারিদ্র্যের মূর্তি ভয়াবহ। শহরের মধ্যে সেঁধিয়ে দরিদ্র পল্লীগুলির মধ্যে গেলে দারিদ্র্যের যে-চেহারা চোখে পড়ে, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের গরিবদের অবস্থার তুলনা চলে। গরিব পল্লীগুলিতে পথঘাট অসম্ভব নোংরা। দুর্গন্ধের জ্বালায় সেখানে তিষ্ঠানো

দায়। সেই সব রাস্তায় হাজার-হাজার দরিদ্র পরিবার বাস করে। রোমের রাস্তায় ভিক্ষুক দেখা যায় না। অন্ততপক্ষে প্রায় দেড় মাস রোমে বাস করবার সময়ে আমার চোখে পড়েনি। বিশ বছর রোমে বাস করছেন এমন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন কথোপকথন কালে রোমে একটিও ভিক্ষুক আমার চোখে পড়েনি, এ কথা উল্লেখ করলুম। ভদ্রলোকটি হেসে উত্তর দিলেন, 'শুধু আপনি কেন, আমিও ভিক্ষুক দেখতে পাই না। ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট রোমের পথে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলে জারি করেছে। পথে ভিক্ষা করতে দেখলেই পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়ে কয়েদে পোরে। এই উপায়ে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট ইতালিতে গণসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি ঘটছে, এই ধাপ্পা লোকদের দেবার প্রয়াস করছে।'

১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইতালিতে প্রায় একটানা ক্রাইসিস চলেছে। ১৯২৬ সালের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, এই গত কয়েক বছরে ইতালির বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা কী পরিমাণে বেড়ে চলেছে—

বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা

১৯২৬— ১,৫৬,০০০
১৯২৭— ২,৫৯,০০০
১৯২৮— ৪,৩৯,০০০
১৯২৯— ৪,৮৯,০০০
১৯৩০— ৪,৬৬,০০০
১৯৩১— ৭,৬৫,০০০

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে রোমে ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্মচারী কমার্সের ডাক্তার গিস্‌লান্‌জোৎনি আমাকে বলেন যে, ১৯৩২ সালের শেষ পর্যন্ত বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। অবিশ্যি ফ্যাসিস্ট স্ট্যাটিস্টিকস ও ফ্যাসিস্ট কর্মচারী উভয়েই যে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা দেবার সময়ে সংযম অবলম্বন করে, তা বলাই বাহুল্য। যা-ই হোক, ফ্যাসিস্ট স্ট্যাটিস্টিকস ও ফ্যাসিস্ট কর্মচারী-দত্ত বিবরণ থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ইতালিতে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা হু-হু শব্দে বেড়ে চলেছে।

১৯৩২ সালের ১৪ মে তারিখে সেনেটর রিকি ফ্যাসিস্ট সেনেটে যে-বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতার একজায়গায় বলেন, '১৯২৬ সালের সংখ্যার সঙ্গে তুলনায় বর্তমানে মেটালার্জিকাল ইন্ডাস্ট্রিতে শতকরা ৬৭ জন, সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিতে শতকরা ৩৫ এবং কাপড়ের কলগুলিতে শতকরা ৬৬ জন মাত্র শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। . . . ইতালিতে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যার খাঁটি হিশেব নেই, এটা নিন্দনীয়। বাৎসরিক স্ট্যাটিস্টিকস থেকে আমি সংগ্রহ করেছি যে ২৯ লক্ষ ৬ হাজার শ্রমিক ইন্ডাস্ট্রি-গুলিতে কাজ করে এবং ৩ লক্ষ ৭ হাজার লোক ব্যবসায় নিযুক্ত, অর্থাৎ কীনা

৩২ লক্ষ ১৩ হাজার লোক ইন্ডাস্ট্রি ও ব্যবসায় নিযুক্ত। যদি আমরা এখন কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকদের সংখ্যা বাদ দিই, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে ইতালিতে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২৮, অর্থাৎ কীনা জার্মানির বেকার শ্রমিক-দের সংখ্যার প্রায় সমান-সমান এবং ইংল্যান্ডের বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি।'

এ তো হল বেকার শ্রমিকদের অবস্থা। যে-সব শ্রমিক কলের কাজে নিযুক্ত, তাদের অবস্থাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখা যাক। ১৯২৭ সালে থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ইতালীয় শ্রমিকদের মাইনে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ পর্যন্ত হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নসের সেক্রেটারি সিনি-ওর বিয়াগি ১৯৩২ সালের ২৬ মার্চ তারিখে *করিয়েরে দেল্লা সেরা* (*Corriere della Sera*) দৈনিক পত্রিকায় এই মত ব্যক্ত করেন, 'বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে জুন ১৯২৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন শতকরা কুড়ি হিশেবে কমে গেছে। ১৯২৯ সালে শ্রমিকদের বেতন আরও শতকরা দশ হিশেবে কমে যায়। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে বেতন আরও শতকরা ১৮ হিশেবে হ্রাস পায়। কতকগুলি বিশিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিতে বেতন এমনকী শতকরা ২৫ পর্যন্ত কমে যায়। তা ছাড়া আমাদের এই সত্য এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় যে, ১৯৩১ সালে বেতন সম্বন্ধে ঐ রকম আরও অনেক নতুন বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের আমলে শ্রমিকদের অবস্থার কী চমৎকার উন্নতিসাধন হয়েছে, তা উচ্চপদস্থ ফ্যাসিস্ট কর্মচারীর উক্তি থেকেই পরিস্ফুট হচ্ছে। অবিশ্যি এই বেতন-হ্রাসের সঙ্গে-সঙ্গে যদি শ্রমিকদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় বস্তুর মূল্য একই অনুপাতে হ্রাস পেত, তা হলে অবিশ্যি বেতন হ্রাস করে দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। ফ্যাসিস্ট স্ট্যাটিস্টিকস থেকে আমরা জানতে পাই যে, ১৯২৭ সালের জুন মাসে আবশ্যকীয় বস্তুর মূল্য যদি ১০০ লিরা ধরে নেওয়া যায়, তা হলে তার সঙ্গে তুলনায় ১৯৩১ সালের জুন মাসে সেই একই বস্তুসমূহের মূল্য ৮৩ লিরা ধার্য হয়। এর থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, এমনকী ফ্যাসিস্ট স্ট্যাটিস্টিকস হিশেবেও শ্রমিকদের মাইনে যখন ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শতকরা ৩০ থেকে শতকরা ৫০ কমে গেছে, তখন সেই একই সময়ে শ্রমিকদের জীবনধারণের আবশ্যকীয় বস্তুর মূল্য মাত্র শতকরা ১৭ হিশেবে কমেছে।

গণসাধারণের অবস্থার উন্নতি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে কী অপূর্ব উপায়ে সাধিত হচ্ছে, তার চমৎকার নিদর্শন আমরা ফ্যাসিস্ট স্ট্যাটিস্টিকস থেকে গৃহীত উপরি উক্ত অঙ্কগুলি থেকে পাচ্ছি।

যে-সব গরিব চাষি জমিজমা সব খুইয়ে অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে, ফ্যাসিজমের আমলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিম্বা অবনতি

ঘটেছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। এই ক্ষেতমজুরদের (যে-গরিব চাষি তার জমিজমা খুইয়ে অন্যের জমিতে মজুরি করে খায় তাকে আমরা ক্ষেতমজুর বলব) মাইনে ১৯২৬ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় একটানা কমে গেছে। লিরার পরিবর্তিত মূল্যের অনুপাতে মাইনে নির্ধারিত করবার অছিলা করে জমির মালিকেরা ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের অনুমতিতে ১৯২৭ সালের মে মাসে ক্ষেতমজুরদের মাইনে শতকরা দশ হিশেবে কমিয়ে দেয়। সেই বছরেই অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট নতুন হুকুম জারি করে ক্ষেতমজুরদের মাইনে পুনর্বার শতকরা ১০ থেকে ২০ হিশেবে হ্রাস করে। ১৯৩০-এ ইকনমিক ক্রাইসিসের সুযোগ নিয়ে ক্ষেতমজুরদের মাইনে আবার শতকরা ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সালের শেষ পর্যন্ত ক্ষেতমজুরদের মাইনে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ পর্যন্ত হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে। ধানক্ষেতে যে-সব ক্ষেতমজুর কাজ করে, তাদের মজুরি ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত প্রায় শতকরা ৫০ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৩২ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের *লাভোরো ফাসিস্তা* নামক কাগজে এই নিম্নলিখিত নোটিশটি ছাপা হয়।

'যদিও ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট চাল-কেন্দ্রগুলির পত্তন করে চালের দাম নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছে ও সেই উপায়ে চালের বাজারের উন্নতিসাধন করেছে, ক্ষেতমজুরদের অবস্থার কিন্তু কোনই উন্নতিসাধন করা হল না। ১৯৩১ সালে শ্রমিকদের মাইনে যা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, ১৯৩২ সালে তা একই থাকল।'

ক্ষেতে যারা কাজ করে সেই সব নারীর মাইনে পুরুষ-ক্ষেতমজুরদের মাইনের অর্ধেক। নারীদের এই অসম্ভব কম মজুরি আবার শতকরা ১৮ হিশেবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩১ সালে জানুয়ারি মাসে মিলানোর মজুরদের বেতনের চুক্তির খশড়া দেখলে আমরা পুরুষ ও নারী-মজুরদের বেতনের একটা তুলনামূলক ধারণা করতে পারব।

১৯ থেকে ৬৫ বছর বয়স্ক পুরুষ— দৈনিক বেতন ১২ লিরা ৮০ চেন্তিসিমো
১৬ থেকে ১৯ বছর বয়স্ক পুরুষ— দৈনিক বেতন ১৩ লিরা ৮০ চেন্তিসিমো
১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স্ক পুরুষ— দৈনিক বেতন ৮ লিরা ৮০ চেন্তিসিমো

১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স্কা নারী— দৈনিক বেতন ৬ লিরা
১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স্কা নারী— দৈনিক বেতন ৫ লিরা ২০ চেন্তিসিমো
১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স্কা নারী— দৈনিক বেতন ৪ লিরা ৪০ চেন্তিসিমো

আইনত ক্ষেতমজুরদের যে-বেতন প্রাপ্য তা-ও তারা পায় না। ১৯৩১ সালের ২০ নভেম্বর *লাভোরো ফাসিস্তা* লেখে, 'বেশির ভাগ মালিক চুক্তি-নির্ধারিত বেতন

দেয় না। আইন-নির্ধারিত বেতন যে-স্থলে ঘণ্টায় ১ লিরা ৪০ চেন্তিসিমো, জমির মালিক ক্ষেতমজুরকে তখন ঘণ্টায় ১ লিরা ২০ চেন্তিসিমো অনুপাতে বেতন দেয়।' *লাভোরো ফাসিস্তা*-র মতে আপুলিন প্রদেশে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে বেতনের চুক্তিগুলির একটিরও অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়নি।

ক্ষেতমজুরদের মাইনের চুক্তিগুলি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে আলাদা। একই কাজের জন্যে দুই বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষেতমজুরদের মাইনের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে, স্থানে-স্থানে এই পার্থক্য এমনকী শতকরা ৩৩ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে ক্ষেতমজুরদের মাইনে দরকার হলে কমিয়ে দেবার জন্যে চাপ দেবার উদ্দেশ্যেই বেতনের তারতম্য রাখা হয়েছে। বস্তুত ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট করেও থাকে তা-ই। ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে জমির মালিকদের বেতন প্রভৃতির চুক্তির নির্ধারণে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট জমির মালিকদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে। এই খশড়াতে মজুরদের মাইনে কমিয়ে দেওয়ার নানা সুযোগ জমির মালিকদের দেওয়া হয়েছে। চুক্তির এই খশড়াতে ক্ষেতমজুরের কাজ নানা বিভাগে বিভক্ত করে সেই বিভিন্ন কাজ অনুসারে মজুরদের মাইনে কম কিম্বা বেশি নির্ধারিত করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জমির মালিকেরা তাই তাদের সুবিধেমতো ক্ষেতমজুরদের নাম কাজের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে রেজিস্ট্রি করিয়ে তাদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে থাকে। ১৯৩১ সালের মিলানোর চুক্তি অনুসারে, 'যে-কাজের জন্যে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই কাজের পক্ষে নিজেকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করেছে এমন ক্ষেতমজুরকে ক্ষেতের কাজের অন্য বিভাগে নিযুক্ত করা যেতে পারে। কাজের এই পরিবর্তন অনুসারে মাইনেরও অবিশ্যি পরিবর্তন সাধন করা হবে।'

এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে মজুরদের স্থানান্তরিত করে তাদের মাইনে কমিয়ে দেওয়ার এমন সুযোগ যখন জমির মালিকদের হাতে রয়েছে ও মজুরদের অনুপযুক্ততার বিচারক যখন সেই জমির মালিকেরাই, তখন এই কাজির বিচারের ফলে মজুরদের যে কী অবস্থা ঘটেছে, তা সহজেই অনুমেয়। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময়ও এই চুক্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই। এই চুক্তি অনুসারে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ক্ষেতমজুরদের দৈনিক কাজের সময় হচ্ছে ৬ ঘণ্টা। মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে কাজের সময় হচ্ছে দৈনিক ৮ ঘণ্টা, অগস্ট মাসে দৈনিক ৯ ঘণ্টা ও মে-জুন মাসে দৈনিক ১০ ঘণ্টা। দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলেও মজুরদের তার জন্যে কোন উপরি দেওয়া হয় না। ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের আইন অনুসারে ক্ষেতের মালিক তার ক্ষেতের প্রয়োজন অনুসারে মজুরদের কাজের সময় কমাতে-বাড়াতে পারে। ফসলের সময়ে ক্ষেতের মালিক ক্ষেতমজুরদের দিন-রাত ক্ষেতে হাজির থাকতে বাধ্য করে। তার জন্যেও অবশ্যি মজুরদের কোন উপরি দেওয়া হয় না।

ক্ষেতমজুরদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট জমির মালিকদের সঙ্গে একজোট হয়ে মজুরদের বেতনের এক অংশ টাকায় না-দিয়ে ফসল দিয়ে চুকিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছে। ফ্যাসিস্টদের মতে, এই উপায়ে চাষিদের জমির সঙ্গে যোগ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকবে। আসলে কিন্তু এর ফলে মজুরদের দুর্দশার সীমা নেই।

ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে জমির ফসল ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে জমির মালিকেরা একটা নতুন ধরনের চুক্তি করেছে। এই অনুসারে ভেড়া, গরু, মুরগি, হাঁস প্রভৃতি ক্ষেতের অন্তর্গত সমস্ত পশুপক্ষী একমাত্র জমির মালিকের সম্পত্তি থাকবে। ক্ষেতমজুর ফসলের শতকরা ৩৩ ভাগ পাবে। মজুরদের বীজ প্রভৃতি কেনার খরচের ও অন্যান্য খরচের ভাগ নিতে হবে। নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে জমির মালিকের হাতে থাকবে। এই চমৎকার নতুন চুক্তির উদ্দেশ্যও ফ্যাসিস্টদের মতে সেই একই— চাষিদের জমির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া। এই কবিত্বপূর্ণ চুক্তির সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে এই যে, ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট এই চুক্তির শিকল পরিয়ে ক্ষেতমজুরদের জমির মালিকদের দাসত্ব করতে বাধ্য করছে।

ফ্যাসিজম ও দক্ষিণ তিরোল

১৯১৪ সালের ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ তিরোল অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ছিল। যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটলে ইতালি দক্ষিণ তিরোল অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দখল করে বসে। এই ঘটনার মাত্র দু-তিন বছর পরে ১৯২২ সালে মুসোলিনি ইতালিতে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের পত্তন করে। দক্ষিণ তিরোলের জার্মান অধিবাসীদের ইতালিয়ান করে তোলবার জন্যে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট যে-প্রোগ্রাম নির্ধারিত করে, ১৯২৩ সালের জুন মাসে সেই প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হয়।

সেই প্রোগ্রামে মূল শর্তগুলি হচ্ছে—

১. প্রত্যেক জার্মান মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারির পদে একজন ইতালিয়ান নিযুক্ত হবে।

২. জার্মান ও অস্ট্রিয়ানদের দক্ষিণ তিরোলে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ যত দূর সম্ভব কঠিন করা হবে। জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা তিন মাসের বেশি দক্ষিণ তিরোলে বাস করতে পারবে না।

৩. দক্ষিণ তিরোলে রাষ্ট্রের সমস্ত অফিসে কেবল ইতালীয় ভাষা ব্যবহৃত হবে।

৪. যে-সব জার্মান কর্মচারী ব্রেনার শহরের সীমার বাইরের কোন জায়গার অধিবাসী, তাদের পদচ্যুত করা হবে এবং দক্ষিণ তিরোলের অধিবাসী জার্মান কর্মচারীদের ইতালির অন্য প্রদেশে বদলি করে দেওয়া হবে।

৫. 'স্যুড টিরোল' (দক্ষিণ তিরোল) ও 'ডয়েচ স্যুড টিরোল' (জার্মান দক্ষিণ তিরোল)— এই দুটি শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে।

৬. শহরগুলির পুরাতন জার্মান নাম বদল করে তাদের জায়গায় ইতালীয় নাম দেওয়া হবে।

৭. রাস্তার জার্মান নামগুলি পরিবর্তিত করে ইতালীয় নাম রাখতে হবে।

৮. দক্ষিণ তিরোলে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমস্ত জার্মান পুলিশকে পদচ্যুত করতে হবে।

৯. দল-কে-দল ইতালিয়ানদের দক্ষিণ তিরোলে পাঠিয়ে তাদের সেখানে জমি দখল করে বসবাস করবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

১০. ইতালিয়ান ভাষাকে চলতি করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

১১. বহুসংখ্যক ইতালিয়ান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও জার্মান বিদ্যালয়গুলিকে গভর্মেন্টের অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে হবে।

১২. বিচারালয়ে একমাত্র ইতালিয়ান ভাষা ব্যবহৃত হবে।

১৩. জার্মান প্রদেশকে ইতালিয়ান করে তোলবার জন্যে নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ করা হবে।

১৪. দক্ষিণ তিরোলে বহুসংখ্যক ইতালীয় সৈন্য মজুত থাকবে।

ইতালিয়ান সেনেটের সদস্য তলমেই-কে মুসোলিনি দক্ষিণ তিরোলকে যত শীঘ্র সম্ভব ইতালির করে তোলবার জন্যে যে-কমিটি গঠিত হয়, তার নায়ক নির্বাচন করে। ১৯২৮ সালের সেন্সাস থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ তিরোলের অধিবাসীদের মোট সংখ্যা দু-লক্ষ তিপান্ন হাজার। এই দু-লক্ষ তিপান্ন হাজার অধিবাসীর মধ্যে দু-লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো অধিবাসী হচ্ছে জার্মান এবং বাদবাকি সাতচল্লিশ হাজার সাতশো হচ্ছে ইতালিয়ান। এই জার্মানদের জোর-জবরদস্তি করে ইতালিয়ান করে তোলবার জন্যে ১৯২৩ সাল থেকে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট এদের উপর নানা রকমের অত্যাচার শুরু করেছে। দক্ষিণ তিরোলে যে-সব জার্মান সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, একটি বাদে সেই সমস্ত পত্রিকাকে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে। জার্মান অধিবাসীদের মধ্যে ফ্যাসিজমের প্রচার-উদ্দেশ্যেই একটিমাত্র জার্মান সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

১৯২৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি ফরাসি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মুসোলিনি বলে, 'দক্ষিণ তিরোলের পোস্ট অফিসগুলির ও রেলওয়ের সমস্ত কর্মচারী হচ্ছে ইতালিয়ান। আমরা শীঘ্র সেখানে বহুসংখ্যক ইতালিয়ান পরিবারকে বসবাস করবার জন্যে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি। দক্ষিণ তিরোলের জমির উন্নতিসাধন করবার কাজে সাহায্য করবার জন্যে আমরা অতীতে যারা পল্টনে কাজ করেছে, এমন এক হাজার সৈনিককে তাদের পরিবার-সহ দক্ষিণ তিরোলে পাঠাচ্ছি। মেরান শহরে নাইট্রোজেন ইন্ডাস্ট্রির অস্তিত্ব থাকায় আমরা সেখানে চারশো ইতালিয়ান পরিবারকে কায়েমি বসবাস করবার জন্যে পাঠিয়েছি এবং মেরান শহরের কাছে জিঙ্কের (zinc) খনিগুলিতে কাজ করবার জন্যে আমরা আরও কয়েকশো ইতালিয়ান পরিবারের সেখানে বসবাসের বন্দোবস্ত করেছি। এই উপায়ে আমরা দক্ষিণ তিরোলকে ইতালিয়ান করে তুলব।'

যে-সব ভূতপূর্ব সৈনিককে তাদের পরিবার-সহ দক্ষিণ তিরোলে বসবাস করবার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাদের ভালো জমি দেবার জন্যে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট বহু সংখ্যক জার্মান কৃষক-পরিবারের জমি জোর করে দখল করে সেই জমি এই সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করেছে। এই উপায়ে শত-শত জার্মান কৃষক-পরিবার তাদের

জীবনধারণের একমাত্র সম্বল তাদের জমি হারিয়ে পথে দাঁড়িয়েছে। 'ইতালিয়ান সভ্যতা' ও ইতালিয়ান ভাষাকে যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণ তিরোলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেবার জন্যে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট যে-প্রণালী অবলম্বন করেছে, তা তাদের অবলম্বিত অন্য প্রণালীগুলির মতোই জঘন্য বর্বরতার পরিচায়ক। দক্ষিণ তিরোলে দু-লক্ষেরও অধিক জার্মানের বাস। সাতচল্লিশ হাজার সাতশো ইতালিয়ানের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে সৈনিক, পুলিশ ও কর্মচারীর দল। তবু অতি অল্প সংখ্যক ইতালিয়ান শিশুর শিক্ষার জন্যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ তিরোলে ৭৬০-টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়, আর হাজার-হাজার জার্মান শিশুর জন্যে মাত্র ৩০-টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট জার্মান ভাষায় শিক্ষা দেবার অনুমতি দিয়েছে। জার্মান বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়ে রেখে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট হাজার-হাজার জার্মান শিশু ও বালক-বালিকাদের ইতালিয়ান বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতে বাধ্য করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই উপায়ে তাদের ইতালিয়ান করে তোলা।

আইনত, তিরোলের জার্মান অধিবাসীদের, তাদের শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্যে নিজেদের অর্থে বিদ্যালয় স্থাপনে কোন বাধা নেই বটে, কিন্তু যখনই জার্মান অধিবাসীরা নিজেদের অর্থে তাদের শিশুদের জন্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে, তখনই ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট সেই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ত্রেন্ৎ বিভাগের শাসনকর্তা বোৎসেন, মেরান, ব্রিক্সেন প্রভৃতি স্থানে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের এই গোপনীয় আদেশ দেয়— 'অধুনা বোৎসেন ও সালুরন্ ডিস্ট্রিক্টের বহু স্থানে যে-সব গুপ্ত জার্মান বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে দক্ষিণ তিরোলে একটি অনুষ্ঠান আছে, যার কাজ হচ্ছে গুপ্ত জার্মান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকরণ ও সেই বিদ্যালয়ের জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক জায়গায় এই অনুষ্ঠানের বিশ্বস্ত লোক আছে। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ভাবে দমন করবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সেই কারণবশত এই অনুষ্ঠানের প্রবর্তকদের ও কর্মীদের যেমন করে হোক খুঁজে বের করবার জন্যে আমি আপনাদের বিশেষ করে অনুরোধ করছি। কড়া নজর রাখবার জন্যে আদেশ দেবেন। এই ধরনের প্রাইভেট বিদ্যালয়ের সন্ধান পাওয়া মাত্র তাকে বন্ধ করে দেবেন। অধিকন্তু, বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেবার সমস্ত সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে বিদ্যালয়ের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্যে কোর্টে হাজির করবেন।

'যারা এই সব প্রাইভেট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে তারা যদি বিদেশি হয়, তা হলে তাদের তৎক্ষণাৎ রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে। যদি তারা ইতালিয়ান হয়, তা হলে জোর করে তারা যে-ডিস্ট্রিক্টের লোক সেই ডিস্ট্রিক্টে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উপরন্তু তাদের উপর কড়া পুলিশের নজর রাখা হবে। এই কার্য সমাধান করতে আপনারা যদি স্বেচ্ছা-সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চান, তা হলে আপনারা অনুরোধ

করলে স্বেচ্ছা-সৈন্যবাহিনীর নায়কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সৈন্যবাহিনী আপনাদের কাজের জন্যে দেওয়া হবে।'

এই গুপ্ত সার্কুলার জারি হবার পর গুপ্ত ভাবে জার্মান বালক-বালিকাদের জার্মান ভাষা শিক্ষা দেবার অপরাধে বহু সংখ্যক জার্মান কারারুদ্ধ হয়েছে। বিদ্যালয়ে জার্মান বালক-বালিকাদের জেরা করে তারা বাড়িতে জার্মান পড়ে কি না, তা বের করবার চেষ্টা করা হয়।

এই ধরনের নানা অত্যাচারের নিত্যনূতন ফন্দি বের করে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট দক্ষিণ তিরোলে ইতালীয় সভ্যতা ছড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

ফ্যাসিজম ও ফিউচারিজম

ইতালিয়ান ফিউচারিস্টদের সম্বন্ধে দুটি কথা না-বললে ফ্যাসিজমের সম্বন্ধে বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতালিয়ান ফিউচারিস্টদের নেতা মুসোলিনির অন্তরঙ্গ বন্ধু মারিনেত্তির সঙ্গে রোমে আমার আলাপ হয়। মারিনেত্তি তাঁর লিখিত কয়েকখানি বই আমাকে উপহার দেন। সেই বইগুলির মধ্যে একটি বইয়ের নাম হচ্ছে, *ফিউচারিজম ও ফ্যাসিজম*। এই বইটিতে মারিনেত্তি ফিউচারিজমের উৎপত্তি, ফিউচারিজমের পলিটিকাল প্রোগ্রাম, ফিউচারিজমের সঙ্গে ফ্যাসিজমের সম্বন্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। সেই বইয়ের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে আমি ইতালিয়ান ফিউচারিজমের আসল মূর্তিটি দেখাতে চেষ্টা করব।

১৯০০ সালের সূত্রপাত থেকে ইতালীয় ক্যাপিটালিস্টের দল উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের সংকীর্ণতার দরুন তাদের যে-অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছিল, সেই অসুবিধেকে যে-কোন প্রকারে দূর করবার জন্যে আন্দোলন শুরু করে। ইতালীয় ইন্ডাস্ট্রিগুলির পক্ষে জার্মান ও ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইয়োরোপের বাজার জেতা অসম্ভব ছিল। অগত্যা ইতালীয় বুর্জোয়াদের হাতে বাজার বাড়াবার মাত্র দুটি উপায় ছিল, এক হচ্ছে অস্ট্রিয়া ইতালির যে-অংশগুলি দখল করে ছিল সেইগুলি ফিরে পাবার চেষ্টা করা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে কোন মতে এশিয়াতে হোক আর আফ্রিকাতেই হোক, কিছু জায়গা অধিকার করে বসা। এই দুই চেষ্টাই এই বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে ইতালীয় বুর্জোয়ারা করে আসছে। এই চেষ্টা করতে গেলে রোম সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব ও বর্তমান ইতালির দুরবস্থার কথা খুব প্রাণস্পর্শী করে লোকেদের বলা ছাড়া তো আর অন্য উপায় নেই। তাই নিজেদের ব্যবসার সুবিধের জন্যে বাজার বাড়াবার চেষ্টায় এই সময় থেকে ইতালীয় ক্যাপিটালিস্টরা খুব কষে ন্যাশানালিজমের মদ সকলকে খাওয়াতে শুরু করে।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদল লেখক, চিত্রকর ও সংবাদপত্রের সম্পাদক মিলে ফিউচারিস্ট দলের সূত্রপাত করে। দলের নেতা মারিনেত্তি *ফিউচারিস্টদের ম্যানিফেস্টো* নামে যে-ইস্তাহার বের করেন, তাতে ফিউচারিস্টদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কথাগুলি আছে, 'আমরা ফিউচারিস্টরা যুদ্ধের স্তব করতে চাই।

যুদ্ধই হচ্ছে এই পৃথিবীর একমাত্র স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তি। আমরা মিলিটারিজম ও প্যাট্রিওটিজমের জয়গান করব।'

সমস্ত ম্যানিফেস্টোটির কেন্দ্রের কথা হচ্ছে, ইতালিকে মিলিটারিস্টিক করে তোলা। ইতালির বুর্জোয়াকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এবং আফ্রিকার অথবা এশিয়ার কিছু দেশ অধিকার করতে হবে। তার জন্যে গণসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি না-জাগিয়ে তুললে চলবে কী করে? তাই একদল বুর্জোয়া লেখক, সম্পাদক মিলে ইতালিকে নবজীবন দান করবার আন্দোলনের নাম করে যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা করতে শুরু করল।

যুদ্ধ করবার মহৎ সংকল্প ইতালীয় বুর্জোয়াদের মনে যত সহজে গজিয়ে উঠেছিল, যুদ্ধ শুরু করাটা ঠিক তত সহজ ছিল না। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেটা নির্ধারিত করাও তো তত সহজ নয়। ইতালির দুর্বল ক্ষীণশক্তি বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের প্রবল পরাক্রান্ত বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির মধ্যে যে-কোন একটির সঙ্গে কলোনি দখল করবার জন্যে যুদ্ধ করা যে সম্পূর্ণ বাতুলতা হবে, তা ইতালির বুর্জোয়াদের ভালো করেই জানা ছিল। এমনকী অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে শুধু আপন জোরে অস্ট্রিয়া-অধিকৃত ইতালির অংশগুলি কেড়ে নেওয়ার মতো সামর্থ্যও ইতালির বুর্জোয়া শ্রেণীর ছিল না। ইতালীয় বুর্জোয়ারা যখন তাদের এই অত্যন্ত করুণ অবস্থায় কী করে কিছু দেশ দখল করবে, তা ভেবেই কিনারা করতে পারছিল না— এমন সময়ে তাদের চোখ পড়ে গেল তুর্কি-অধিকৃত আফ্রিকার ত্রিপোলি নামক অংশটির উপর। কোন রকম ভণিতা না-করেই ইতালীয় বুর্জোয়ারা ১৯১১ সালে ত্রিপোলি আক্রমণ করে বসল। তুর্কি চার দিক থেকে অন্য বলকান শক্তিগুলির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাধ্য হল ত্রিপোলি ইতালীয় বুর্জোয়াদের হাতে সমর্পণ করতে। ইতালীয় বুর্জোয়াদের কলোনি জয় করবার আকাঙ্ক্ষা ত্রিপোলি জয় করে কিছু পরিমাণে তৃপ্ত হল।

এই ত্রিপোলির যুদ্ধের সময়ে ফিউচারিস্টদের নেতা মারিনেত্তি *ইতালিয়ান ত্রিপোলির উদ্দেশে ম্যানিফেস্টো* নামক যে-ইস্তাহার জারি করেন, তাতে লেখেন, 'দ্বীপবেষ্টিত ইতালি আমাদের চক্ষে একটি টর্পেডো-বেষ্টিত সুন্দর 'ড্রেডনট' রণতরীর শক্তিশালী রূপ নিয়েছে। সমস্ত দেশ যুদ্ধের অভিলাষে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে যে আমাদের ছোঁয়ায়, সেটা জেনে আমরা গর্বিত। আমরা ইতালিয়ান গভর্মেন্টকে প্রণোদিত করব সমস্ত জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তুলতে। আমাদের যারা দস্যুবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত করছে, তাদের অভিযোগ অবজ্ঞা করে আমরা বৃহত্তর ইতালির জন্মের ঘোষণা করছি।

'ইতালির ফিউচারিস্ট কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞের দল! এই যুদ্ধের শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমরা কবিতা, তুলি, রঙ ও বাদ্যযন্ত্র বর্জন করব। শার্পনেলের ধ্বনির

চেয়ে প্রশংসা করবার মতো প্রবলতর বাদ্যধ্বনি নেই এবং আমাদের গোলন্দাজরা শত্রুদের মধ্যে বিনাশের যে-ছবি আঁকছে, তার চেয়ে ভালো ভাস্কর্যের বিষয় আর কিছুই নেই।'

মারিনেত্তির এই অত্যন্ত স্পষ্ট বীভৎস উক্তির অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে তার সম্বন্ধে আলোচনা করবার কোনই প্রয়োজন দেখছিনে।

১৯১৩ সালে ফিউচারিস্ট দল তাদের দলের পলিটিকাল প্রোগ্রাম বের করে। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী—

১. ইতালীয় পলিটিকস যুদ্ধপ্রয়াসী হবে। ইতালীয় পলিটিকসের উদ্দেশ্য হবে উপনিবেশ জয় করে ইতালির সীমা বিস্তার করা।

২. ইতালির পলিটিকসের উদ্দেশ্য হবে বৃহৎ রণতরী-বহর নির্মাণ করা, বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করা এবং ইতালির গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্যে সর্বদা যুদ্ধ কামনা করা।

৩. যাতে ন্যাশানালিজমের ভাব শ্রমিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, সেই রকম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

৪. বৃহত্তর ইতালি (Pan-Italianism) আন্দোলন চালানো হবে। ইতালি সকল দেশের আগে— এই মত প্রচার করতে হবে।

৫. ইতালীয় পলিটিকসের উদ্দেশ্য হবে সোশ্যালিজমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা করা।

ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির ক্যাপিটালিস্টরা কলোনিয়াল সাম্রাজ্য বিস্তার করে তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রের সীমার বিস্তৃতি সাধন করেছিল। ইতালির বুর্জোয়া শ্রেণী অনেক পরে জন্মলাভ করে যখন ধীরে-ধীরে মাথা তুলে উঠল, তখন যে-দিকে তাকায় সেই দিকেই দেখে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এশিয়া, আফ্রিকার সমস্ত দেশগুলি— ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড প্রভৃতি ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলি অনেক দিন থেকে অধিকার করে বসেছে। অথচ কলোনিয়াল সাম্রাজ্য না স্থাপন করতে পারলে শুধু ছোট্ট ইতালিতে ব্যবসা করে তৃপ্ত থাকবে, এত ছোট মন তো ইতালির ক্যাপিটালিস্টদের নয়! তাই যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধই হচ্ছে একমাত্র স্বাস্থ্যদায়িনী (ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষে) শক্তি। রণতরী-বহর বাড়াতে হবে, বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হবে, 'বৃহত্তর ইতালি' আন্দোলন কষে চালাতে হবে। এই ইম্পিরিয়ালিস্ট ডাকাতির বিরুদ্ধতা করবে ইতালির সোশ্যালিস্ট আন্দোলন— এই ভয় ইতালির বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের তখনও ছিল দেখা যাচ্ছে। এক বছর পরে মহাযুদ্ধের সময়ে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশানালের সোশ্যালিস্ট নেতারা যে-অপূর্ব সোশ্যালিজমের নিদর্শন দিয়েছিল, যুদ্ধের এক বছর আগে প্রোগ্রাম ছাপাবার সময়ে ইতালির বুর্জোয়ারা যদি এই সোশ্যালিস্টদের আসল রূপটি জানত, তা হলে এই সোশ্যালিস্টদের সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ করবার কথা তারা ভুলেও মুখ থেকে উচ্চারণ করত না।

শ্রমিকদের মধ্যে ন্যাশনালিজমের ভাব যাতে বৃদ্ধি পায়, সেই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করবার দরকার যে অত্যন্ত বেশি সে-সম্বন্ধে প্রত্যেক দেশের ক্যাপিটালিস্টরা অত্যন্ত সজাগ। ইতালির ক্যাপিটালিস্টদের বেলায় যে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে তা ভাববার কোন কারণ নেই। শ্রমিকদের মনে যতক্ষণ আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংঘাতের আইডিয়া জাগ্রত থাকবে, ততক্ষণ তারা সর্বপ্রকারে বাধা দিতে চেষ্টা করবে কলোনিয়াল ডাকাতি ও ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের। যাতে সে-বাধা না-ঘটে, তার জন্যে শ্রমিকদের কবে ন্যাশনালিজমের মদ খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফিউচারিস্টদের এই পলিটিকাল প্রোগ্রামের প্রত্যেক শর্তের উদ্দেশ্য বিচার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই ফিউচারিস্টরা ক্যাপিটালিস্ট ডাকাতদের দলভুক্ত লোক ও তাদের মুখপাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধ বেধে গেল। ইতালীয় বুর্জোয়াদের মনস্কাম পূর্ণ হবার সুযোগ এত দিনে দেখা দিল। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একা যুদ্ধ করবার সাহস ও সামর্থ্য ইতালির বুর্জোয়াদের ছিল না। এখন তারা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার-শাসিত রাশিয়ার সাহায্য পেয়ে উল্লসিত হয়ে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে কিছু দেশ ছিনিয়ে নিয়ে ইতালির সাম্রাজ্য বাড়াবার জন্যে যুদ্ধে যোগদান করল। ফিউচারিস্টদের নেতা হিশেবে মারিনেত্তি, বোচ্চনি, কাররা, রুস্যালো ও পিয়াত্তি যে-সার্কুলার বের করেন, সেটা এতই উপভোগ্য যে সেটার একটা হুবহু কপি এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনে। (পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)।

যুদ্ধের কারণের এর চেয়ে গভীরতর ব্যাখ্যা কেউ কি কখনও দেখেছে? ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যবসা বাড়াবার জন্যে ইতালির আয়তন বাড়াবার ফন্দিকে মারিনেত্তি প্রভৃতি ফিউচারিস্টের দল সৃষ্টিশক্তি, প্রতিভা প্রভৃতি সমস্ত গুণের আবরণ দিয়ে ঢেকে মহাযুদ্ধের সময়ে জনসাধারণকে ঠকাবার জন্যে যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, তার চমৎকার নিদর্শন হচ্ছে এই— এক দিকে হাস্যকর, অন্য দিকে কু-অভিসন্ধিপূর্ণ সার্কুলার।

ফ্যাসিজমের সঙ্গে ফিউচারিস্টদের কী সম্বন্ধ, তার আলোচনা প্রসঙ্গে মারিনেত্তি বলেন, 'ফ্যাসিজম ফিউচারিজম ও মহাযুদ্ধে ইতালির যোগদানের ফলস্বরূপ। ফ্যাসিজম ফিউচারিজমের মতবাদের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করেছে। ফ্যাসিজমের মধ্যে সেই জাতীয়তার গর্ব, ঘোরতর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ও সেই স্বদেশপ্রেম আছে ও সর্বদা থাকবে, যেগুলির সম্বন্ধে আমরা ফিউচারিস্টরাই ইতালির জনসাধারণকে সর্বপ্রথম সচেতন করে তুলি। এই কারণে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে ফ্যাসিজমকে সমর্থন করি, যে-ফ্যাসিজম নিঃসন্দেহে ইম্পিরিয়ালিস্ট জয়লাভের গ্যারান্টি এবং হয়তো বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের কারণ হবে। আমাদের এই পুণ্য উপদ্বীপে ফ্যাসিজম পলিটিকাল কাজ করে, আদেশ করে, গণ্ডি দেয়, নিষেধ করে।'[1]

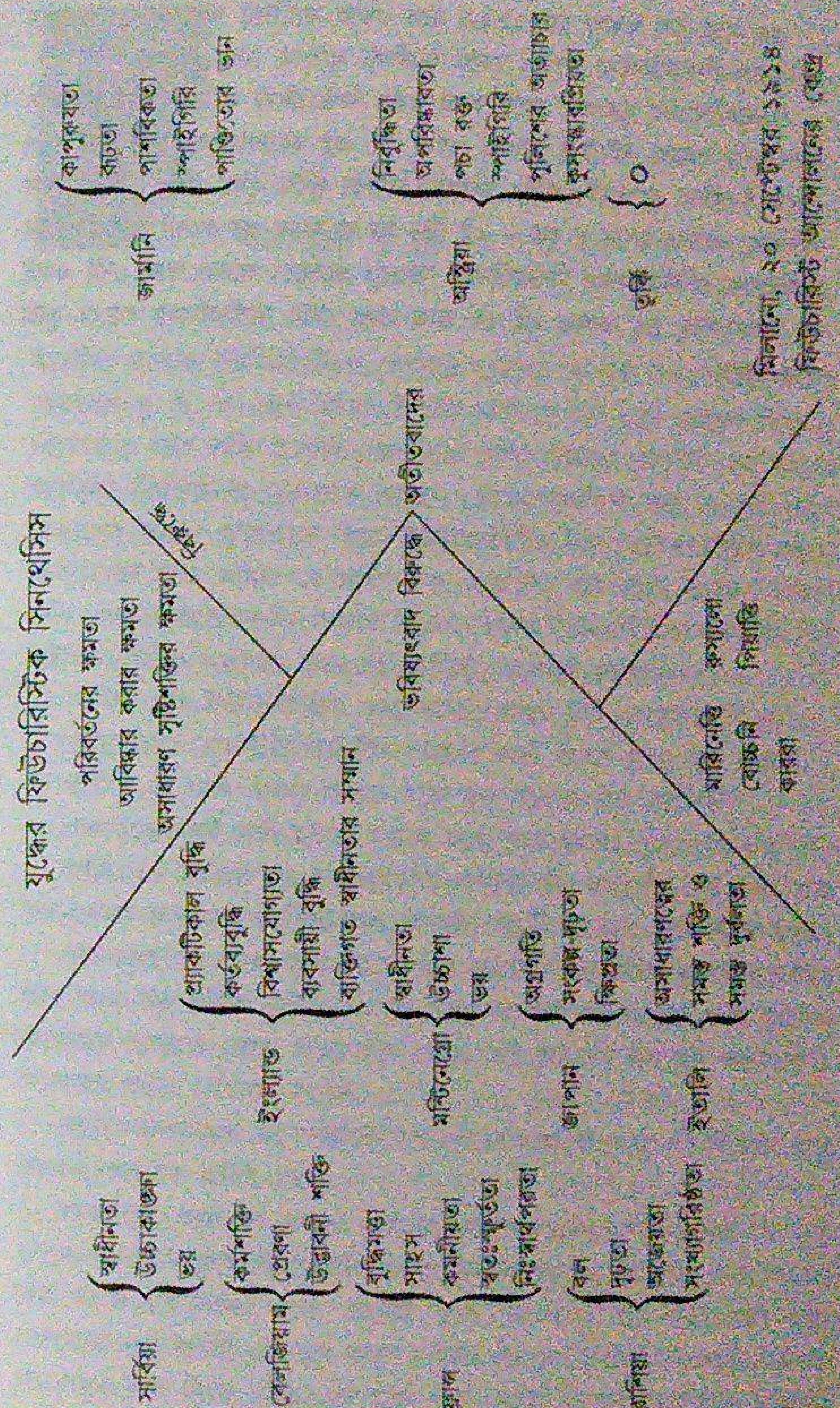

এর পরে বলা বাহুল্য যে, ১৯২২ সাল থেকে ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ফিউচারিস্টরা সম্পূর্ণ ভাবে ফ্যাসিস্ট মূর্তিতে দেখা দিয়েছে।

ফিউচারিজমের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নেড়েচেড়ে আমরা এইটে-ই দেখতে পাচ্ছি যে, এই আন্দোলনের প্রতি লোমকূপ থেকে ইতালির বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের বোটকা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। উপনিবেশ অধিকার, সাম্রাজ্য-স্থাপন ও যুদ্ধ— এই তিন মন্ত্র বৎসরের পর বৎসর ধরে ইতালির বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিস্বরূপ ফিউচারিস্টরা আওড়ে এসেছে। আজও তারা সেই একই মন্ত্র আওড়াচ্ছে, শুধু তফাত এই যে আজ তারা সেটা ফ্যাসিস্টদের কালো কুর্তা পরে করছে।

গারাগুসোর সঙ্গে আলোচনা

ইতালির প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাসিস্ট ছাত্রদের যে-সংঘ আছে, সেই সংঘকে সংক্ষেপে গ. উ. ফ (গ্রুপ্ উনিভের্সিতোরি ফাসিস্ত) বলা হয়। রোমের পিয়াৎসা নাভোনা-র ধারে ব্রাস্কি প্রাসাদে (পালাৎসো ব্রাস্কি) রোমের ফ্যাসিস্ট ছাত্র সংঘের আফিস। ক্রিস্তিয়ানো গারাগুসো হচ্ছেন রোমের ফ্যাসিস্ট ছাত্র সংঘের প্রচার বিভাগের কর্তা। গারাগুসো স্বয়ং ইউনিভার্সিটির ছাত্র, বয়েস চব্বিশ বছর। গারাগুসোর সঙ্গে আমার যে-কথোপকথন হয়েছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। আমার সঙ্গে সে-দিন সকালে ছিলেন রোমের ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নীতির অধ্যাপক, ঘোরতর ফ্যাসিস্ট, প্রফেসর বরতোলত্তো।

আমি। রোম ইউনিভার্সিটির সমগ্র ছাত্রের সংখ্যা কত, জানতে পারি কি?

গারাগুসো। রোম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মোট সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার।

আমি। এই আট হাজার ছাত্রের মধ্যে কত সংখ্যক ছাত্র ফ্যাসিস্ট?

গারাগুসো। এই আট হাজার ছাত্রের মধ্যে সাত হাজার দুশো ছাত্র ফ্যাসিস্ট।

আমি। যে-আটশো জন ছাত্র ফ্যাসিস্ট দলভুক্ত নয়, তারা কি অন্য পলিটিকাল মত পোষণ করে বলে ফ্যাসিস্ট দলে যোগদান করেনি, না অন্য কোন কারণ আছে?

গারাগুসো। তিন-চার বৎসর আগে পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব ছিল, আজ তার অস্তিত্ব নেই। আজ এই সমস্ত মতবাদই ফ্যাসিজমের প্রবল সৃষ্টিশীল মতবাদের আঘাতে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। এই আটশো ছাত্র শুধু আলস্যবশত আমাদের সংঘে যোগদান করেনি।

আমি। আপনাদের এই ফ্যাসিস্ট ছাত্র-সংঘের দ্বারা আপনারা কী-কী কাজ করে থাকেন, জানালে বাধিত হব।

গারাগুসো। আমাদের সংঘের সভ্যদের জন্যে স্পোর্টের বন্দোবস্ত করা হয়, যথা দেখুন, আগামী সপ্তাহে স্কি-স্পোর্টের জন্যে আমাদের সংঘের বহুসংখ্যক সভ্য অসম্ভব অল্প খরচে চার দিনের জন্যে পাহাড়ে যাচ্ছে। আমাদের সংঘ গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা পায় বলেই এত অল্প খরচে সংঘের সভ্যদের যাতায়াত ও থাকার সমস্ত আয়োজন করে দিতে পারে। তা ছাড়া সংঘ থেকে, সংঘের সভ্য-ভুক্ত ছাত্রদের

জন্যে বাসভবনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সংঘের সভ্যেরা সেখানে শস্তায় থাকতে পারে ও খেতে পারে। সংঘের সভ্যেরা অধিকন্তু অতি অল্প মূল্যে থিয়েটার ও সিনেমার টিকিট পায়।

আমি। যে-সব ছাত্র সংঘের সভ্য নয়, তারা কি এই সব সুবিধে ভোগ করতে পারে?

গারাগুসো। না, এ সব সুবিধে শুধু সংঘের সভ্য-ভুক্ত ছাত্ররা ভোগ করতে পারে।

আমি। তা হলে তো বলতে হবে যে এই আটশো ছাত্র যারা সংঘভুক্ত নয়, তারা নেহাতই মূর্খ। শুধু আলস্যবশত তারা নিজেদের এত রকমের সুবিধে ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করছে, এটা কেমন যেন একটু অযৌক্তিক বলে মনে হয় না কি?

গারাগুসো। (*বিচলিত ভাবে*) শুধু তাদের আলস্যই তাদের এই সুবিধে ভোগ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে পলিটিকাল মতবাদের বিভিন্নতা ছাত্রদের মধ্যে নেই।

আমি। ইতালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা, জানলে খুশি হব।

গারাগুসো। ইতালির ভবিষ্যৎ হচ্ছে ন্যাশনালিজম ও ধর্মের বিস্তারের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ প্রচার করা।

আমি। আপনি, ইতালীয় ন্যাশনলিজমের সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কী, সেটা আরও একটু খুলে বললে বাধিত হব।

গারাগুসো। আমাদের ন্যাশালিজম হচ্ছে একটা মিস্টিক আইডিয়া। ওটা অনুভব করবার জিনিশ, ওটা বর্ণনা করা খুবই শক্ত। আমাদের ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিজম হচ্ছে মিস্টিক ন্যাশানালিজম। এই মিস্টিক ন্যাশানালিজমের প্রচারের জন্যেই মিলানোতে 'মিস্টিক ফ্যাসিস্ট সংঘ' নামে এক অনুষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছে। মুসোলিনির ভাই আর্নাল্‌দো মুসোলিনি এই মিস্টিক ফ্যাসিস্ট সংঘে যে-বক্তৃতা দেন, সেটা আপনাকে এক খণ্ড দিচ্ছি, সেটা পড়লে ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিজমের মিস্টিক আদর্শ সম্বন্ধে আপনার ধারণা পরিষ্কার হবে।

আমি। মিস্টিসিজমের ধারণার সাধারণ মানে তো হচ্ছে এই যে, বিচারবুদ্ধির সাহায্য না-নিয়ে ভগবানের সঙ্গে সোজাসুজি যোগ স্থাপনা করা। খ্রিস্টান মিস্টিকরা খ্রিস্টের সঙ্গে এই সোজাসুজি যোগস্থাপনাকে খ্রিস্টীয় মিস্টিসিজমের মূল উদ্দেশ্য বলে থাকেন। আপনাদের ফ্যাসিস্ট মিস্টিসিজমের সে-রকম কোন আদর্শ আছে কি?

গারাগুসো। মুসোলিনির উপর একান্ত নির্ভরতা, মুসোলিনির সমস্ত আদেশ অসঙ্কোচে বিচার না-করে পালন করাই হচ্ছে আমাদের ফ্যাসিস্ট মিস্টিসিজমের

আদর্শ। দুচে-র (দুচে মানে হচ্ছে নায়ক; মুসোলিনিকে ফ্যাসিস্টরা দুচে বলে থাকে) সঙ্গে আমাদের এই সোজাসুজি অনুভূতির যোগই হচ্ছে ফ্যাসিস্ট মিস্টিসিজমের উদ্দেশ্য।

আমি। আপনারা মিস্টিক ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিস্টরা ইতালির কলোনিগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী ভেবে থাকেন, তা জানতে ইচ্ছে করি।

গারাগুসো। আমরা, তরুণের দল, কলোনিয়াল সাম্রাজ্য চাই না। তা ছাড়া, ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট কলোনির অধিবাসীদের শোষণ তো করেই না, বরঞ্চ সব দিক থেকে সাহায্য করে থাকে।

আমি। রোমের ফ্যাসিস্ট ছাত্র সংঘের সাপ্তাহিক মুখপত্র কনকুইস্তে-র (জয়) দুটি সংখ্যায় আমি কলোনি সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ পড়েছি। দুটি প্রবন্ধই আপনাদের সংঘের দুই সভ্যের লেখা। সেই দুটি প্রবন্ধতেই তরুণদের উৎসাহিত করা হয়েছে কলোনিতে গিয়ে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার করে ইতালির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে। কলোনির অধিবাসীদের সাহায্য করবার কথার উল্লেখ মাত্র সেই প্রবন্ধ-দুটিতে নেই।

গারাগুসো। কলোনির অধিবাসীদের ক্ষতি করে আমরা ইতালির ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিনে। তা ছাড়া, যে-দিন কলোনির অধিবাসীরা আপনাদের দেশ শাসন করবার পক্ষে উপযুক্ত হবে, সেই দিনই আমরা তাদের হাতে তাদের দেশ শাসন করবার ভার ছেড়ে দিয়ে আসব।

আমি। বহু সংখ্যক ইতালীয় কৃষককে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট প্রতি বৎসর ত্রিপোলি প্রভৃতি কলোনিগুলিতে পাঠাচ্ছে বরাবরের মতো সেখানে বসবাস করবার জন্যে। তা ছাড়া, ইতালীয় ক্যাপিটালিস্টরা কোটি-কোটি লিরা কলোনিগুলিতে ব্যবসা ও কৃষি-অনুষ্ঠান স্থাপন করবার জন্যে ঢেলেছে। তা ছাড়া, আপনাদের ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট নুন, মদ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর একচেটিয়া অধিকার নিজের হাতে রেখে প্রভূত লাভ করছে। আপনি কি মনে করেন না যে ইতালীয় ক্যাপিটালিস্ট ও ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের লাভের অংশ যত বাড়ছে, ততই কলোনির অধিবাসীদের পকেট শূন্য হয়ে আসছে? তা ছাড়া, কলোনির অধিবাসীরা তাদের দেশ শাসন করবার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে কিম্বা হয়নি, তার বিচার করবে কে? তার বিচার তো আপনারাই করবেন। আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরেজ ইম্পিরিয়ালিস্টদের মুখ থেকে 'শাসন করতে উপযুক্ত হলেই ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেব'— এই বুলি বহুদিন থেকে শুনে আসছি কীনা, তাই এর আসল অর্থ আমাদের হাড়ে-হাড়ে জানা আছে।

গারাগুসো। আমাদের মোটেই ইম্পিরিয়ালিস্টিক উদ্দেশ্য নেই। আমাদের মিস্টিক ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিজমের বিশেষত্বই এই যে, এর কিছুমাত্র শোষণ করবার অভিলাষ

নেই। আমরা ইন্টারন্যাশনালিস্ট, কিন্তু আমাদের ইন্টারন্যাশনালিজম বলশেভিকদের ইন্টারন্যাশানালিজমের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আমি। স্বতন্ত্রতা আপনার মতে ঠিক কোথায়, সেটা একটু খুলে বলবেন কি? আপনি এতক্ষণ ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিজমের সম্বন্ধে বলছিলেন। এখন ফ্যাসিস্ট ইন্টারন্যাশানালিজম সম্বন্ধে বলছেন। এ দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শের মধ্যে আপনি কী উপায়ে সন্ধি স্থাপন করেন, সেটাও জানতে চাই।

প্রফেসর বরতোলত্তো। যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি আপনাকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করব। ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিজম রোমান ক্যাথলিসিজমের থেকে আধ্যাত্মিক ইন্টারন্যাশানালিজমের আদর্শ গ্রহণ করেছে। এটা শুধু সেই কারণে সম্ভব হয়েছে যে-হেতু ফ্যাসিস্ট ন্যাশানালিজমের বনেদ হচ্ছে মিস্টিক। বলশেভিক ইন্টারন্যাশানালিজমের সঙ্গে আমাদের ইন্টারন্যাশানালিজমের প্রভেদ হচ্ছে এই যে, বলশেভিকদের ইন্টারন্যাশানালিজম হচ্ছে ঘোরতর রূপে বস্তুতান্ত্রিক (মেটিরিয়ালিস্টিক), আর আমাদের ইন্টারন্যাশানালিজম হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও মিস্টিক।

আমি। এই কারণেই বুঝি মুসোলিনি পোপের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে সন্ধি স্থাপন করেছেন?

প্রফেসর বরতোলত্তো। আপনি ঠিকই ধরেছেন। রোমান ক্যাথলিসিজমের যে-পৃথিবীব্যাপী অনুষ্ঠান আছে, সে-অনুষ্ঠানগুলি তো ইতালির ন্যাশনাল ক্ষমতার একটি অভিব্যক্তি। সেই জন্যে রোমান ক্যাথলিসিজমের এই বিরাট ক্ষমতাকে ফ্যাসিস্ট আদর্শের সঙ্গে জুড়ে দেবার প্রয়োজন মুসোলিনি খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন। একমাত্র মুসোলিনিই এই দুটি শক্তিকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আগে ইতালিতে বিদ্যালয়ে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত না। ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্টের আমলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা এই প্রথম আধ্যাত্মিক রূপ গ্রহণ করেছে। কলোনি সম্বন্ধে আপনি এতক্ষণ গারাগুসোর কাছ থেকে ফ্যাসিস্ট তরুণদের কী মত, তা শুনেছেন। সে-সম্বন্ধে রোমের ইউনিভার্সিটির এক বৃদ্ধ প্রফেসরের কী মত, তা যদি শুনতে চান তো বলি।

আমি। আপনার মত শোনবার জন্যে আমি খুবই আগ্রহান্বিত।

প্রফেসর বরতোলত্তো। আমাদের লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার ফলে ইতালিতে স্থানের অকুলান ঘটেছে। সেই কারণে আমাদের কলোনির প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত, নিছক সামরিক প্রয়োজনের জন্যে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে কিছু জায়গা দখল করে আমাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন অতীতে ছিল, বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই জন্যে যদি ভবিষ্যতে আমরা কলোনিগুলি ছেড়ে চলে আসি, তা হলেও ভূমধ্যসাগরের তীরের কতকটা জায়গা

চিরকালই ইতালির অধিকারে রাখতে হবে ইতালিকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে।

আমি। (*গারাগুসোকে*) প্রফেসর বরতোলত্তো যা বললেন, তার সঙ্গে কি আপনি একমত?

গারাগুসো। আমি প্রফেসরের মতের সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করি।

আমি। অশেষ ধন্যবাদ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলুম।

গিস্‌লান্‌জোৎনির সঙ্গে কথাবার্তা

কমার্সের ডাক্তার পদবিধারী আলবের্তো গিস্‌লান্‌জোৎনি ফ্যাসিস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল্ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সেন্ট্রাল সংগঠনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ইউনিয়নগুলির এই সেন্ট্রাল সংগঠনের প্রেস বিভাগের কর্তা হচ্ছেন গিস্‌লান্‌জোৎনি। কয়েক দিন উর্পযুপরি গিস্‌লানজোৎনির সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে যে-আলোচনা হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

আমি। আপনি কত দিন থেকে শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করছেন?

গিস্‌লান্‌জোৎনি। আমি যুদ্ধের সময়ে অফিসার ছিলুম। হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যে-সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তার একটি কোম্পানির নায়ক ছিলুম আমি। মাথায়, পেটে ও হাতে ভীষণ রকমে আহত হয়ে আমি দু-বৎসর হাসপাতালে থাকতে বাধ্য হই। মুসোলিনি মিলানোতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে যে-ফ্যাসিস্ট কেন্দ্র গড়েন, সেই কেন্দ্রে আমি তৎক্ষণাৎ যোগ দিই বলশেভিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে। ১৯২০ সালে আমি রোমের ফ্যাসিস্ট পলিটিকাল কেন্দ্রের সহকারী কর্মসচিব নিযুক্ত হই। তখন থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে আমার কাজ শুরু হয়।

আমি। কী ধরনের কাজ আপনি ও আপনার সহকর্মীরা শ্রমিকদের মধ্যে শুরু করেন, সে-সম্বন্ধে যদি একটু বিস্তৃত ভাবে বলেন তো বাধিত হব।

গিস্‌লান্‌জোৎনি। আমাদের প্রথম কাজ হল শ্রমিকদের মন থেকে শ্রেণী-সংঘাতের আইডিয়ার মূল উৎপাটিত করার জন্যে কষে ন্যাশানালিজমের প্রচার শুরু করা। আমরা শ্রমিকদের বুঝাতে লাগলুম যে ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে বিরোধ করে শ্রমিকদের কোন সুবিধে হবে না। ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে সদ্ভাব স্থাপন করলে ক্যাপিটালিস্টরা আপনা থেকেই শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে। সমস্ত শ্রেণীই জাতির সমৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়— এই আইডিয়া আমরা প্রচার করতে শুরু করলুম।

আমি। শ্রমিকদের মধ্যে আপনাদের প্রচারের সাফল্যটা কী রকম হল?

গিস্‌লান্‌জোৎনি। অবিশ্যি কাজটা যে খুব সোজা ছিল, তা নয়। তবে মুসোলিনি যুদ্ধের সূত্রপাত থেকে তাঁর পত্রিকা *পপোলো দিতালিয়া*-য় এই ন্যাশানালিজমের

আদর্শ শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করেন, তাই কাজটা অনেকটা এগিয়ে ছিল। অবিশ্যি সোশ্যালিস্টরা তার বিরুদ্ধে ছিল।

আমি। প্রত্যেক দেশেই তো যুদ্ধের সূত্রপাত থেকে সোশ্যালিস্টরা তাদের সোশ্যালিজমের মুখোশ ফেলে দিয়ে ন্যাশানালিস্ট মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। ইতালিতে তো তার ব্যতিক্রম হয়নি বলেই জানি।

গিস্‌লান্‌জোৎনি। ইতালিয়ান সোশ্যালিস্টদের মধ্যে এক দল মুসোলিনির নেতৃত্বে ন্যাশানালিজমের আদর্শ গ্রহণ করে সোশ্যালিস্টদের দল থেকে বের হয়ে এল, আর এক দল তাদের পুরনো মূর্খতার পরিচয় দিয়ে শ্রেণী-সংঘাতের বুলি আওড়ে চলল।

আমি। এই ন্যাশানালিজমের আদর্শ মেনে নেবার বাস্তব ফলাফল কী? আপনারা শ্রমিকদের কী করতে বললেন?

গিস্‌লান্‌জোৎনি। মুসোলিনি শ্রমিকদের যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে উৎসাহিত করতে লাগলেন। অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে ইতালির জাতীয় গৌরব বাড়ানোই হচ্ছে শ্রমিকদের প্রধান কর্তব্য— এই আইডিয়া মুসোলিনি প্রচার করতে শুরু করেন।

আমি। তা, এ তো সব দেশেই সোশ্যালিস্টরা যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকদের যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে অবিশ্রান্ত প্রচার চালিয়েছে। মুসোলিনি তো এ ক্ষেত্রে অন্য সোশ্যালিস্টদের চেয়ে কিছু বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে মনে করবার কোন কারণ দেখছিনে। যা-ই হোক, যুদ্ধের পর থেকে আপনাদের প্রচারকার্যের ফলে ইতালিয়ান শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা কয় জন আপনাদের ফ্যাসিস্ট দলের সভ্য হয়েছে?

গিস্‌লান্‌জোৎনি। শতকরা চল্লিশ জন শ্রমিক ফ্যাসিস্ট দলের সভ্য।

আমি। শ্রমিকদের মধ্যে ইতালির জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্যে উপনিবেশ অধিকার করে সাম্রাজ্য বাড়ানো দরকার, এই মতবাদের প্রচার আপনারা করেন তো?

গিস্‌লান্‌জোৎনি। নিশ্চয়। প্রত্যেক কলে ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রোপাগান্ডা খুব জোরের সঙ্গেই চালানো হয়। প্রত্যেক কলে প্রত্যেক সপ্তাহে ডিস্ট্রিক্টের সেক্রেটারি সভা-সমিতির আয়োজন করে থাকে। তা ছাড়া, আমাদের 'দোপো লাভোরো'গুলি তো (কথায়-কথায় অনুবাদ করলে হয় 'কাজের পরে'। দোপো লাভোরো হচ্ছে ক্লাব। প্রত্যেক কলে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে শ্রমিকরা বই পড়তে পারে, খেলাধুলায় যোগ দিতে পারে, ইত্যাদি। আসল উদ্দেশ্য দোপো লাভোরোর কী, তা গিস্‌লান্‌জোৎনির কথা থেকেই পরিস্ফুট হবে) আমাদের ফ্যাসিস্ট দলের অভ্যর্থনা ঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘরে একবার শ্রমিকদের প্রবেশ করাতে পারলে তাদের মনে যদি পূর্বের সোশ্যালিস্টদের প্রচারের ফলে কিছুও শ্রেণী-সংঘাতের মতবাদ থেকে থাকে তো শীঘ্রই লোপ পেতে বাধ্য।

আমি। ত্রিপোলি প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে যাবার জন্যে আপনারা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য চালান কি?

গিস্লান্জোৎনি। সে-কাজও ফ্যাসিস্ট পার্টি সভা-সমিতির দ্বারা চালিয়ে থাকে।

আমি। ইতালিয়ান শ্রমিকেরা ইতালিতে যে-মাইনে পায়, উপনিবেশগুলিতে নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি মাইনে পেয়ে থাকে?

গিস্লান্জোৎনি। আমার এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই, কেননা উপনিবেশের ইতালিয়ান শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণের চুক্তির বন্দোবস্ত আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ থেকে করা হয় না। উপনিবেশগুলির সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ ভাবে ফ্যাসিস্ট পার্টির একটি বিশেষ কমিটির দ্বারা চালিত। উপনিবেশগুলি ইতালির জাতীয় অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে এই বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

আমি। ফ্যাসিস্ট শ্রমিকেরা অ-ফ্যাসিস্ট শ্রমিকদের চেয়ে কিছু বেশি সুবিধে ভোগ করে থাকে কি?

গিস্লান্জোৎনি। শ্রমিকদের পক্ষে কাজ পাওয়া সহজ হয়। এ ছাড়া অন্য কোন সুবিধে তাদের নেই।

আমি। বেকার-সমস্যা তো ইতালিতে সঙ্গিন হয়ে উঠেছে!

গিস্লান্জোৎনি। অন্য দেশের বেকার শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা কম হলেও বর্তমান কালে (১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে) ইতালিতে বেকারের সংখ্যা এক মিলিয়নের চেয়েও বেশি। এ বছরে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করি।

আমি। এই বেকার সমস্যা সমাধান করবার জন্যে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট কী প্ল্যান অবলম্বন করেছে, জানতে পারি কি?

গিস্লান্জোৎনি। কোন একটি সুনির্দিষ্ট প্ল্যান আমাদের নেই। সমস্ত প্ল্যানই মুসোলিনির উপর নির্ভর করে।

আমি। যারা ট্রেড ইউনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তারা প্ল্যান সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে কী করে একটি অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তা আমি ধারণা করতে পারছি না।

গিস্লান্জোৎনি। মুসোলিনির কাছ থেকে আমরা যে-কাজটুকু করবার আদেশ পাই, সেইটুকু আমরা সম্পন্ন করি। তার বেশি আমরা কিছু জানিনে। আজ আমরা এক প্রণালীতে কাজ করতে আদেশ পেয়েছি, কাল ঠিক তার বিপরীত প্রণালীতে কাজ করতে আদেশ পেতে পারি। আমাদের কাজ হচ্ছে, সাধারণ সৈনিকের কাজ। নায়ক যে-আদেশ দেবেন, তা আমরা সমাধান করব। তার বেশি জানবার প্রয়োজন কী?

আমি। আপনি যে-মত ব্যক্ত করলেন, সেটা কি শুধু আপনার ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠন সম্বন্ধে প্রযোজ্য, না সেটা অন্য সব সংগঠন সম্বন্ধেও খাটে?

গিস্লান্জোৎনি। আমি আপনাকে যা বললুম, সেটা সমস্ত ফ্যাসিস্ট অনুষ্ঠান

সম্বন্ধে খাটে। এমনকী ফ্যাসিস্ট মতবাদ সম্বন্ধেও খাটে। ফ্যাসিস্ট মতবাদ যে আসলে কী, তা আমরা জানি না। প্রতিদিনই মতবাদ বদলাচ্ছে। আজ মুসোলিনি এক কথা বলেছেন, কাল ঠিক তার বিপরীত কথা শুনব। তাই জন্যে এক মুসোলিনি ছাড়া অন্য কারও‌ই বোধ হয় ফ্যাসিজম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই।

আমি। শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বজায় রেখে, শ্রেণীগুলির মধ্যে যে-সংঘর্ষ চলে আসছে সেই সংঘর্ষ বন্ধ করে দিয়ে, তার জায়গায় শ্রেণীগুলির মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করা তো ফ্যাসিজমের মূল উদ্দেশ্য মনে করি।

গিস্লান্জোৎনি। সে তো নিশ্চয়ই।

আমি। তা হলে ফ্যাসিজমের মূল ধারণাটা আমরা জানি বললে ভুল বলা হবে না, কী বলেন? শ্রেণী-সংঘাত জবরদস্তি করে বন্ধ করে দিয়ে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা যে মুসোলিনির চরম উদ্দেশ্য, তা তো আপনি মানেন?

গিস্লান্জোৎনি। তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

আমি। তা হলে অন্তত এই ধারণা অনুযায়ী কাজ করলে আপনি যে সর্বদাই মুসোলিনির অভিপ্রায় পূরণ করছেন, তাতে আপনার কোন (দ্বিধার) কারণ আছে কি?

গিস্লান্জোৎনি। না, আমরা তা-ই তো করে থাকি। শ্রেণী-সংঘাতের ভুল পথে আমরা শ্রমিকদের কোন মতেই যেতে দিই না। শ্রেণী-সংঘাতের পথ হচ্ছে মূলধনকে বিনাশ করবার পথ। সে-পথ আমাদের ত্যাগ করতেই হবে।

আমি। ফ্যাসিস্ট আদর্শ যে তা-ই, সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

লেখক ফল্‌গেরের সঙ্গে কথোপকথন

শ্রীমতী 'ল'র ওখানে সেদিন বিকেলে আমার চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। রোমে এসেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কয়েছিলুম, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা সেদিন বিকেলে চায়ের নেমন্তন্নের দিনই প্রথম। শ্রীমতী 'ল'র ও তাঁর বৃদ্ধা মা ছাড়া সেদিন বিকেলে মি. ফল্‌গেরে নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। শ্রীমতী আমাকে মি. ফল্‌গেরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময়ে মি. ফল্‌গেরের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি হচ্ছেন ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসের লেখক। ফল্‌গেরে যখন তাঁর গুণ-কীর্তন শুনে ভদ্রজনোচিত বিনয় দেখাবার জন্যে চক্ষুদুটি ক্ষণেকের জন্যে আমার মুখ থেকে ঘরের মেঝের দিকে নামালেন, তখন চট করে আমার চোখদুটো তাঁর মুখের উপর বুলিয়ে নিলুম। হাস্যরসের লেশ মাত্র তাঁর মুখে দেখলুম না। সমস্ত মুখটি নির্বুদ্ধিতার রসলিপ্ত বলে ঠেকল। পরে সেই মুখে অন্য যে-সব রসের আবিষ্কার করলুম, তার বিবরণ সময়ে পাবেন।

এ-কথা, সে-কথার পর শ্রীমতী 'ল' বললেন, 'আপনি বোধ হয় জানেন না যে, সম্প্রতি ইতালিয়ান তরুণদের ইতালিয়ান গভর্মেন্ট ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে।'

আমি। না, আমি তার কোন খবর জানি না।

ফল্‌গেরে। এই ফ্যাসিস্ট তরুণদের ভারতবর্ষে যে খুব ভালো অভ্যর্থনা হবে, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আমি। আপনার এই নিঃসন্দেহতার কি কোন বিশেষ হেতু আছে?

ফল্‌গেরে। ফ্যাসিস্ট ইতালি হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ন্যাশানালিস্টদের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে, এ আমরা সকলেই চাই। পৃথিবীর সমস্ত দেশে ন্যাশানালিজমের আইডিয়া প্রবলতর করে তোলাই হচ্ছে ফ্যাসিস্ট ইতালির আদর্শ।

আমি। ত্রিপোলির আরবদের মধ্যে কি ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট ন্যাশানালিজমের আইডিয়া প্রবলতর করতে সাহায্য করে থাকে? ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট যদি সারা পৃথিবীর ন্যাশানালিস্টদের একমাত্র বন্ধু হয়, তা হলে ত্রিপোলির ন্যাশানালিস্টদের বন্ধু হবে আশা করি।

ফল্‌গেরে। ত্রিপোলির আরবেরা অসভ্য। ওদের সভ্যতার লেশ মাত্র নেই, ওদের সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকেদের তুলনা হয় কি? প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষ হচ্ছে বিশ্বসভ্যতার জননী। ইংরেজের কি অধিকার আছে ভারতবর্ষে রাজত্ব করবার?

আমি। সেই একই অধিকার, যে-অধিকারে ইতালি ত্রিপোলিতে রাজত্ব করছে। তা ছাড়া, আজ দুর্দশাগ্রস্ত হলেও অতীতে একদিন আফ্রিকার লোকেরা যে-প্রকাণ্ড সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তার চিহ্ন যে আমাদের বর্তমান সভ্যতার দেহে পাওয়া যায়, তা ভুললে চলবে না। তা ছাড়া, আমরাও তো ভারতবর্ষে আজ সভ্যতার চুড়ো থেকে পড়তে-পড়তে একেবারে পাতালের মধ্যে নেমে গেছি।

ফল্‌গেরে। তা হলেও ভারতবর্ষে ইংরেজদের থাকবার কোন অধিকার নেই।

আমি। নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ঠিক সে রকমই ত্রিপোলিতে ইতালিয়ানদের থাকবার কোন অধিকার নেই।

ফল্‌গেরে। আমরা লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে এই অসভ্যদের সভ্য করে তুলছি। ইতালি কেবল টাকাই ঢালছে।

আমি। এই টাকা ঢালবার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ভবিষ্যতে দ্বিগুণ টাকা তোলা। ইংরেজ ইম্পিরিয়ালিস্টরাও সেই একই গৎ গেয়ে থাকে। তারাও তো বলে, জাহাজ-জাহাজ টাকা তারা ভারতবর্ষে ঢেলেছে ভারতবর্ষের লোকেদের উপকারের জন্যে। অসভ্য ভারতের লোকেদের সভ্য করে তোলবার জন্যে তাদের দুর্ভাবনার আর অন্ত নেই। ত্রিপোলির আরবেরাও ইতালির ইম্পিরিয়ালিস্টদের কল্যাণে সর্বস্বান্ত হয়ে 'সভ্য' হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

ফল্‌গেরে। আপনি মানবপ্রেমিকের মতো কথা বলছেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

আমি। আমি মানবপ্রেমিক কি না তা এ স্থলে বিচারের বিষয় নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে শুধু এই যে, যদি ইংরেজ ইম্পিরিয়ালিস্টদের ভারতবর্ষে থাকাটা আপনাদের অন্যায় বলে মনে হয়, তা হলে আপনাদের নিজেদের ত্রিপোলিতে থাকাটাও যে অন্যায়, সেটা আপনাকে স্বীকার করতে হবে। তা যদি স্বীকার না-করেন, তা হলে বুঝব যে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের প্রতিপত্তিতে ইতালির ইম্পিরিয়ালিস্টদের চোখ টাটানোর কারণবশতই তারা ভারতবর্ষকে ইংল্যান্ডের কবল থেকে মুক্ত দেখতে চায়। এটা ভারতবর্ষের উপর প্রেমবশত নয়, এটা ইতালির ইম্পিরিয়ালিস্টদের স্বার্থবশত।

ফল্‌গেরে অনেকক্ষণ থেকে গরম হয়ে উঠছিলেন। ক্রমশই রাগের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল। শ্রীমতী 'ল'র মা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে মুচকি হেসে ঘর থেকে চলে গেলেন।

ফল্‌গেরে। আমরা তো হাজার বছর আগে ও-দেশ শাসন করেছিলুম।

আমি। সেই কারণে যদি আজ সেই দেশ শাসন করবার অধিকার আছে বলে মনে করেন, তা হলে তো ইংল্যান্ডটাও শাসন করবার দাবি করতে পারেন। একসময়ে তো রোমানরা অনেক-শো বছর ইংল্যান্ডে রাজত্ব করেছে।

উত্তর দিতে না-পেরে ফলগেরে আরও রেগে উঠলেন।

ফলগেরে। আমাদের পুরনো সভ্যতা। আমাদের অধিকার আছে অসভ্যদের শিক্ষা দেবার।

আমি। সে-কাজটা তো আপনারা ইতালিতেই ঢের ভালো করে করতে পারেন। শিক্ষা দেবার প্রয়োজন এখানে সব চেয়ে বেশি। তা ছাড়া, পুরনো সভ্যতার চিহ্ন ইতালিতে মিউজিয়ামগুলোয় আছে বটে, কিন্তু বর্তমান ইতালির জীবনে সে-সভ্যতার চিহ্ন মাত্র নেই। ইতালি যদি ত্রিপোলির অধিবাসীদের শিক্ষা দেবার ভার নিতে পারে, তা হলে জার্মানিও ইতালিকে সভ্য করে তোলবার জন্যে দখল করে বসলে অন্যায় হবে না। কেননা ইতালির সঙ্গে ত্রিপোলির যে-প্রভেদ, জার্মানির সঙ্গে বর্তমান ইতালির তার চেয়ে কম প্রভেদ নয়।

এর পরে আর আলোচনা চালানো সম্ভব হল না। ইতালিয়ানরা যে ভাবপ্রবণ জাতি, তা তো সকলেই জানে। ফলগেরে উত্তেজিত হয়ে কথার যে-নায়েগ্রা প্রপাত তাঁর ওষ্ঠ থেকে ঝরাতে লাগলেন তার স্রোতে শুধু আমি নই, স্বয়ং গৃহকর্ত্রী তলিয়ে যাবেন আশঙ্কা হতে লাগল। গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুঝলুম যে আমি তাঁকে বেশ একটু বিপদে ফেলেছি। অন্য কথা পেড়ে বসলুম। তবু খুব সহজে যে ফলগেরের বাক্যস্রোত বন্ধ হল, তা যেন কেউ কল্পনা না-করেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিদায় নেবার আগে গৃহকর্ত্রী আমাকে স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'আপনার মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু তবুও আপনার মত বলবার সময়ে সাবধান হবার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সেটা ভুলবেন না।' ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম।

ইতালির 'সর্বশ্রেষ্ঠ' হাস্যরসের লেখক ফলগেরের ইম্পিরিয়াল রসাত্মক মূর্তি মনে থাকবে।

দু টি প্র ব ন্ধ

রোমের ফ্যাসিস্ট ছাত্র সংঘের মুখপত্র, কনকুইস্তে (জয়) থেকে দুটি প্রবন্ধ চয়ন করে তার হুবহু অনুবাদ করে দিলুম। আফ্রিকায় ইতালির যে-কলোনিগুলি আছে, সেই কলোনিগুলিকে আরও অধিকতর ভাবে শোষণ করবার জন্যে তরুণদের মনে শোষণ-প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য এই দুটি প্রবন্ধেই এত পরিস্ফুট যে তার সম্বন্ধে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক মনে করি। ফ্যাসিস্ট যুবকদের লেখা এই প্রবন্ধটি ফ্যাসিস্ট যুবকদের ইম্পিরিয়াল মনোভাবের চমৎকার নিদর্শন দিচ্ছে।

প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম হচ্ছে, *কলোনির দিকচক্রবাল*। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২ সালের কনকুইস্তে পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

ক লো নি র দি ক্ চ ক্র বা ল

যে-সব তরুণের মনে নতুনত্বের স্পৃহা আছে, তারা এখনও মনে করে যে আফ্রিকা হচ্ছে সেই রহস্যপূর্ণ মহাদেশ, যেখানে মহাবিস্তৃত মরুভূমি, যার নিস্তব্ধতা উটগুলির পদধ্বনিতে মুখরিত হয়, যেখানে বিরাট নদীগুলিতে অসংখ্য হিংস্র কুমিরের বাস, যেখানে সিংহের হুঙ্কার ও হাতির ডাক মুখরিত এমন সব মহারণ্য আছে, যেথায় কখনও মানুষ প্রবেশ করেনি এবং যেখানে সেই অসভ্যদের বাস, যারা মূর্তিপুজো করে এবং আবিষ্কারকদের ভক্ষণ করে।

এখন যদি আমরা এই বিরাট দেশকে তার সমস্ত রহস্যময়তা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখি, যদি আমরা শুধু এই দেশকে তার ভূবিজ্ঞানসম্মত গঠন ও তার মাটির উর্বরতার দিক থেকে বিচার করে দেখি, তা হলে আমরা দেখব যে মাটির উর্বরতা সম্পূর্ণ ভাবে শুষে নেবার অফুরন্ত সুযোগ এই দেশ আমাদের দেয়। এই বিরাট দেশের অনেক অংশ আছে, যে-সব অংশে এখনও পর্যন্ত মানুষের ছোঁয়া লাগেনি। এই সব অংশে যে শুধু কাজের সুবিধা আছে তা নয়, এ সব অংশে তরুণদের মহান বীরত্ব ও উদ্যম দেখাবার অপূর্ব সুযোগ আছে।

এই সমস্ত সুবিধা ও সুযোগকে খুব সঠিক ভাবে বিচার করে নির্ধারিত করবার প্রয়োজন এখনও অনেক রয়েছে। কেননা প্রথমত, এই দেশের সমস্ত অংশই যে মাটির সমস্ত উর্বরতা শোষণ করবার পক্ষে উপযোগী তা নয়, এবং দ্বিতীয়ত, জলবায়ু

ও অন্যান্য কারণবশত ইয়োরোপীয়দের পক্ষে এই দেশে দীর্ঘকাল বাস করা সম্ভব নয়। এই জন্যে এই দেশের উর্বরতা শোষণ করবার কী-কী সম্ভাবনা আছে, তা তরুণদের ভালো করে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে এবং তদ্রূপই প্রয়োজন আছে এই দেশের সমস্ত সম্মিলিত সমস্যা ও সেই জাতীয় অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তরুণদের সম্যক্ রূপে সজাগ করবার।

এই কারণেই সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, কলোনির 'মনুষ্যবাসোপযোগী জমি'র অংশ ও 'শোষণের উপযোগী জমি'র অংশ, এই দুই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য করা। শোষণের উপযোগী জমির তাৎপর্য হচ্ছে সাধারণ, কিন্তু মনুষ্যবাসোপযোগী অংশ শুধু সেই অংশ হতে পারে যে-অংশ ইয়োরোপীয়দের পক্ষে দীর্ঘকাল বাসোপযোগী, যেখানে বহুল পরিমাণে উর্বর জমি রয়েছে এবং যে-অংশ উন্নত। এককথায় সেই অংশ, যে-অংশে কৃষির সম্ভাবনা রয়েছে। লিবিয়া, এরিত্রিয়া ও সোমালিয়া, এই তিন কলোনির মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সোমালিয়াতেই সবচেয়ে বেশি কৃষিমূলক উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সোমালিয়ার অতি উর্বর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কোণ-সমন্বিত প্রচুর সমতল ভূমি খুব কষে চাষ করে মাটির সমস্ত উর্বরতা শোষণ করে নেবার পক্ষে খুবই উপযোগী। সোমালিয়াতে আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে তুলো, আখ, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন করা হচ্ছে। অবিশ্যি অনেক মানসিক ও বাহ্যিক দুরূহতা আছে, যেগুলিকে অতিক্রম করবার প্রয়োজন আছে। এই দেশের কৃষির উন্নতিসাধনের জন্যে খাল কেটে জলের ব্যবস্থা করবার জন্যে এবং শীতপ্রধান দেশের কৃষি-অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কৃষি-অনুষ্ঠান স্থাপন করবার জন্যে প্রচুর মূলধন ও টেকনিকাল শক্তির সাহায্য দরকার। স্থানীয় কৃষির উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় শক্তি এই দেশের লোকদের মধ্যে না-থাকাতে সমস্যা দুরূহ হয়েছে, কেননা একমাত্র এরাই এই দেশের জলহাওয়ায় প্রচুর শ্রম করতে সমর্থ। তা সত্ত্বেও উয়েবি, সেবেলি ও পিউবা নদীগুলির তীরের হাজার-হাজার হেক্টার জমি যে-অসীম ধৈর্য ও শক্তির সঙ্গে চাষ করা হয়েছে, তা আমাদের কলোনি শাসন করবার উপযুক্ততা যে আছে, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং আরও প্রমাণ করছে যে যদি জলের ব্যবস্থার জন্যে ও নূতন কৃষি-অনুষ্ঠানের জন্যে মূলধন ঢালা হয়, তা হলে সোমালিয়াতে জমির সমস্ত উর্বরতা শোষণ করবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে সোমালিয়াতে যে-কৃষি-অনুষ্ঠানগুলি রয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রচুর মূলধন থাকার দরুন সর্বপ্রধান হচ্ছে ২৫ হাজার হেক্টার ভূমি-সমন্বিত 'ইতালি-সোমালিয়া কৃষি-অনুষ্ঠান' (সোচিয়েতা আগ্রিকোলা ইতালো-সোমালা)। এই অনুষ্ঠান ডিউক অফ আব্রুৎসি, লুইজি অফ সাভোইয়া শুধু রোমকের পক্ষে স্বাভাবিক উদ্যমের সঙ্গে পত্তন করেছেন ও চালনা করছেন। এর পরেই হচ্ছে কাউন্ট দে ভিক্কি দি ভাল চিসমন-স্থাপিত জেনাল প্রদেশের কৃষি-অনুষ্ঠান। (নাসিয়েন্দা

স্পেরিমেন্তালে দি জেনালে)। এই অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম মূলধন নিয়ে স্থাপিত হলেও এর উদ্যমের ফল যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি-আকর্ষক।

ত্রিপোলিতানিয়া ও চিরেনাইকা-র প্রধান ঐশ্বর্য হচ্ছে কৃষি। এই দুই জায়গাই ইতালিয়ানদের পক্ষে বসবাসের উপযোগী ও এই দুই জায়গাতেই যাতে দলে-দলে ইতালিয়ান এসে বাস করে, তার বন্দোবস্ত করা দরকার। এই দেশ-দুটির জলহাওয়া নাতি-উষ্ণ নাতি-শীত এবং সেই কারণে ইতালিয়ান অধিবাসীদের পক্ষে মোটেই অস্বাস্থ্যকর নয়। তা ছাড়া, রোম কাছে হওয়ায় রোমের জীবনের ছন্দ ও আত্মা এই কলোনির ইতালিয়ানদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের কার্যে বল দেয় ও ধারণ করে। এই দেশের প্রকৃত অধিবাসীরা শুধু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী। প্রচুর মূলধন আছে এমন বৃহৎ কৃষি-অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ ভাবে ইতালিয়ানদের হাতে।

যেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে নানা জাতের খেজুরগাছ জন্মায়। পূর্বে ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট শুধু আলজিরিয়াতে হেনা রপ্তানি করত, এখন ইতালিতেও হেনা রপ্তানি করা হয়। তা ছাড়া, তীরের সমতল ভূমিতে ও গেবেল প্রদেশে অসংখ্য অলিভগাছ (ছয় লক্ষ) জন্মায়। কলোনিতে ক্রমবর্ধমান অলিভের গাছ (১৯২৭-২৮, শুধু এই এক বৎসরে পাঁচ লক্ষ গাছ পোঁতা হয়েছে) এবং অলিভের তেল তৈরি করবার উন্নততর টেকনিকাল ব্যবস্থা করার ফলে এ দেশের লোকেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তেল তৈরি করা হচ্ছে। মদ তৈরি করবার আঙুর ও খাবার উপযোগী আঙুর, এই দুই প্রকার আঙুরের চাষে খুব সুফল পাওয়া গেছে। প্রচুর পরিমাণে পেয়ারা ফলও উৎপাদন করা হয়। এই পেয়ারা বিরাট সংখ্যায় ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়ে থাকে। শুধু এক চিরেনাইকাতেই শস্যের চাষ সু-বৎসরে দশ কোটি কিলো হয়ে থাকে এবং পনেরো লক্ষ থেকে কুড়ি লক্ষ কিলো খড় উৎপন্ন হয়। আমরা এই সব থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, খুবই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে এই দেশে অপেক্ষা করছে।

* * *

এরিত্রিয়াতে কৃষির উন্নতিসাধন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তিগত উদ্যম ইন্ডাস্ট্রির পত্তন করছে। এরিত্রিয়াতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন নানাবিধ শস্য উৎপাদন করবার কাজে, যাতে করে এরিত্রিয়াকে সুদান, ভারতবর্ষ এবং বেনাদিরের শস্যের উপর নির্ভর করতে না-হয়। এই আশা দীর্ঘকাল বাস্তবে পরিণত না-হয়ে থাকতে পারে না। বর্তমানেই নানাবিধ অতি প্রয়োজনীয় শস্যের আমদানি কমে গেছে। সুৎলাতে, আন্টো কালকাটেতে এবং বেলেসাতে খাল কেটে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আনসেবা প্রদেশে এই কাজ শুরু করা হবে। এই

প্রদেশ বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুর্বর হলেও জলের ব্যবস্থা করলে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা এখানে খুবই আছে। তামাক, কফি, তুলো প্রভৃতির বৃহদাকার চাষের অনুষ্ঠান পত্তন করে গভর্মেন্ট ও বিভিন্ন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভবান হয়েছে। গভর্মেন্ট টেসেনেই প্রদেশে ইতালিয়ানদের বসতি স্থাপন করবার জন্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে। এই বন্দোবস্ত ধারণা হিশেবে ও বাস্তবতা হিশেবে অপূর্ব। দশ হাজার হেক্টার জমি এরই মধ্যে জলের ব্যবস্থা দ্বারা উর্বর করা হয়েছে এবং হাজার হাজার হেক্টার জমিতে তুলোর চাষ শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক হেক্টার জমিতে ... কিলো তুলো উৎপন্ন হয়েছে। যদি আমরা মোট উৎপন্ন তুলোর অঙ্কের হিশেব নিই, তা হলে দেখব যে দশ লক্ষ কিলো এক বৎসরে উৎপন্ন হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এরিত্রিয়ায় কৃষিব্যবসার পথ তৈরি করা কত আবশ্যকীয়। সমুদ্রের অপর পারে ইতালির কলোনিগুলিতে বৃহৎ অগ্রগতিশীল কার্য সাধিত হচ্ছে, যা মুসোলিনির রোমের জীবনের তাল অনুযায়ী চালিত হচ্ছে।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কন্‌কুইস্তে পত্রিকায় নিম্নলিখিত খবরটি ছাপা হয়। আমাদের সহযোগী আল্‌দো বম্বা কলোনিয়াল পলিটিকসের সমর্থন করে একটি অত্যুৎকৃষ্ট থিসিস লিখে রোম ইউনিভার্সিটির পলিটিকাল সায়েন্স বিভাগ থেকে ডাক্তার পদবি লাভ করেছেন। আমরা তাঁকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

হাসপাতালের বুলেটিনের মতো

সবে তিন বছর হল রোমে শ্রমিকদের জন্যে একটি বিশেষ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রফেসর বরতোলত্তো ও ডা. গিস্‌লান্‌জোৎনির সঙ্গে এক সন্ধ্যেবেলা সেই হাসপাতালটি দেখতে গিয়েছিলুম। আয়তনে হাসপাতালটি ক্ষুদ্র হলেও শ্রমিকদের এবং শ্রমিকদের স্ত্রী ও শিশুদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দোবস্ত এই হাসপাতালে করা হয়েছে। হাসপাতালের অধ্যক্ষ আমাদের বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বললেন, 'এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণ ভাবে কলের মালিকদের টাকায় তৈরি হয়েছে। যদি শ্রমিকেরা কলওয়ালাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংঘাত চালাত, তা হলে কি এটা সম্ভব হত? শ্রমিকরা কলওয়ালাদের (সঙ্গে) সখ্যতা স্থাপন করেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রথম-প্রথম শ্রমিকেরা এই অনুষ্ঠানটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখত। এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে এই অনুষ্ঠানটির পিছনে কলওয়ালাদের কোন দুরভিসন্ধি লুকিয়ে নেই।'

হাসপাতালটি দেখে যখন বিদায় নিচ্ছিলুম, তখন অধ্যক্ষমশায় তাঁর হাসপাতালের বিভিন্ন কাজের বিবরণ-সমেত একটি বুলেটিন আমাকে উপহার দিলেন। বুলেটিনটি খুলেই প্রথম পাতার মধ্যিখানে বড়-বড় অক্ষরে ছাপা মুসোলিনির এই নিম্নলিখিত উক্তিটি চোখে পড়ল— 'বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টরা তাদের শ্রমিকদের শুধু বেতনের দিকেই মনোযোগ দিয়ে ক্ষান্তি দেয় না, বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টরা তাদের শ্রমিকদের জন্যে বাসভবন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার দিকেও দৃষ্টি রাখে।'

অবিশ্যি মুসোলিনিকে কোন মতেই দোষ দেওয়া যায় না। মুসোলিনি তার বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টদের শ্রমিকদের জন্যে হাসপাতাল তৈরি করতে উপদেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই উপদেশটিকে যে বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টরা হাসপাতালের বিবরণ-পুস্তিকার প্রথম পাতায় বড়-বড় অক্ষরে ছাপিয়ে দেবে, এটা এমনকী অতি বড় নির্লজ্জ মুসোলিনির মাথাতেও খুব সম্ভব প্রবেশ করেনি। হাসপাতালের অধ্যক্ষ কলওয়ালাদের বদান্যতা সম্বন্ধে আমাকে যে-সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বদান্যতার আসল অর্থ মুসোলিনি তার এই ক-টি লাইনের উক্তির দ্বারা চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

বুদ্ধিমান গোয়ালা তো শুধু গরুকে জাব দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বুদ্ধিমান গোয়ালা গরুর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখে, গোয়ালঘর পরিষ্কার করা হয়েছে কি না, তার দিকেও দৃষ্টি রাখে। সে জানে যে গরুর কাছ থেকে যত বেশি দুধ আদায় করা সম্ভব, তা আদায় করতে গেলে গরুর স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার বন্দোবস্ত তাকে করতেই হবে। মুসোলিনি তার ক্যাপিটালিস্টদের বুদ্ধিমান হতে যে-উপদেশ দিয়েছে, তার সঙ্গে বোকা গোয়ালাকে গরুর কাছ থেকে যত বেশি দুধ সম্ভব আদায় করবার জন্যে বুদ্ধিমান হতে বলার উপদেশের মূলত কোন পার্থক্য নেই। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্যে খেলার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টদের অবশ্যকর্তব্য। এই ব্যবস্থা না-করলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য— তার ফলে যে-পরিমাণ কাজ তারা পূর্বে করত, তার হ্রাস সুনিশ্চিত এবং তার ফলে ক্যাপিটালিস্টদের লাভের পরিমাণও হ্রাস পেতে বাধ্য। শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার অর্থও সেই একই। একেবারে অশিক্ষিত শ্রমিকের পক্ষে জটিল যন্ত্রের ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকদের দ্বারা সেই কাজ অনেক ভালো করে সম্পন্ন করানো যেতে পারে। এই হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজে শ্রমিকদের জন্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করার অর্থ। মুসোলিনি ইতালিয়ান ক্যাপিটালিস্টদের বুদ্ধিমান করে তোলবার জন্যে যে-হিতোপদেশ দিয়েছে, সে-উপদেশ অবশ্যি ইয়োরোপের প্রধান-প্রধান দেশে, যথা জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বুর্জোয়াদের দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এই সব দেশের বুর্জোয়ারা বেশ কিছু কাল থেকে, বিশেষ করে যুদ্ধের পর থেকে তাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক অনুচরদের ইঙ্গিতে খুব শীঘ্রই বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। এই বুদ্ধি আয়ত্ত করে এই সব দেশের ক্যাপিটালিস্টরা দুটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করেছে। একটি হচ্ছে, আরও বেশি করে শোষণ করবার জন্যে ও শোষণকে যত দূর সম্ভব দীর্ঘকালব্যাপী করবার জন্যে শোষণের পাত্র শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকে দীর্ঘকালব্যাপী শোষণের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, যা ক্যাপিটালিস্টরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্যে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছে, সেটি হচ্ছে এই ছোটখাটো সংস্কারের দ্বারা শ্রমিকদের মন ভিজিয়ে তাদের মন থেকে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসকারী কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধন করবার ইচ্ছাকে নির্বাপিত করার চেষ্টা।

এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যসাধনে এই সব দেশের ক্যাপিটালিস্টরা সোশাল ডেমোক্রাট-দের কৃপায় আংশিক ভাবে ও সাময়িক ভাবে সফলতা লাভ করলেও ক্যাপিটালিস্ট সমাজে এই সফলতা কখনওই দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে কিছু কাল অন্তর-অন্তর উৎপাদন ও বন্টনের অরাজকতা (ক্রাইসিস) দেখা দিতে বাধ্য। এই ক্রাইসিসের ফলে ক্যাপিটালিস্টদের লাভের পরিমাণের হ্রাস পাবার কারণ ঘটবে। এই কারণ উপস্থিত হলেই ক্যাপিটালিস্টরা তাদের লাভের পরিমাণ বজায়

রাখবার জন্যে শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দিতে চেষ্টা করবে ও শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে পূর্বে তারা যে-অর্থ ব্যয় করছিল, সেই অর্থের পরিমাণ যথাসম্ভব সংকুচিত করতে প্রয়াস পাবে। এককথায়, ক্যাপিটালিস্ট সমাজে সংস্কারের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার বরাবর উন্নতি সাধন করা একেবারে অসম্ভব। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে শ্রমিকদের এই উন্নতিসাধন ক্যাপিটালিজমের উৎপাদন প্রণালীর অন্তর্নিহিত গলদের ফলে একটি বিশেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে শুধু যে থেমে যেতে বাধ্য তা নয়, শ্রমিক-দের অবস্থার শোচনীয় অবনতি হতে বাধ্য। ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি সর্বপ্রধান ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলিতে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থা তার ভূয়সী প্রমাণ দিচ্ছে।

মুসোলিনির বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টরাও শ্রমিকদের অবস্থার একটানা উন্নতি সাধন করতে পারবে না। বর্তমানেই ইতালীয় ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষে তা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ক্যাপিটালিজমের বিশ্বব্যাপী ক্রাইসিসের কবল থেকে ইতালিয়ান ক্যাপিটা-লিস্টরাও রেহাই পায়নি। ইতালিতেও বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বর্তমানেই তাদের সংখ্যা পনেরো লক্ষের চেয়েও বেশি। ইতালির বুদ্ধিমান ক্যাপিটা-লিস্টরা অন্য দেশের বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে ক্রাই-সিসের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে শ্রমিকদের বেতন-হ্রাস প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্টদের মন্ত্রণাদাতা মুসো-লিনিও ফ্যাসিস্ট রাজত্বকে ক্রাইসিসের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে শ্রমিকদের উপর আরও চাপ দেবে ও শ্রমিকদের আরও নির্মম ভাবে শোষণ করবার ব্যবস্থা করবে। তাই শ্রমিকদের কিঞ্চিৎ পরিমাণে তুষ্ট করে তাদের মন থেকে বিপ্লবের শিকড় উপড়ে ফেলবার এই চেষ্টা মুসোলিনি কিম্বা মুসোলিনির বুদ্ধিমান ক্যাপিটালিস্ট, কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না।

ফ্যাসিস্টদের সমস্ত পশুবল ও গোলাগুলি ইতালির ক্যাপিটালিস্টদের অনিবার্য কমিউনিস্ট বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

ফ্যাসিস্ট বালিল্লা সংঘের কতকগুলি গানের নমুনা

১৯২৬ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে যে-আইন পাস করা হয়, সেই আইন অনুসারে অপেরা নাৎসিওনালে বালিল্লা (Opera Nazionale Balilla) নামক ফ্যাসিস্ট সংঘের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংঘ চারটি শাখায় বিভক্ত।

১. ৮ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকদের সংঘ। এই বালকদের 'বালিল্লা' নামে অভিহিত করা হয়।

২. ১৪ থেকে ১৮ বৎসর বয়স্ক বালকদের সংঘ। এই বালকদের 'অগ্রযায়ী' নামে অভিহিত করা হয়।

৩. ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের মেয়েদের জন্যে 'ছোট্ট ইতালীয় মেয়েরা' নামক সংঘ।

৪. ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের মেয়েদের জন্যে 'নবীন ইতালীয় নারীরা' নামক সংঘ।

এই অপেরা নাৎসিওনালে বালিল্লা সংঘের মোট সভ্য-সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও অধিক। এই সংঘের কতকগুলি গানের নমুনা দিচ্ছি।

৮ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালিল্লা বালকদের
গা ন

দুচের জন্যে,
ভাগ্যবান দুচের জন্যে,
আমরা তৈরি।
আমাদের বন্দুক ও নিশান নিয়ে
আমরা তৈরি।
চিরকাল সামনের দিকে,
চিরকাল আমরা সামনের দিকে
এগিয়ে যাব।
আলালা॥

রোমের শিশু-ফ্যাসিস্টদের জন্যে লিখিত *বালিল্লার ছুটির বই* নামক পুস্তক হতে নিম্নলিখিত গানটি গৃহীত।

আমরা কালো শিখা, মৃত্যুর পুরোযায়ী।
আমরা সংঘাতের ও ভয়াবহতার প্রতীক।
ইতালির সম্মান রক্ষা করবার জন্যে
আমরা হচ্ছি পরিবর্তিত গর্ব।
ধু য়া
আওয়ান, সাহসী।
কালো শিখা হচ্ছে তোমাদের প্রতীক।
ছোরা দাঁতে কামড়ে চেপে ধরে,
হাতে বোমা নিয়ে
পর্বতে আরোহণ করো,
সমতলভূমিকে গ্রাস করো।
কত বার রাত্রির কালো ছায়ার মধ্যে
আমরা আমাদের ছোরা নিক্ষেপিত করব
ধূলিসাৎ খাদগুলির মধ্যে
রক্তাক্ত ভীষণ যুদ্ধের জন্যে।
ধু য়া
'আওয়ান, সাহসী' থেকে 'গ্রাস করো' পর্যন্ত।
একটি তারা আমাদের চালিত করছে, সে হচ্ছে নিয়তি।
প্রেমের তিনটি শিখা আমাদের ঘিরে আছে।
মৃত্যুর ও বিশ্বাসের তিনটি শব্দ—
ছোরা, বোমা ও আমাদের হৃদয়।
ধু য়া
'আওয়ান, সাহসী' থেকে 'গ্রাস করো'॥

৮-১৪ বছর বয়সের মেয়েদের 'ছোট্ট ইতালীয় মেয়েরা' নামক সংঘের গান

এসো, আমরা কালো বেশ পরে এগিয়ে চলি।
আমাদের মন হচ্ছে গর্বিত।
আমাদের মন সব কিছু করতে প্রস্তুত।
এসো, আমরা শাদা কুর্তা পরে
সকলকে পুণ্য যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করবার জন্যে
গান গেয়ে চলি॥

অগ্রযায়ী বালকদের

গা ন

তোমরা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে
পৃথিবীকে শাসন করবে।
ঈগল পাখির মতো আক্রমণশীল হও,
সময়ের মতো সর্বগ্রাসী হবে।
তোমরা শান্তি জানবে না।

ফ্যাসিস্ট গভর্মেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট ইতালীয় বিদ্যালয়ের বালকদের

গা ন

ইতালিতে, ইতালির সীমানার মধ্যে
ইতালিয়ানরা নবীন হয়ে উঠেছে।
ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্যে
মুসোলিনি তাদের নবীন করে তুলেছে।

প রি শি ষ্ট : ১

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সৌম্যেন্দ্রনাথের চিঠি

Hotel Riviera, 5 Rue des Acacias, Paris 17e.

শ্রীচরণেষু রবিদা,

প্রফেসর লেভি-র কাছ থেকে *Calcutta Review* নিয়ে শান্তিনিকেতনে জার্মান ভাইস কনসাল নাৎসি মতবাদের উপর যে-বক্তৃতা দিয়েছে, সেই বক্তৃতার সারাংশ ও সেই বক্তৃতার সমর্থন করে তুমি যা বলছ তা পড়ে দেখলুম। তুমি যা বলেছ সে সম্বন্ধে আমার নিজের মত জানাবার জন্যে আমি তোমাকে এই চিঠি লিখছি না। আমার মতামতের কোন দাম তোমার কাছে আছে বলে মনে করি না। তুমি নাৎসি মতবাদের সমর্থনের দ্বারা ইয়োরোপের ইন্টেলেকচুয়াল কেন্দ্রে তোমার বিরুদ্ধে যে তীব্র বিরুদ্ধতা জাগিয়ে তুলেছ সেই সম্বন্ধে তোমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই চিঠি লেখা। দুঃখ হয় মনে করে যে, তোমার আশেপাশে যে-সব লোকেরা আছে, তাদের মধ্যে এমন একটিও লোক নেই যে ইয়োরোপের কালচার ও পলিটিকাল জীবনের সত্যি খবর রাখে ও যে তোমাকে এই সর্বনেশে ভুল থেকে বাঁচাতে পারত। তোমার বিরুদ্ধে যে-আক্রমণ গজিয়ে উঠেছে তার প্রধান point-গুলি হচ্ছে এই— প্রথমত, তুমি ইতালীয় ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলে। সে মত তুমি যদি না বদলে থাকো, তা হলে তুমি জার্মান ফ্যাসিজম, যা আজ নাৎসিজম নাম নিয়েছে, তার সমর্থন কোন মতেই করতে পারো না। এ কথা বলার কোন মানে হয় না যে তুমি ইতালীয় ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, কিন্তু জার্মান ফ্যাসিজমের সপক্ষে। তোমাকে এরই মধ্যে unprincipled opportunist বলে অনেকে আক্রমণ শুরু করেছে। দ্বিতীয়ত, জার্মান নাৎসিজম Nationalism-এর জঘন্যতম rabid রূপ। তুমি এই নাৎসিজমের প্রশংসা না করা পর্যন্ত Nationalism-কে অস্বীকার করে এসেছ। তোমার নাৎসিজমের সমর্থন তোমার Internationalism ত্যাগ করার নামান্তর। তৃতীয়ত, ইহুদিদের উপর যে-অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার নাৎসিরা করেছে ও করছে, জার্মান ভাইস কনসাল সেই পাশবিকতাকে রঙচং করে যা বলেছে, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও না বলায় লোকে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছে যে তুমি racialism-এর সমর্থক। চতুর্থত, ইয়োরোপে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই জানে যে যুদ্ধের

কী প্রচণ্ড আয়োজন নাৎসিরা শুরু করে দিয়েছে। নাৎসি Nationalism-এর সমর্থন করে তুমি লোকেদের মনে এই ধারণা জন্মে দিয়েছ যে তুমি যুদ্ধের সমর্থক।

পঞ্চমত, সমস্ত প্রসিদ্ধ লেখকদের বই পুড়িয়ে, প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের ছবি নষ্ট করে যে-বীভৎস cultural reaction নাৎসিজম জার্মানিতে এনেছে, তুমি নাৎসিজমের সমর্থন করে সে cultural reaction-কে সমর্থন করেছ। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, জার্মানিতে cultural জীবনের নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্যে এমন একজনও কেউ নেই যে না জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

তোমার নাৎসিজমের সমর্থনের খবর এখনও ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু আস্তে-আস্তে ছড়াচ্ছে। প্রথমত, Sylvain Levi *Calcutta Review*-তে তোমার মতামত পড়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি ভারতবাসীদের সে কথা এরই মধ্যে বলেছেন, অন্যদের যে বলেছেন কিংবা বলবেন তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, জার্মান ভাইস কনসাল বাহবা নেবার জন্যে জার্মান গভর্মেন্টকে নিশ্চয়ই জানিয়েছে, তার ফলে নাৎসি কাগজে তোমার মতামত উঠবে ও সকলে জানবে। এর ফল যে তোমার পক্ষে কত দূর অনিষ্টকর হবে তা তুমি বোধ হয় ধারণা করতে পারবে না ইয়োরোপে না এলে। ইয়োরোপের ও আমেরিকার মনীষীদের মধ্যে তুমি এমন একটাকেও দেখাতে পারবে না, যিনি নাৎসিজমের তীব্র প্রতিবাদ না করেছেন। তোমার উক্তির তীব্র প্রতিবাদ তো হবেই, শুধু তাই নয়, তোমার নামের সঙ্গে এই অপবাদ বরাবরের মতো জড়িয়ে থাকবে যে বর্তমান কালের সবচেয়ে পচা reaction-কে সমর্থন করেছ। আমার পলিটিকাল মতবাদ তোমার পলিটিকাল মত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলেই আমি তোমায় এ বিষয়ে আগে লিখে সতর্ক করে দিইনি, কেননা তোমার মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে যেহেতু আমি কমিউনিস্ট, সেই হেতু আমি আমার বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে তোমার কাছে প্রোপাগান্ডা করছি। তার জন্যই আমি তোমাকে লিখিনি। মনে হচ্ছে হয়তো লিখলে ভালো করতুম। তোমাকে এই প্রচণ্ড ভুল থেকে বাঁচাতে পারতুম হয়তো। এ কথা তোমাকে জানানো দরকার মনে করি যে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় নাৎসিজমের যে-তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে ও হচ্ছে, তা শুধু কমিউনিস্টরাই করেনি। লিবারাল, ডেমোক্রাট, প্যাসিফিস্ট, ইন্টারন্যাশন্যালিস্ট, এমন একটি cultural কেন্দ্র নেই, যা প্রতিবাদ না করেছে। তাই জন্যে নাৎসিজমের বিরুদ্ধে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে-বিরুদ্ধতা জেগেছে তাকে নিছক কমিউনিস্ট-বিরুদ্ধতা মনে করলে প্রচণ্ড ভুল করবে। এই গত ছ'মাস কম লজ্জা পেতে হয়নি যখন প্যারিসের cultural জীবনের বহু লোকের কাছ থেকে অনবরত শুনতে হয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবীর এই দুঃসময়ে তুমি একেবারে চুপ করে আছো। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মনীষীরা জোরগলায় তাঁদের মত জানিয়েছেন, শুধু তুমি চুপ করে আছো। গান্ধির কাছ থেকে কেউ কিছু আশা করেনি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে তারা প্রতিবাদ আশা

করেছিল। ভারতবর্ষের দিক থেকে মস্ত একটা সুযোগকে তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছ। শুধু তা হলেও বা হত, এখন নাৎসিজমের সমর্থন করে তুমি তোমার Internationalism-কে এমন মারাত্মক ঘা দিয়েছ যে তাকে ভবিষ্যতে সত্যি প্রাণবন্ত বলে এ দেশে প্রতিপন্ন করা খুবই শক্ত হবে। তা ছাড়া, কুৎসিত সন্দেহ লোকের মনে এরই মধ্যে উঠেছে। সে নিয়ে একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে নাৎসি গভর্মেন্ট তোমার ইস্কুলকে টাকা দিচ্ছে কি না? তোমাকে আমি সমস্ত ব্যাপারটা জানানো উচিত মনে করেই জানালুম। তোমাকে আর-একটি বিষয় আমি জানিয়ে দিতে চাই। আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে যে এই লোকটি তার স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্যে তোমাকে এই মারাত্মক ভুল পথে চালিত করছে। এই লোকটি হচ্ছে . . .। . . . যে নাৎসি গভর্মেন্টের ঘুষ খেয়েছে তার সঠিক খবর আমি মিউনিখ থেকে পেয়েছি। ইতিমধ্যে তারকনাথ দাস আমার এক বন্ধুকে বলেছেন যে . . . নাৎসিজমের উপর প্রবন্ধ লিখে সেই প্রবন্ধ কলকাতার জার্মান কনসালের মারফত বার্লিনে জার্মান foreign office-এ পাঠিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মান গভর্মেন্টের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে জার্মানিতে আসার বন্দোবস্ত করা। . . . এর মতো এত বড় নীচ প্রকৃতির লোক খুবই কম আছে। আমি তাকে খুব চিনি। বার্লিনে আমার বাড়িতে এসে আমাকে যে-সব কথা বলেছিল তা আমি দেশে ফিরে সকলকে জানিয়ে publicly ওকে অপদস্থ করব। আমি দু-চার দিন বাদে আঁদ্রে জিদ ও বারবুসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তোমার বিরুদ্ধে মতবাদ খুবই জোট বাঁধছে। তোমার যা ভালো মনে হয় তাই করো। আমি তোমাকে সব ব্যাপারটা জানানো কর্তব্য মনে করে জানালুম। আমার এখানে বিবিধ কাগজগুলির কর্তাদের সঙ্গে যোগ আছে। যদি তুমি কোন Statement দিতে চাও, তা হলে আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারো। আমি তৎক্ষণাৎ ছাপাবার বন্দোবস্ত করতে পারি। আমার অবস্থা হয়েছে ত্রিশঙ্কুর মতো। কমিউনিস্ট হিশেবে তোমার নাৎসিজমের সুখ্যাতির জন্য আক্রমণ করতে আমি বাধ্য, অথচ তোমাকে যখন এখানে আক্রমণ করছে তখন তোমার হয়ে দু-কথা না বলেও পারি না। আমি জানি principle-এর দিক থেকে বিচার করে দেখলে হয়তো আমি ভুল করি তোমার হয়ে দু-চার কথা বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চুপ করে থাকতে পারিনে। দেশে শীঘ্রি ফিরে যাচ্ছি। যদি ছাড়া থাকি, তা হলে গান্ধিবাদকে তুমি বর্তমানে যে-প্রশংসা করেছ, তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব হবে। আমার সমস্ত অভিযোগ জানাতে গেলে এ চিঠি পুঁথি হয়ে উঠবে। তাই দেশে ফেরা পর্যন্ত তা মুলতুবি রাখলুম। আশা করি, তোমার শরীর ভালো আছে। তুমি আমার প্রণাম নিও।

ইতি— সৌম্য

প্যারিস, ১ নভেম্বর ১৯৩৩

প রি শি ষ্ট : ২

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ

ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ দেশের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে তাঁকে নিঃসন্দেহে দিশারির মর্যাদা দেওয়া যায়। ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগ্রামেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।

নাৎসিবাদের ঝোড়ো উত্থানের সময়কালে সৌম্যেন্দ্রনাথ ছিলেন জার্মানিতে। নাৎসি দর্শন, নাৎসি সাহিত্য ভালো করে জেনে-বুঝে তত্ত্বগত ভাবে তার প্রকাশ্য বিরোধিতায় নেমেছিলেন খোদ ঐ দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। ইতালিতে বছর-দেড়েক কাটিয়ে জার্মানিতে ফেরার সময়ে অস্ট্রিয়া-জার্মানি সীমান্তে গ্রেপ্তার হন 'হিটলার হত্যা-প্রচেষ্টায় জড়িত থাকা'র অভিযোগে। প্রমাণাভাবে মুক্তি পান, তবে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চলে যান প্যারিসে, এপ্রিল ১৯৩৩-এর শেষে।

প্যারিস তখন ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগ্রামের কেন্দ্র। রম্যাঁ রলাঁ, অঁরি বারবুস প্রমুখ মনীষীরা সেই লড়াইয়ের দিগ্‌দর্শক। সে-সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। *League against Fascism and War*-এর বিশ্ব কমিটির পক্ষ থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথকে লিগের ভারতীয় শাখা স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ফ্যাসিবাদ ও হিটলারি বর্বরতার বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ প্যারিসে এক বিশাল ঐতিহাসিক সমাবেশে অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি।

ঐ সময়েই গাঁধিবাদ নিয়ে রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথের বিশ্রুত বিতর্কেও ফ্যাসিবাদ-প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। সে-বিতর্কের সমাপন ঘটেছিল ফ্যাসিবিরোধী সার্বিক লড়াইয়ের প্রত্যয়ে। ভারতবর্ষের তরুণদের উদ্দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক আবেদনটি রলাঁ তুলে দেন সৌম্যেন্দ্রনাথের হাতে।

এ সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্যের জন্যে সোমেন্দ্রনাথ বসু রচিত *সরকারী ফাইলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর* গ্রন্থটি (প্রকাশকাল জুন, ১৯৭৮) থেকে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সৌম্যেন্দ্রনাথ' অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত জার্মানির যে-চেহারা সৌম্যেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাতে তাঁর এ কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে, জার্মানিতে সব সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হিটলার এসেছেন এবং মানবসভ্যতাকে দলে-পিষে আবার এক

রক্তগর্বান্ধ বর্বর সমাজে পরিণত করতে চাইছেন। তখন ফ্যাসিবাদের জঘন্য কুৎসিত রূপ দেখেও এর পরিণামের ভয়াবহতা অনেকেই বুঝতে পারেননি। সৌম্যেন্দ্রনাথ সেই সময় উঠে-পড়ে লাগলেন ফ্যাসিবাদের স্বরূপ সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরতে।

১৯৩০ সালে সৌম্যেন্দ্রনাথ যখন বার্লিনে, তখনই ফ্যাসিবাদের ভূত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তার বর্ণনায় সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'হিটলারের কালো ছায়া ক্রমশই দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে পড়েছিল জার্মানির বুকে। সোশ্যালিস্ট বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি লেলিয়ে দিচ্ছিল ফ্যাসিজমকে শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। জার্মানির শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সমাজের স্রোতে কচুরিপানার মতো ভেসে যাচ্ছিল নাৎসিজমের বেনো জলের টানে। গ্যোয়েটে আর হায়নের জার্মানি, কান্ট-হেগেলের জার্মানি সেঁধিয়ে যাচ্ছিল অবৈজ্ঞানিক বর্বরতার চোরাবালিতে। জার্মানিতে ফ্যাসিজম জয়ী হলে সমস্ত ইয়োরোপে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।' এই সময়ে বার্লিনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক আশ্চর্য বক্তৃতা শুনলেন ফরাসি মনীষী অঁরি বারবুস-এর। সে-বক্তৃতা তাঁর মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়ে গেল।

পরে ১৯৩৩-এর মে মাসে বারবুসের সঙ্গে দেখা আবার, প্যারিসে। জার্মানিতে তখন নাৎসিবাদের নখদন্তবিকীর্ণ চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— 'লক্ষ-লক্ষ লোক জেলে আর হাজার-হাজার লোক নিহত। বই পোড়ানোর ধুম লেগে গেছে, হায়নের বইগুলোও পুড়োতে ব্যস্ত নাৎসি বর্বরেরা। শ্রমিক আন্দোলন টুকরো-টুকরো হয়ে গেল নাৎসিজমের প্রচণ্ড আঘাতে। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাজার-হাজার লোক জার্মানি থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।'

সেই সময়ে প্যারিসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন অঁরি বারবুস। তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন যে, ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁরই কথামতো ভারতবর্ষে ফ্যাসিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘের প্রতিষ্ঠার ভার নিয়ে আমি দেশে ফিরে আসি। . . . বিদায়ের মুহূর্তে দুই হাত দিয়ে আমার হাত ধরে বললেন, ভারতবর্ষকে আমরা চাই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের এই অভিযানে। মনে রেখো এই কথা, আর ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকদের আমার অভিনন্দন জানিও।'. . .

হিটলার ও মুসোলিনির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই (বিংশ) শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সৌম্যেন্দ্রনাথই একমাত্র কমিউনিস্ট নেতা, যিনি ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বই লিখে, সভায় বক্তৃতা করে, ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি ভারতবর্ষের মানুষকে এই সভ্যতাবিরোধী হিংস্র শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। ১৯৩৭ সালে *League against Fascism and War* নামে যে-প্রতিষ্ঠান

তৈরি হয়, তার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রোফেসর কে টি শাহ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, শিবনাথ ব্যানার্জী, প্রোফেসর এন জি রঙ্গ, স্বামী সহজানন্দ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, এস এ ডাঙ্গে ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঐ সময়ে হিটলার যখন জার্মানির জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের মুঠোর মধ্যে ভরে ফেলেছেন, তাঁর হিংস্র চেহারা যখন হাজার-হাজার কমিউনিস্টের রক্ত-লোভে আরও ক্রুর হয়ে উঠেছে, তখন ভারতবর্ষে সৌম্যেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন কমিউনিস্টের গলা শোনা গেল না কেন? কারণ ফ্যাসিবাদের স্বরূপ জানলেও, কমিউনিস্টের অত্যাচারিত হবার খবর পেয়েও সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্কের টাল-মাটাল অবস্থার কথা মনে রেখে ভারতবর্ষের সরকারি কমিউনিস্টদের চুপ করেই থাকতে হল। ভারতবর্ষের *Indo-GDR Friendship Society* ১৯৬৯ সালে *Anti-Fascist Traditions in Bengal* নাম দিয়ে যে-গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তাতে যুদ্ধপূর্ব ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু ও সৌম্যেন্দ্রনাথের রচনা উদ্ধৃত হয়েছে। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের একটি রচনাংশ *পরিচয়* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তা ছাড়া, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্য কোন বাংলাদেশের নেতার কোন বিবৃতি বা আন্দোলনের খবর সে গ্রন্থে নেই। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে প্যাক্ট করে পোল্যান্ড দখল করে বসল। ফলে ভারতবর্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধে হবার বাধা ছিল না। কিন্তু জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, তখন হঠাৎ 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' 'জনযুদ্ধ' হয়ে গেল, তখনই ভারতবর্ষের সরকারি কমিউনিস্টরা মহা আনন্দে ১৯৪২ সালে *Anti-Fascist Writers' Association* তৈরি করলেন। তখন ইংরাজ সরকারও *Anti-Fascist*, ফলে ইংরেজ-বিরোধিতা না-করে ফ্যাসিবিরোধী হওয়ার সুবিধা ছিল। আর সৌম্যেন্দ্রনাথ তখন জেলে। তিনি ইংরাজের পক্ষ নিয়ে, ইংরাজ-শাসনের প্রশ্রয়চ্ছায়ায় থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী হননি। তিনি তখন ফ্যাসি-বাদেরও বিরুদ্ধে, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদেরও বিরুদ্ধে।

ন তু ন স ং স্ক র ণ প্র স ঙ্গ

এ বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে, গণবাণী পাবলিশিং হাউসের পক্ষে তা প্রকাশ করেছিলেন প্রভাত সেন। পরে এ বইয়ের আর কোন সংস্করণ হয়েছিল কি না জানা নেই, তবে খুব সম্ভব না।

বাংলা ভাষায় প্রথম ফ্যাসিবিরোধী বই এটি। আর সৌম্যেন্দ্রনাথেরই লেখা *Hitlerism or The Aryan Rule in Germany* বেরিয়েছিল এর কিছু দিন আগে, ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম ফ্যাসিবিরোধী বই হিশেবে তা সুচিহ্নিত।

১৯৩৪-এ *ফ্যাসিজম*-এর প্রকাশ ঘটলেও এর প্রস্তুতি চলেছিল ইতালিতে সৌম্যেন্দ্রনাথের বসবাসকালে। সোভিয়েত রাশিয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র ছিল জার্মানি। সেখানে যক্ষ্মায় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ইতালির আল্পস ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্যানাটরিয়ামে চিকিৎসার জন্য আসেন ১৯৩১ সালের শেষার্ধে।

ইতালিতে তখন ঘোর ফ্যাসিস্ট যুগ। ফ্যাসিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগের গোড়া-ঘেঁষা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে তার ফাঁকির দিকটা বুঝে নিতে সৌম্যেন্দ্রনাথের দেরি হয়নি। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নিটোল যুক্তির শানে ফ্যাসিস্ট তত্ত্বকে খণ্ডন-করা এ বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এর পুনঃপ্রকাশ ও পুনঃপাঠও এই কালখণ্ডে জরুরি।

কিন্তু বহু পূর্বে প্রকাশিত বইয়ের পুনঃপ্রকাশ কালে সাধারণত যে-যে সমস্যার সামনে পড়তে হয়, এ বইয়ের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। যেমন এ বই যে-সময়ে লেখা হয়েছে, তখন 'নিজের' বা 'নিজেদের' বোঝাতে 'আপনার' বা 'আপনাদের' লেখা হত, এখন আর যার তেমন প্রচলন নেই। কিন্তু এর কোন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় ইংরাজি 'প্রোগ্রাম' অর্থাৎ কর্মসূচি বা কর্ম-পরিকল্পনা ইত্যাদির যাবতীয় অর্থে লেখক যখন 'অনুষ্ঠান' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তারও কোন বদল ঘটানো। এ ছাড়া চিকিৎসক-অচিকিৎসক নির্বিশেষে সর্বার্থে 'ডক্টর' শব্দটিকে সৌম্যেন্দ্রনাথ বাংলায় লিখতেন 'ডাক্তার', তারও কোন পরিবর্তন করা ঠিক নয়। কিন্তু যেখানে সম্ভব, অর্থাৎ সাধারণ শব্দ ও ক্রিয়াপদের বানান, সে সবই আমরা এখনকার মতো করে নিয়েছি, তার পরেও সৌম্যেন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু প্রয়োগ রাখা হয়েছে অবিকল। ইতালীয় বিভিন্ন শব্দ ও নামের উচ্চারণ কিন্তু যথা-

সম্ভব ইতালীয় মতেই করে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, মূল বইয়ে যা সর্বত্র ছিল না, আর এ কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন শ্রীশুভেন্দু সরকার। মূল সংস্করণের বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও তজ্জনিত অসঙ্গতিও যথাসম্ভব শুধরে নেওয়া হয়েছে।

বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটি নেওয়া হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১৩০-তম পুস্তক সোমেন্দ্রনাথ বসু রচিত *সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর* (প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯১) থেকে। আর পরিশিষ্ট ২-এর সূত্র যথাস্থানেই উল্লেখিত।

এ বই প্রকাশের পেছনে অনেকের সৌজন্য, উৎসাহ, তাড়না ও পরিশ্রম জড়িয়ে থাকল, প্রকাশকালে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ম ন ফ কি রা র নি র্বা চি ত ক য়ে ক টি ব ই

দে শ কা ল বি শ্ব

মেধা পাটকর। প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষা। আন্দোলনের এই সময়। টা. ৬০
অরুন্ধতী রায়। দুই বিশ্ব। টা. ৯০
পি সাইনাথ ও অন্যান্য। লাভের জল, লোভের জল। টা. ৩০
অসীম শ্রীবাস্তব ও অন্যান্য। দেশের মধ্যে দেশ এস ই জেড। টা. ৩০
কল্যাণ রুদ্র। গঙ্গার গতিবদল ও পশ্চিমবঙ্গে ভূমিক্ষয়। টা. ৪৫
শুভেন্দু দাশগুপ্ত। অ-উন্নয়নের ২২ কাহন। টা. ৬০
নোয়াম চমস্কি। ৯/১১-র পরে : কোন্ দিকে চলেছে দুনিয়া ১। টা. ৬০
নোয়াম চমস্কি। নতুন এই বিশ্বব্যবস্থা : কোন্ দিকে চলেছে দুনিয়া ২। টা. ৬০
নোয়াম চমস্কি। কে কীভাবে চালাবে দুনিয়া। টা. ৩০
নোয়াম চমস্কি। গণমাধ্যমের চরিত্র। টা. ৩০
রক্তহিংসাযুদ্ধের দিনে ইরাকি ডায়েরি, সাক্ষাৎকার। ইরাক এখন। টা. ৬০
HUGO CHAVEZ । RISE UP AGAINST THE EMPIRE । Rs 60
S P DASGUPTA । WHY IS KASHMIR BURNING? । Rs 160
SAMAR SEN । EDITORIALS FROM NOW । Rs 100
বীরেন দাশশর্মা। গ্রাফিতি এক অবৈধ শিল্প। টা. ৩০

প্র ব ন্ধ স্মৃ তি ক থা কা ব্য উ প ন্যা স লো ক ক থা

প্রমথ চৌধুরী। আত্মকথা। টা. ৭৫
সতীনাথ ভাদুড়ী। পড়ুয়ার নোট ও অন্যান্য। টা. ৭৫
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। লিখনসমগ্র ১। টা. ৭০
বিজন ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট বিজন : লিখন ভাষণ কথোপকথন। টা. ৮০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। বুকের ভেতরের রস। টা. ৬০

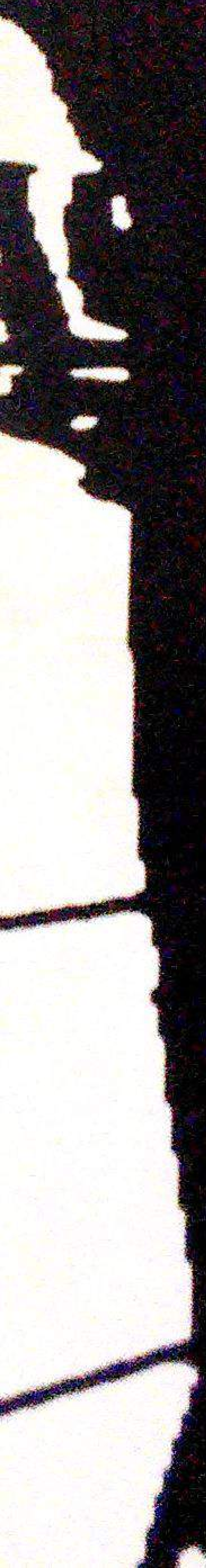

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই বই
বাংলা ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত
প্রথম ফ্যাসিবিরোধী বই।
১৯৩৪ সালে এ বই প্রথম প্রকাশিত
হলেও এর প্রস্তুতি চলেছিল
ইতালিতে সৌম্যেন্দ্রনাথের বসবাসকালে।
সোভিয়েত রাশিয়ার পর তাঁর
রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র ছিল জার্মানি।
সেখানে যক্ষ্মায় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে
পড়ায় তিনি ইতালির আল্পস ও
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্যানাটরিয়ামে
চিকিৎসার জন্য আসেন ১৯৩১-এর
শেষার্ধে। ইতালিতে তখন
ঘোর ফ্যাসিস্ট যুগ।
ফ্যাসিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগের গোড়া-ঘেঁষা
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে তার ফাঁকির
দিকটা বুঝে নিতে তীক্ষ্ণধী
সৌম্যেন্দ্রনাথের দেরি হয়নি। মার্কসবাদী
দৃষ্টিতে নিটোল যুক্তির শানে ফ্যাসিস্ট
তত্ত্বকে খণ্ডন করে এ বই এক
ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল।
এর ঐতিহাসিক মূল্যও সে-কারণে
যথেষ্ট। এ বইয়ের পুনঃপ্রকাশ ও
পুনঃপাঠও এই কালখণ্ডে জরুরি।

মনফকিরার বই
ষাট টাকা